Bangladesh Garment Manufacturers
& Exporters Association
"Made in Bangladesh with Pride"

FARUQUE HASSAN
PRESIDENT

বিজিএ/কাস/২০২২/৮০ তারিখঃ ২৬/০৪/২০২২

সম্মানিত সকল সদস্যের জন্য

বিষয়: প্রকাশিত নতুন আমদানি নীতি ২০২১-২০২৪ সংক্রান্ত।

প্রিয় সহকর্মী,

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আমদানি কার্যক্রমকে আরও সহজীকরণ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে আমদানি নীতি ২০২১-২০২৪ প্রকাশিত হয়েছে। বিজিএমইএ'র অনুরোধের প্রেক্ষিতে আমদানি বাণিজ্য বান্ধব অনেক নীতি সংশোধন এবং নতুন সংযোজন করা হয়েছে। প্রকাশিত আমদানি নীতিতে যে সকল নীতি পরিবর্তন ও নতুন সংযোজন করা হয়েছে তা রপ্তানি বাণিজ্যকে আরও ত্বরান্বিত করবে বলে আশা করছি।

আপনাদের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রকাশিত আমদানি নীতি ২০২১-২০২৪ এবং তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তিত ও নতুন সংযোজিত বিষয়াদি পৃথকভাবে এতদসংঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে
ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি

প্রকাশিত নতুন আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এ তৈরি পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট কতিপয় গুরুত্বপূর্ন পরিবর্তিত ও নতুন সংযোজিত বিষয়াদি

আমদানি নীতি (২০১৫-২০১৮)	প্রকাশিত নতুন আমদানি নীতি ২০২১-২০২৪
অনুচ্ছেদ ৯ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১২ ও ২৪ উপ-অনুচ্ছেদ ১২-তে IRC বিলম্বে নবায়ন করা হলে বিলম্ব ফি বাবদ তৃতীয় বছরের পর পরবর্তী প্রতি বছর সারচার্জ বাবদ পূর্ববর্তী বছরের দ্বিগুন হারে নির্ধারণ করা হবে। এবং উপ-অনুচ্ছেদ ২৪-এ ERC বিলম্বে নবায়ন করা হলে বিলম্ব ফি বাবদ তৃতীয় বৎসরের পর পরবর্তী প্রতি বৎসরের জন্য সারচার্জ বাবদ পূর্ববর্তী বৎসরের দ্বিগুন হারে নির্ধারন করা হবে।	**অনুচ্ছেদ ৮ এর (১৬)** আমদানি-রপ্তানি ও ইন্ডেন্টর প্রাথমিক নিবন্ধন ও নবায়ন সংক্রান্ত ফিস ও এতদ সম্পর্কিত বিষয়াদি, সময় সময় সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।
অনুচ্ছেদ ১৪ এর (১৩)(ক) এর (অ) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে যে সকল তৈরি পোশাক রপ্তানি করা হইয়াছে তাহা ক্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে উহা ফেরত আসার প্রেক্ষিতে বন্দর হইতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক তাহা খালাস ও পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে;	**অনুচ্ছেদঃ ১৩ এর (১৩) অ** বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাক সহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করিবার পর তাহা ক্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে উহা ফেরত আসিবার প্রেক্ষিতে বন্দর হইতে খালাস ও পুনঃরপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহা খালাস ও পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।
অনুচ্ছেদ ১৪ এর (১৩) (খ) (অ) যে সকল ক্রুটিযুক্ত কাপড় এবং এক্সেসরিজ সরবরাহকারী /রপ্তানিকারক কর্তৃক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হইতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয় নাই সেই সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিবেন; (আ) যে সকল ক্রুটিযুক্ত কাপড় এবং এক্সেসরিজ সরবরাহকারী/রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে ক্রেতা-বিক্রেতার (Buyer-Seller) দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে ইনভেন্টরি (Inventory) প্রস্তুতের ভিত্তিতে ক্রুটিযুক্ত কাপড়ের পরিমান নির্দিষ্ট করতঃ তৎবাবদ বৈদেশিক মুদ্রা টি,টি (TT) অথবা এল,সি এর মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ অথবা সমপরিমান পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংক ও শুল্ক কর্তৃপক্ষের অনাপত্তির ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক ক্রুটিযুক্ত কাপড় ও এক্সেসরিজ পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।	**অনুচ্ছেদঃ ১৩ (খ) (অ)** যে সকল ক্রুটিযুক্ত কাপড় এবং অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী বা রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হইতে কোন বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয় নাই সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পুনঃরপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিবেন। **অনুচ্ছেদঃ ১৩(খ) (আ)** যে সকল ক্রুটিযুক্ত কাপড় এবং এক্সেসরিজ সরবরাহকারী বা রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় মুল্য পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে ক্রেতা-বিক্রেতার (Buyer-Seller) দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে ইনভেন্টরি (Inventory) প্রস্তুতের ভিত্তিতে ক্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্যের পরিমান নির্দিষ্ট করতঃ তৎপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা টি,টি (TT) অথবা At Sight LC এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমান পণ্য প্রতিস্থাপনের পর লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তাহা পুনঃরপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।
অনুচ্ছেদ ২৪ উপ অনুচ্ছেদ (১৮) "বন্ডেড ওয়্যার হাউজ পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত কেবল ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অথবা মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এল.সি ছাড়াই শুধুমাত্র ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চিত চুক্তির বিপরীতে ৪ (চার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং মোড়ক সামগ্রী রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানি করতে পারবে, এরূপ ক্ষেত্রে:- (ক) বিদ্যমান ফ্যাক্টরীর বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের ব্যাপারে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমান নির্ধারন করা হইবে এবং (খ) নতুন ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া ৬(ছয়) মাসের পরিমান নির্ধারন করা হইবে।	**অনুচ্ছেদ-২১(৮)(ণ)** বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত শুধুমাত্র শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অথবা মাষ্টার রপ্তানি ঋণপত্র এবং ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ছাড়াই শুধুমাত্র ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চিত চুক্তির বিপরীতে ৬ (ছয়) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও আনুসাঙ্গিক দ্রব্যাদি এবং মোড়ক সামগ্রী রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানি করিতে পারিবে।

আমদানি নীতি (২০১৫-২০১৮)	প্রকাশিত নতুন আমদানি নীতি ২০২১-২০২৪
অনুচ্ছেদ ১৩ (২) এর ''ক'' (ক) ক্যাটাগরী প্রতি ১২টি করিয়া সর্বোচ্চ ৭০০টি নমুনা বিনামুল্যে আমদানি করা যাবে।	**অনুচ্ছেদ ১২ এর (২)** (ক) ক্যাটাগরী প্রতি ১৫টি করিয়া সর্বোচ্চ ১,৫০০টি নমুনা বিনামূল্যে আমদানি করা যাবে।
অনুচ্ছেদ-১৩ এর ১ (২) সকল আমদানিকারক ইন্ডেন্টর এবং এজেন্ট ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার দ্রব্য আমদানি করিতে পরিবে। (৪) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যথার্থ উপহার সামগ্রী একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত আমদানি করিতে পারিবে।	**অনুচ্ছেদ ১২** (২) সকল আমদানিকারক ইন্ডেন্টর এবং এজেন্ট দশ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত আমদানি করিতে পরিবে। (৪) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যথার্থ উপহার সামগ্রী পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত আমদানি করিতে পারিবে।
অনুচ্ছেদ ২৪(৯)(আ)(ই) মূল্য সংযোজনের হার কোটা ও নন-কোটা অনুযায়ী শতকরা পনের এবং দশ ভাগ তবে এইরূপ ক্ষেত্রে প্রতি ডজনের এফওবি মূল্য ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলার বা তাহার অধিক হইতে হইবে।	**অনুচ্ছেদঃ ২১(৮)(অ)(১)** ১। প্রতি ডজন এফওবি ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের সকল প্রকার (ওভেন ও নীট) পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা (২০) ভাগ। ২। প্রতি ডজন এফওবি ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলারের অধিক মূল্যের সকল প্রকার (ওভেন ও নীট) পোশাক রপ্তানীর ক্ষেত্রে শতকরা (১০) ভাগ।
অনুচ্ছেদ-২৯(চ) রপ্তানিমুখী স্পেশালইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং অথবা ডাইং, প্রিন্টিং ফিনিশিং, উইভিং বা স্পিনিং) কেবল যাহাদের প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউজের আওতায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকেও চার মাসের প্রয়োজনীয় গ্রে কাপড় ও সুতা রিভলভিং পদ্ধতিতে (উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ৩৩%) দফা (ক) হইতে (গ) এ বর্ণিত শর্তে আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফ্যাক্টরির বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রদত্ত বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের ব্যাপারে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমান নির্ধারণ করা হইবে।	**অনুচ্ছেদ-২১(১০)(চ)** রপ্তানিমুখী স্পেশালইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং অথবা ডাইং, প্রিন্টিং ফিনিশিং, উইভিং বা স্পিনিং) কেবল যাহাদের প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউসের আওতায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকেও ৬ (ছয়) মাসের প্রয়োজনীয় গ্রে কাপড় ও সুতা রিভলভিং পদ্ধতিতে (উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ দফা (ক) হইতে (গ) এ বর্ণিত শর্তে আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফ্যাক্টরির বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রদত্ত বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের বিষয়ে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমান নির্ধারণ করা হইবে।
নতুন সংযোজন	**অনুচ্ছেদ ২১(৮)(ম) (নতুন)** শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে, পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল পোষকের নির্ধারিত আমদানি স্বত্ব অনুসারে আমদানি করিতে পারিবে।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, এপ্রিল ২৪, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ: ৭ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ২০ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৯২-আইন/২০২২।—Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act No. XXXIX of 1950) এর section 3(1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও মেয়াদ।**—(১) এই আদেশ আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ভিন্নরূপ উল্লিখিত না থাকিলে ইহা বাংলাদেশে সকল প্রকার পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পর নূতন আমদানি নীতি আদেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত ইহার কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে।

(৪) এই আদেশে যাহা কিছু থাকুক না কেন, সময় সময়, অর্থ আইন বা অন্য কোনো আইনের অধীন প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে আমদানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান জারি করা হইলে উক্ত বিধান, এই আদেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, এই আদেশের উপর প্রাধান্য পাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অন্য কোনো আইন, প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি বা আদেশে আমদানি সংক্রান্ত কোনো বিধান জারি করিবার পূর্বে সংশ্লিষ্ট পোষক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সুপারিশের ভিত্তিতে উক্ত বিধান পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হইতে গণবিজ্ঞপ্তি জারির মাধ্যমে এই আদেশে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই আদেশে—

(১) "অন্ত্রাপো (Entre-port) বাণিজ্য" অর্থ এইরূপ বাণিজ্য যেইক্ষেত্রে আমদানিকৃত কোনো পণ্যের গুণগত মান, পরিমাণ, আকৃতিসহ কোনো প্রকার পরিবর্তন ব্যতিরেকে পণ্য মূল্য অন্যূন ৫% এর অধিক মূল্যে তৃতীয় কোনো দেশে রপ্তানি করা হয়, যাহা বন্দর সীমানার বাহিরে আনা যাইবে না, তবে অন্য কোনো বন্দরের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে পরিবহণ করা যায়;

(২) "আইন" অর্থ Imports and Exports (Control) Act, 1950 (Act. No. XXXIX of 1950);

(৩) "আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান" বলিতে দেশে বা বিদেশে পরিদর্শন কার্যে অন্যূন ১০ (দশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, পরিদর্শন কার্যে আন্তর্জাতিক মান ISO 17020 স্বীকৃত এবং International Federation of Inspection Agencies (IFIA) এর Government Services Committee এর সদস্যকে বুঝাইবে;

(৪) "আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর paragraph 2 এর clause (f) এ সংজ্ঞায়িত Importers;

(৫) "আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ" অর্থ প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং আইনের অধীন জারিকৃত বিভিন্ন বিধি ও আদেশের সংশ্লিষ্ট বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স, পারমিট বা নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(৬) "আমদানির ভিত্তি" অর্থ একজন নিবন্ধিত আমদানিকারকের শেয়ার নির্ধারণ করিবার জন্য গৃহীত শতকরা ভাগ, হার অথবা সূত্র;

(৭) "আমদানি মূল্য" অর্থ বাংলাদেশের বন্দরে অন্ত্রাপো বাণিজ্য বা পুনঃরপ্তানি বা দেশের অভ্যন্তরীণ ভোগের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের সিএফআর মূল্য;

(৮) "ইন্ডেন্টর" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর paragraph 2 এর clause (g) এ সংজ্ঞায়িত indentor;

(৯) "ইনকোটার্মস" বলিতে International Chamber of Commerce কর্তৃক, সময় সময়, প্রকাশিত সংজ্ঞাকে বুঝাইবে;

(১০) "উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি" অর্থ উদ্ভিদ প্রজাতি বা উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদি বা বীজসহ উদ্ভিদের জীবন্ত বা মৃত অংশ, উদ্ভিদ উৎসের বংশ উৎপাদনকারী, জার্মপ্লাজম, উদ্ভিদ উৎসের প্রক্রিয়াজাতকৃত বা অপ্রক্রিয়াজাতকৃত দ্রব্যাদি যাহা তাহাদের বৈশিষ্ট্যের কারণে অথবা প্রক্রিয়াকরণের কারণে বালাইবহন, সংক্রমণ ও বিস্তার করিতে সক্ষম এবং উহার প্যাকিং দ্রব্যাদি ও তুলা;

(১১) "এইচএস কোড" অর্থ বলবৎ কাস্টমস আইনের প্রথম তফসিল অনুযায়ী পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত আট বা ততোধিক সংখ্যা বিশিষ্ট এইচএস কোড;

(১২) "এডহক শিল্প আইআরসি" অর্থ নতুন স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উহাদের কাঁচামাল, মোড়কসামগ্রী ও যন্ত্রাংশ আমদানির নিমিত্ত (নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত পণ্য বা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যসামগ্রী ব্যতীত) সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বা জারিকৃত এডহক শিল্প আইআরসি;

(১৩) "এলসি" বা "ঋণপত্র" অর্থ এই আদেশের অধীন আমদানির উদ্দেশ্যে ইস্যুকৃত ঋণপত্র (Letter of Credit);

(১৪) "ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্র" অর্থ আমদানিকারক অথবা তাহাদের আইনানুগ প্রতিনিধি এবং রপ্তানিকারক বা বিক্রেতা বা সরবরাহকারী অথবা তাহাদের আইনানুগ প্রতিনিধির মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি (সেলস কন্ট্রাক্ট প্রোফরমা ইনভয়েস, ইনডেন্ট, অফার ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত করা হউক) যেইখানে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ, চুক্তির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট থাকিবে এবং চুক্তিতে আমদানিকারক বা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধির স্বাক্ষর, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(১৫) "ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়ার্ডিং এজেন্ট (সিএন্ডএফ এজেন্ট)" বা "ফ্রেইট ফরওয়ার্ডার (এফএফ)" অর্থ এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যাহারা সিএন্ডএফ এজেন্ট বা এফএফ হিসাবে কাজ করিবার জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত;

(১৬) "খাদ্যসামগ্রী" অর্থ এইরূপ খাদ্যসামগ্রী যাহা মানুষ কর্তৃক সরাসরি বা প্রক্রিয়াকরণের পরে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়;

(১৭) "নগদ বৈদেশিক মুদ্রা" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির পাশাপাশি বাংলাদেশস্থ বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতিকেও বুঝাইবে;

(১৮) "নমুনা" বা "স্যাম্পল" বলিতে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার অনুপযোগী এবং সহজে সনাক্তযোগ্য সীমিত পরিমাণ পণ্যকে বুঝাইবে;

(১৯) "নিবন্ধিত আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন নিবন্ধিত কোনো Importer;

(২০) "নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা" অর্থ পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা;

(২১) "পণ্য" অর্থ Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর FIRST SCHEDULE এ বর্ণিত পণ্য;

(২২) "পরিশিষ্ট" অর্থ এই আদেশের সহিত সংযোজিত পরিশিষ্ট;

(২৩) "পারমিট" অর্থ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত অনুমতিপত্র, আমদানি পারমিট, ক্লিয়ারেন্স পারমিট (ছাড়পত্র), ফেরতের ভিত্তিতে আমদানি পারমিট, রপ্তানি পারমিট বা, ক্ষেত্রমত, রপ্তানি তথা আমদানি পারমিট;

(২৪) "পোষক কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোনো বিশেষ শ্রেণি বা খাতের শিল্পের নিয়ন্ত্রণ করে এমন কোনো প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যাহা Rules of Business, 1996 এর Schedule 1 (Allocation of Business) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট খাত যে মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্মপরিধিভুক্ত, সেই মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনাধীন অধিদপ্তর, সংস্থা, পরিদপ্তর বা দপ্তর;

(২৫) "পুন:রপ্তানি" অর্থ স্থানীয়ভাবে পুন:প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে গুণগতমান বা আকৃতির যে কোনো একটির অথবা উভয়ের পরিবর্তনপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্য আমদানি মূল্যের সহিত অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশ মূল্য সংযোজনপূর্বক রপ্তানি;

(২৬) "প্রকৃত ব্যবহারকারী" অর্থ নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ ব্যতিরেকে এইরূপ কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান, সংঘ বা সংস্থা যাহারা নিজের ব্যবহার বা ভোগের জন্য সীমিত পরিমাণে আমদানিযোগ্য পণ্য, শিল্পের যে কাঁচামাল পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন রহিয়াছে উহা ব্যতীত, এই আদেশের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে, আমদানি করিতে পারিবেন, তবে বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না;

(২৭) "প্রচ্ছন্ন রপ্তানি" বলিতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এ বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকে বুঝাইবে;

(২৮) "প্রধান নিয়ন্ত্রক" অর্থ আইনের section 2(a) এ সংজ্ঞায়িত Chief Controller কে বুঝাইবে;

(২৯) "প্রবাসী বাংলাদেশি" অর্থ বিদেশে কর্মরত বা বসবাসরত বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী বাংলাদেশি নাগরিক;

(৩০) "বাণিজ্যিক আমদানিকারক" অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন নিবন্ধিত একজন আমদানিকারক, যিনি পুন:প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকেই বিক্রয়ের জন্য পণ্য আমদানি করেন;

(৩১) "মুদ্রা" বা "Currency" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ সংজ্ঞায়িত মুদ্রা বা currency;

(৩২) "মৎস্য বা পশু বা পাখির খাদ্য" অর্থ এইরূপ খাদ্যসামগ্রী যাহা মৎস্য বা পশু বা পাখির খাদ্য হিসাবে সরাসরি আমদানি করা হয় অথবা প্রক্রিয়াকরণের পরে মৎস্য বা পশু বা পাখির খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়;

(৩৩) “লিজ ফাইন্যান্সিং আমদানিকারক” অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন, বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ, যাহারা শিল্প, শক্তি, খনিজ, কৃষি, নির্মাণ, যানবাহন এবং প্রফেশনাল সার্ভিস খাতে ইজারা দেওয়ার জন্য মেশিনারি ও ইকুইপমেন্ট আমদানির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত;

(৩৪) “শিল্প ভোক্তা (Industrial Consumer)” অর্থ Importers, Exporters and Indentors (Registration) Order, 1981 এর অধীন শিল্পখাতের আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত কোনো শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ বাংলাদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত বিদেশি বিনিয়োগকারী;

(৩৫) “সরকারি খাতের আমদানিকারক” অর্থ সরকারি প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউট, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্পোরেশন এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আমদানি সংক্রান্ত সাধারণ বিধানাবলি

৩। **পণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ।**—(১) এই আদেশের অধীন পণ্য আমদানি নিম্নবর্ণিত উপায়ে নিয়ন্ত্রিত হইবে, যথা:—

(ক) এই আদেশে ভিন্নরূপ উল্লিখিত না থাকিলে, পরিশিষ্ট-১ এর ‘ক’ অংশে বর্ণিত নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা মোতাবেক প্রযোজ্য শর্ত পরিপালন ব্যতিত আমদানি করা যাইবে না;

(খ) এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু উল্লিখিত না থাকিলে পরিশিষ্ট-১ এর ‘খ’ অংশের আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকায় বর্ণিত পণ্যাদি আমদানি করা যাইবে না; এবং

(গ) উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) এ বর্ণিত পণ্যাদি ব্যতীত অন্যান্য পণ্যাদি অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল পণ্য শর্তসাপেক্ষে আমদানিযোগ্য সেই সকল পণ্য উক্তরূপ শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২) এই আদেশে বর্ণিত কোনো পণ্যের আমদানিযোগ্যতা নিরূপণের ক্ষেত্রে বর্ণনা এবং উহার সংশ্লিষ্ট এইচএস কোডের মধ্যে বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বর্ণনা প্রাধান্য পাইবে।

৪। **আমদানি নিয়ন্ত্রণের শর্তাবলি।**—এই আদেশ কার্যকর হইবার পূর্বে বা এই আদেশে নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত হইবার পরে বা অন্য কোনো বিধান আরোপের কারণে যদি কোনো পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্তরূপ নিয়ন্ত্রণ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে হইবে, যথা:—

(ক) স্থানীয় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বিশেষ কোনো পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক বা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্য উৎপাদনের বিষয়টি কঠোরভাবে নিয়মিত মনিটর করিবে;

(খ) সংরক্ষিত শিল্প (protected industry) বিশেষ করিয়া যাহারা সংযোজন কাজে নিয়োজিত তাহাদিগকে সক্রিয়ভাবে এবং সত্বর প্রগতিশীল উৎপাদন শুরু করিতে হইবে;

(গ) কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি অথবা বিনিময় হার হ্রাস পাওয়ার কারণ ব্যতীত যদি কোনো পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় অথবা আন্তর্জাতিক বাজারে কাঁচামালের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে যদি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য অসমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক বা বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানির উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করিবে;

(ঘ) ইসরাইল হইতে অথবা উক্ত দেশে উৎপাদিত কোনো পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না এবং উক্ত দেশের পতাকাবাহী জাহাজেও কোনো পণ্য আমদানি করা যাইবে না;

(ঙ) কোনো পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধকরণ অথবা বাধানিষেধ আরোপের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যদি কাহারও কোনো আপত্তি থাকে তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিষয়টি বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং উক্ত কমিশন বিষয়টি পরীক্ষার পর সুপারিশ আকারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে বিবেচনার জন্য পেশ করিবে।

৫। পণ্য আমদানির সাধারণ শর্তাবলি।—(১) এইচএস কোড ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা- পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর FIRST SCHEDULE এ লিখিত হারমোনাইজড পদ্ধতিতে পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত অন্যূন ৮ (আট) সংখ্যাবিশিষ্ট এইচএস কোড ব্যবহার বাধ্যতামূলক করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সঠিকভাবে পণ্যের এইচএস কোড উল্লিখিত না থাকিলে কোনো ব্যাংক ঋণপত্র খুলিয়া অথবা ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানি প্রক্রিয়া শুরু করিতে পারিবে না।

(২) **আরওআর (Right of Refusal) ভিত্তিক অনাপত্তির প্রয়োজনীয়তা**—

(ক) পাবলিক সেক্টর এজেন্সি কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য কোনো পণ্য আমদানির জন্য কোনো কর্তৃপক্ষ হইতে আরওআর ভিত্তিক অনাপত্তি গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়ন্ত্রিত তালিকায় বা শর্তযুক্ত কোনো পণ্য পাবলিক সেক্টর এজেন্সি কর্তৃক আমদানির প্রয়োজন হইলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি বা, ক্ষেত্রমত, পোষক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ অথবা উভয়ের অনাপত্তির ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের চুক্তিপত্রে উল্লিখিত থাকিলে আমদানি নিয়ন্ত্রিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর বা সংস্থা উক্ত প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ, চুক্তিপত্রের সংশ্লিষ্ট বিধান, ইত্যাদি উল্লেখক্রমে আমদানিতব্য পণ্যের বিবরণ, এইচএস কোড, পরিমাণ বা সংখ্যা ও মূল্য উল্লিখিতক্রমে অনুমতি প্রদানের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রত্যয়নকৃত তালিকা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৩) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন—

(ক) এই আদেশে যে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ শর্ত রহিয়াছে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে;

(খ) ভিন্নরূপ উল্লিখিত না থাকিলে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১৮ নং আইন) মোতাবেক পণ্য জাহাজীকরণ করা যাইবে।

(৪) প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানি—

(ক) সর্বাধিক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে এবং আমদানিকারক আমদানিকৃত পণ্য বাবদ প্রদত্ত বা প্রদেয় মূল্য সংক্রান্ত দলিল দস্তাবেজ যে কোনো সময়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে;

(খ) বেসরকারি খাতে অবারিত (untied) পণ্য সাহায্যের অধীন আমদানির ক্ষেত্রে অন্তত: ২ (দুই) টি উৎস দেশের অন্যূন ৩ (তিন) টি সরবরাহকারী বা ইনডেন্টর এর নিকট হইতে দরপত্র গ্রহণ করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে পণ্য আমদানি করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ১৫ (পনের) হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঋণপত্র খুলিবার ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) সরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক হারে আমদানির ক্ষেত্রে, পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলিবার পূর্বে তুলনামূলক বাজার দর যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহ্বান করিতে হইবে এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিযোগিতামূলক হারে পণ্য আমদানি করিতে হইবে।

(৫) ইনকোটার্মস ব্যবহারের মাধ্যমে আমদানি-

(ক) প্রচলিত ইনকোটার্মস অনুসারে জল, স্থল ও আকাশ পথে পণ্য আমদানি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এফওবি ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে:

(অ) ডিডিপি, সিআইএফ এবং সিআইপি ব্যতীত অন্যান্য ইনকোটার্মস ব্যবহার করিয়া পণ্য আমদানি করা যাইবে, ইনকোটার্মস অনুযায়ী ফ্রেইটসহ অন্যান্য চার্জ বিদেশে প্রেরণযোগ্য হইলে Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে যাহাতে আমদানি বাবদ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ না হয়;

(আ) সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে কোনো প্রকার পণ্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে আমদানি করা যাইবে না, যদি না সংশ্লিষ্ট বিদেশি ঋণচুক্তি বা প্রকল্প চুক্তিতে সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে আমদানির জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত থাকে;

(ই) কোনো প্রবাসী বাংলাদেশি তাহার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় ও বিদেশি বিনিয়োগকারী ইক্যুইটি শেয়ার অংশের ক্যাপিটাল মেশিনারি ও কাঁচামাল সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে প্রেরণ করিতে পারিবে;

(ঈ) বিনামূল্যে প্রেরিত পণ্য বা উপহার সামগ্রী সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে আনয়ন করা যাইবে; এবং

(উ) খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় সিআইএফ বা সিআইপি ভিত্তিতে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করিতে পারিবে;

(খ)

(অ) ঋণপত্র খুলিবার পূর্বে সরকারি পর্যায়ে আমদানির ক্ষেত্রে কেবল সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং বেসরকারিভাবে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো নন-লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি হইতে প্রয়োজনীয় ইন্স্যুরেন্স কভার নোট ক্রয় করিতে হইবে এবং আমদানিকৃত মালামাল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হইতে ছাড়করণের সময় ইন্স্যুরেন্স পলিসি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(আ) এই আদেশের সংশ্লিষ্ট সকল বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে কাস্টমস স্টেশন হিসাবে ঘোষিত ডাকঘরের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্য ডাকযোগে আমদানি করা যাইবে;

(ই) জল এবং স্থলপথে বোল্ডার পাথর আমদানি করা যাইবে।

(৬) **কান্ট্রি অব অরিজিন উল্লিখিতক্রমে আমদানি**—

(ক) সকল প্রকার আমদানির ক্ষেত্রে পণ্য, পণ্যের মোড়ক, পাত্র বা কনটেইনারের গায়ে "কান্ট্রি অব অরিজিন" সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত থাকিতে হইবে;

(খ) রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট সরকার, অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ "কান্ট্রি অব অরিজিন" সংক্রান্ত সনদপত্র আমদানি দলিলাদির সহিত পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কয়লা, রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ''কান্ট্রি অব অরিজিন'' এর এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) মেধাস্বত্ব সংক্রান্ত বাংলাদেশে প্রচলিত আইনে নিবন্ধিত ব্রান্ডের পণ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্রান্ডের পণ্যের মেধাস্বত্বাধিকারী কর্তৃক সত্যায়িত মেধাস্বত্ব সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) তুলা আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি বেলের গায়ে "কান্ট্রি অব অরিজিন" উল্লেখের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, ফাইটো স্যানিটারি সার্টিফিকেটে "কান্ট্রি অব অরিজিন" উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(ঙ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর বিধান মোতাবেক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত শর্তসাপেক্ষে যে সকল শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত, সেই সকল শিল্পসহ অন্যান্য শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে "কান্ট্রি অব অরিজিন" উল্লিখিত করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(চ) ছাতক সিমেন্ট কারখানার জন্য কাঁচামাল হিসাবে চুনাপাথর আমদানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন চালান বা লটে রজ্জুপথে আমদানিকৃত এবং নৌপথে আমদানিকৃত চুনাপাথরের জন্য রজ্জুপথে পরিবহণকৃত সরবরাহ তালিকা মোতাবেক এবং নৌপথের ক্ষেত্রে ঋণপত্রে বর্ণিত পরিমাণের জন্য প্রত্যেক চালান বা লটের পরিবর্তে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট সরকার, অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত ''কান্ট্রি অব অরিজিন'' সংক্রান্ত সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট একবার দাখিল করিলে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৭) **আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও ইটিআইএন বা ইউটিআইএন, বিআইএন লিপিবদ্ধকরণ**—নিম্নবর্ণিত আমদানি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানিকৃত মালামাল সর্ববৃহৎ যে প্যাকেট, মোড়ক, টিনজাত মোড়ক, স্যাক প্যাক, উডেন বক্স বা অন্যান্য প্যাকেটে আমদানি করা হইবে, উহার ন্যূনতম শতকরা ২ (দুই) ভাগের উপর আমদানিকারকের নাম, ঠিকানা ও ইটিআইএন বা ইউটিআইএন, বিআইএন অমোচনীয় কালি দ্বারা লিপিবদ্ধ বা ছাপানো থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) বাল্ক আকারে মোড়কবিহীন অবস্থায় পণ্যের ক্ষেত্রে;

(খ) প্রতি চালানে ৫ (পাঁচ) হাজার মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত পণ্যের ক্ষেত্রে;

(গ) সরকারি খাতে আমদানির ক্ষেত্রে;

(ঘ) বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অনুমোদিত প্রকল্পের জন্য আমদানির ক্ষেত্রে;

(ঙ) আমদানি নীতি আদেশে প্রদত্ত বিধান মোতাবেক বিনামূল্যে নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী ও ১ (এক হাজার) বা তদনিম্ন মার্কিন ডলার মূল্যের উপহার সামগ্রীর ক্ষেত্রে;

(চ) ট্রান্সফার অব রেসিডেন্স ব্যাগেজ (আমদানি) বিধিমালা, ২০০০ এর আওতায় প্রেরিত পণ্যের ক্ষেত্রে;

(ছ) প্রকৃত ব্যবহারকারী কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে;

(জ) দূতাবাসসমূহ কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে;

(ঝ) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আওতায় ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে;

(ঞ) ফেরতের ভিত্তিতে পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে;

(ট) পুন:আমদানির জন্য সাময়িক রপ্তানির ক্ষেত্রে;

(ঠ) অন্ট্রাপো পদ্ধতিতে আমদানির ক্ষেত্রে;

(ড) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল কর্তৃক আমদানির ক্ষেত্রে; এবং

(ঢ) প্রবাসী কর্তৃক প্রেরিত পণ্যের ক্ষেত্রে।

৬। **অর্থের উৎস।**—নিম্নবর্ণিত উৎসের আওতায় পণ্য আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) নগদ—

(অ) নগদ বৈদেশিক মুদ্রা;

(আ) প্রবাসী বাংলাদেশিদের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব;

(ই) বৈদেশিক অর্থ সাহায্য (পণ্য সাহায্য, ঋণ, অনুদান);

(ঈ) পণ্য বিনিময় চুক্তি বা বার্টার এবং বিশেষ বাণিজ্য চুক্তি (এসটিএ);

(খ) বাণিজ্যিক আমদানিকারক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহাদের জন্য বার্টার এবং এসটিএ'র অধীনে ঘোষিত ভিত্তি অনুসারে নিজ নিজ প্রাপ্য হিস্যার ব্যবহার করিতে পারিবে;

(গ) সরকারের সুনির্দিষ্ট পূর্বানুমতিক্রমে সম্পাদিত বেসরকারি খাতের বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির (এসটিএ) অধীন পণ্য আমদানি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে করা যাইবে; এবং

(ঘ) কেবল বর্তমানে বলবৎ চুক্তিসমূহের মেয়াদ অবসান না হওয়া পর্যন্ত দফা (ক) এর উপ-দফা (ঈ) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

৭। **আমদানি ব্যয় খাতে অর্থের ব্যবস্থা।**—ভিন্নরূপ উল্লিখিত না থাকিলে, প্রধানত নগদ অর্থের মাধ্যমেই আমদানিকারকগণকে আমদানি করিতে হইবে।

৮। **আমদানি পদ্ধতি।**—পণ্য আমদানির পদ্ধতি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(১) আমদানি লাইসেন্সের অনাবশ্যকীয়তা- ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, কোনো পণ্য আমদানির জন্য আমদানির লাইসেন্স প্রয়োজন হইবে না।

(২) **ঋণপত্রের মাধ্যমে আমদানি**—ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, শুধু অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র খুলিয়া আমদানি করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য টেকনাফ কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে প্রতি চালানে ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার মার্কিন ডলার মূল্যসীমা ও অন্যান্য স্থলপথে আমদানির ক্ষেত্রে ১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মূল্যসীমা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী আমদানির জন্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে ঋণপত্র ছাড়া ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, এই পদ্ধতির আওতায় অনুচ্ছেদ (৫) এ বর্ণিত শর্তাবলি একইভাবে প্রযোজ্য হইবে এবং আমদানিকারককে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির জন্য নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) **ঋণপত্র না খুলিয়া ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্রের মাধ্যমে আমদানি**—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ঋণপত্র না খুলিয়া **ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্রের** মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) সাইট ড্রাফট অথবা ইউজেন্স বিলের ভিত্তিতে পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও সাময়িকী আমদানি;

(খ) শিল্প খাতের আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক স্বীয় কারখানায় ব্যবহৃতব্য কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও ফায়ার ডোর আমদানির ক্ষেত্রে মূল্যসীমা নির্বিশেষে এবং বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে মূল্য পরিশোধ করিয়া বাৎসরিক অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের যে কোনো আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি করা যাইবে, তবে সরকার রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কেইস টু কেইস ভিত্তিতে ঋণপত্র না খুলিয়া টি.টি (Telegraphic Transfer) এর মাধ্যমে মূল্যসীমা নির্বিশেষে পণ্য আমদানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউনিয়ন অব মায়ানমার এর মধ্যে ১৯৯৪ সালে সম্পাদিত সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় সর্বশেষ স্বাক্ষরিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে মায়ানমার হইতে—

(অ) চাল, ডাল, ভুট্টা, শিম, আদা, রসুন, সয়াবিন তেল, পামওয়েল, পেঁয়াজ ও মাছ আমদানির ক্ষেত্রে একক চালানে অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার মার্কিন ডলার ও অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে একক চালানে ৩০ (ত্রিশ) হাজার মার্কিন ডলার;

(আ) সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাল আমদানির ক্ষেত্রে একক চালানে অনধিক ২ (দুই) মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত ঋণপত্র ব্যতীত আমদানি করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে বাৎসরিক সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ মার্কিন ডলারের সীমা প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) যে সকল পণ্য সাহায্য, ঋণ ও অনুদানের অধীনে ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির জন্য সুনির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি রহিয়াছে; এবং

(ঙ) স্বীকৃত ঔষধ শিল্প কর্তৃক ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে উৎপাদিত ঔষধের মান নির্ধারণ কাজে ব্যবহার্য "ইন্টারন্যাশনাল কেমিক্যাল রেফারেন্স"।

(৪) **আমদানি পারমিট এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ক্লিয়ারেন্স পারমিট (জরিমানাসহ খালাসের নিমিত্ত) এর মাধ্যমে আমদানি**—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ঋণপত্র খুলিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানিকারককে আমদানি পারমিট বা, ক্ষেত্রমত, ক্লিয়ারেন্স পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে, যথা: —

(ক) ইউনেস্কো কুপণ সমর্পণ করিয়া পুস্তক, জার্নাল, ম্যাগাজিন, সাময়িকী এবং বৈজ্ঞানিক ও গবেষণাগারের যন্ত্রপাতি আমদানি;

(খ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে আয় হইতে পরিশোধ (pay as you earn scheme) প্রকল্পের অধীন কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বৈদেশিক ঋণ বাছাই কমিটির, ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানি, যথা: —

(অ) আমদানিযোগ্য নূতন এবং অনধিক ১০ (দশ) বৎসরের পুরাতন প্লান্ট এবং মেশিনারি;

(আ) নূতন অথবা অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসরের পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড মটর গাড়ি;

(ই) যে কোনো পরিমাণ পরিবহণ ক্ষমতাসম্পন্ন নূতন অথবা অনধিক ১৫ (পনের) বৎসরের পুরাতন রেফ্রিজারেটেড জাহাজসহ ইস্পাত অথবা কাঠ নির্মিত মালবাহী ও যাত্রীবাহী জাহাজ:

তবে শর্ত থাকে যে, সমুদ্রগামী জাহাজের ক্ষেত্রে অনধিক ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পুরাতন জাহাজও আমদানিযোগ্য হইবে;

(ঈ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়া রপ্তানিমুখী শিল্প প্লান্ট এবং মেশিনারি;

(উ) সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য নূতন অথবা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের পুরাতন জাহাজ ও ট্রলার:

তবে শর্ত থাকে যে, এই প্রকল্পের অধীন আমদানির অনুমোদন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট অনুমোদন পত্রের কপি প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং আমদানিকারকগণ পণ্য আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহকারে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট পূর্বানুমতির জন্য আবেদন করিবেন;

(গ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগত যাত্রী কর্তৃক ব্যাগেজ বিধিমালার আওতায় নির্দিষ্ট পরিমাণ বা মূল্যের অতিরিক্ত পণ্য আমদানি যদি উক্ত আমদানিকৃত পণ্য সংশ্লিষ্ট ব্যাগেজ বিধিমালার অধীন আমদানিযোগ্য হয়;

(ঘ) নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ ১২ তে বর্ণিত মূল্যসীমার অধিক মূল্যের নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী আমদানি;

(ঙ) ভেষজ এবং ঔষধাদি বোনাস পদ্ধতিতে এই শর্তে আমদানি যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণ উক্ত আমদানির সুবিধা ভোক্তাগণকে ভোগ করিতে দিতে বাধ্য থাকিবে এবং এই উদ্দেশ্যে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করিবেন;

(চ) দেশি ও বিদেশি যৌথ উদ্যোগে ও শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ বিদেশি উদ্যোগে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের বিদেশি অংশীদারের মূলধন হিসাবে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি;

(ছ) পারমিট হইতে সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি দেওয়া হয় নাই এইরূপ অন্যান্য পণ্য আমদানি; এবং

(জ) বিভিন্ন সরকারি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিদেশি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত যে সমস্ত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ হইতে সরাসরি কোনো প্রকার মূল্য পরিশোধ করা হয় না, সেই সকল পণ্য বা সেবা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানি।

(৫) বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের (ডেফার্ড পেমেন্ট) ভিত্তিতে অথবা সরবরাহকারীর ঋণের বিপরীতে আমদানি—এই আদেশে বর্ণিত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বিধিবদ্ধ পদ্ধতির ভিত্তিতে, বিলম্বিত মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে অথবা সরবরাহকারীর ঋণের বিপরীতে মালামাল আমদানি করা যাইবে।

(৬) সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে আমদানি—শুধু প্রবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে যে কোনো আমদানিযোগ্য পণ্য মূল্যসীমা নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত বাংলাদেশির নামে প্রেরণ করা যাইবে এবং প্রাপকের নাম ও ঠিকানা আমদানি সংক্রান্ত দলিলে উল্লেখ করিতে হইবে, এইরূপ ক্ষেত্রে—

(ক) আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি বা আমদানি পারমিট প্রয়োজন হইবে না;

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী হিসাবে উক্ত দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উহাতে প্রেরকের পাসপোর্ট নম্বর, পেশা, বাৎসরিক আয়, বিদেশে অবস্থানের মেয়াদ, ইত্যাদি উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(গ) মূল্য পরিশোধের রসিদে দূতাবাসের প্রত্যয়ন থাকিতে হইবে।

(৭) ঋণপত্র খোলার সময়সীমা—

(ক) ভিন্নতর নির্দেশ না থাকিলে, নগদ অর্থে আমদানির ক্ষেত্রে সকল আমদানিকারককে ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্রের মেয়াদের মধ্যে ঋণপত্র খুলিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রধান নিয়ন্ত্রক আমদানি ও রপ্তানি উক্ত সময়সীমা উপযুক্ত মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন;

(খ) বিদেশি ঋণ বা অনুদান হিসাবে এবং বার্টার বা এসটিএ এর অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে ঋণপত্র খুলিতে হইবে।

(৮) পণ্য জাহাজীকরণ সময়সীমা—

(ক) ভিন্নরূপ নির্দেশ না থাকিলে, ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদনের তারিখ হইতে যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) মাস এবং অন্যান্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে ৯ (নয়) মাসের মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে;

(খ) পণ্য ঋণ বা অনুদান এবং একাউন্ট ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট বা কাউন্টার ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট এর অধীন আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক ঘোষিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য জাহাজীকরণ করিতে হইবে;

(গ) আমদানিকারকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির কারণে কোনো পণ্য নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জাহাজীকরণ করা সম্ভব না হইলে উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রধান নিয়ন্ত্রক জাহাজীকরণের সময়সীমা উপযুক্ত মেয়াদের জন্য বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৯) নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আরোপের পর ঋণপত্রের উপর বিধিনিষেধ—কোনো পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ অথবা শর্তযুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইলে মনোনীত ব্যাংক অথবা আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ সে পণ্যের জন্য পূর্বের খোলা ঋণপত্রের জন্য জাহাজীকরণের সময়সীমা বর্ধন অথবা ঋণপত্রের সংশোধন অথবা পণ্যের মূল্য বা পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

(১০) আমদানিতে যে সকল প্রমাণপত্র আবশ্যক—সরকারি এবং বেসরকারি উভয় খাতের আমদানিকারকগণ ঋণপত্র খুলিবার জন্য নিম্নবর্ণিত প্রমাণপত্র তাহাদের মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিবেন, যথা: —

(ক) আমদানিকারক কর্তৃক যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত ঋণপত্র দরখাস্ত ফরম বা অনলাইনে পূরণকৃত ঋণপত্র দরখাস্ত ফরম;

(খ) ইন্ডেন্টর কর্তৃক মালামালের জন্য প্রদত্ত ইনডেন্ট অথবা বিদেশি সরবরাহকারী বা প্রস্তুতকারী প্রদত্ত প্রোফরমা ইনভয়েস অথবা আমদানিকারক ও বিদেশি সরবরাহকারী বা প্রস্তুতকারীর মধ্যে স্বাক্ষরিত ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি যাহা প্রযোজ্য; এবং

(গ) ইন্স্যুরেন্স কভার নোট।

(১১) সরকারি খাতের আমদানিকারকগণ কর্তৃক যে সকল অতিরিক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করা আবশ্যক—উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এ বর্ণিত কাগজপত্রাদির অতিরিক্ত হিসাবে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরিপত্রের সত্যায়িত প্রতিলিপি সরকারি খাতের আমদানিকারকগণকে দাখিল করিতে হইবে।

(১২) বেসরকারি আমদানিকারকগণ কর্তৃক যে সকল অতিরিক্ত প্রমাণপত্র আবশ্যক- উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এ বর্ণিত প্রমানপত্রাদি ছাড়াও নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদি বেসরকারি খাতের আমদানিকারকগণকে দাখিল করিতে হইবে, যথা: —

(ক) নিবন্ধনকৃত স্থানীয় বণিক ও শিল্প সমিতি অথবা বাংলাদেশ ভিত্তিক তাহার নিজ ব্যবসার প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট ট্রেড এসোসিয়েশন হইতে উহার বৈধ সদস্য হিসাবে প্রত্যয়নপত্র;

(খ) সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য নবায়নকৃত আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র;

(গ) সাধারণ বীমা কর্পোরেশন বা বাংলাদেশি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কভার নোট এবং উহার বিপরীতে স্ট্যাম্পযুক্ত বীমা পলিসি, যাহা পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(১৩) এলসি'র শর্ত বা নিয়ম লঙ্ঘন—

(ক) মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র খুলিবার পূর্বে বা এলসি'র মেয়াদ শেষ হইবার পর এবং ঋণপত্র ব্যতিরেকে আমদানির ক্ষেত্রে ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তিপত্র সম্পাদনের পূর্বে অথবা উক্ত চুক্তিপত্রের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরে মালামাল জাহাজীকরণ করা হইলে তাহা এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানি হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে ঋণপত্র খুলিবার পূর্বে জাহাজীকরণ করা হইলে তাহা এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানি হিসাবে গণ্য হইবে না।

(১৪) ইনডেন্ট, প্রোফরমা ইনভয়েস ও ক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় চুক্তি পত্রের বিপরীতে আমদানি- নিবন্ধিত স্থানীয় ইনডেন্টর কর্তৃক জারিকৃত ইনডেন্ট বা বিদেশি উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা বা সরবরাহকারী কর্তৃক জারিকৃত প্রোফরমা ইনভয়েস বা ক্রয় চুক্তি বা বিক্রয় চুক্তি এর বিপরীতে ঋণপত্র প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

(১৫) আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের অনুসরণীয় পদ্ধতি- আমদানির ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) মনোনীত ব্যাংক কর্তৃক ক্রয়বিক্রয় চুক্তি গ্রহণ—

(অ) বেসরকারি খাতে স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং নিবন্ধিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক মালামাল আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খুলিবার জন্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে;

(আ) বেসরকারি সকল আমদানির ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যাংক এই মর্মে নিশ্চিত হইবে যে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের বৈধ আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) রহিয়াছে, সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসরের জন্য প্রদেয় নবায়ন ফি যথাযথভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি চালানের বিবরণ উক্ত আমদানিকারকের আইআরসিতে যথারীতি রেকর্ড করা হইয়াছে তবে বেসরকারি খাতের কোনো আমদানিকারককে আইআরসি হইতে সুনির্দিষ্টভাবে অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে বৈধ বা বৈধভাবে নবায়নকৃত আইআরসি ব্যতীত তাহার পক্ষে আমদানি করা যাইবে না;

(ই) স্থলপথে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে গন্তব্য স্থলবন্দর সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ঈ) নূতন শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এবং প্রাথমিক যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) ছাড়াই এলসি খোলা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে আইআরসি অব্যাহতি পত্র গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না এবং অবাধ সেক্টরভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্যাপিটাল মেশিনারি ও যন্ত্রাংশ আমদানির জন্য পোষকের কোনো আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পত্রের প্রয়োজন হইবে না;

(উ) বিদেশি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি বাবদ ব্যয় বিনিয়োগকারীদের ইক্যুইটির অংশ হইতে নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধিত হইবে মর্মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সনদপত্র প্রয়োজন হইবে;

(খ) **এইচএস কোড লিপিবদ্ধকরণ**—ঋণপত্র খুলিবার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আমদানি পণ্যের যথাযথ বর্ণনা, পণ্যের সঠিক এইচএস কোড লিপিবদ্ধকরণ এবং যুক্তিসংগত বিনিময় মূল্য উল্লেখ করিবে এবং তফসিলি ব্যাংকগুলি উক্ত ব্যবস্থা পালন করিতেছে কিনা সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক মনিটর করিবে;

(গ) **সরকারি বরাদ্দের ক্ষেত্রে বিধান**—ঋণ, অনুদান, বিনিময় অথবা বিশেষ বাণিজ্য চুক্তির (এসটিএ) অধীন আমদানির ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যাংক, আমদানিকারকের এলসি'র দরখাস্ত ফরম এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দলিলপত্র এলসি খুলিবার অনুরোধ জানাইয়া নির্ধারিত ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং নির্ধারিত ব্যাংক বিধি মোতাবেক এলসি খুলিবে;

(ঘ) **আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের রেকর্ডভুক্তির জন্য ঋণপত্রের কপি প্রেরণ**—ঋণপত্র খুলিবার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণপত্রের একটি পঠনযোগ্য কপি এবং সংশোধিত হইয়া থাকিলে উহার একটি কপি সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে বা বাহক মারফত প্রেরণ করিবে;

(ঙ) **বেসরকারি আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর ঘোষণাপত্র প্রেরণ**—সংশ্লিষ্ট বেসরকারি আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক আমদানিকারক কর্তৃক দাখিলকৃত আয়কর ঘোষণাপত্রের একটি কপি নিজের কাছে রাখিবে এবং অপর একটি কপি মহাপরিচালক (গবেষণা ও পরিসংখ্যান), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর নিকট ইলেকট্রনিক বা ই-মেইলে বা বাহক মারফত প্রেরণ করিবে;

(চ) **মনোনীত ব্যাংক পরিবর্তন**—আমদানি ও রপ্তানিকারকগণ স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার মনোনীত ব্যাংক পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(১৬) **আমদানি সংক্রান্ত ফিস**—আমদানি, রপ্তানি ও ইন্ডেন্টর প্রাথমিক নিবন্ধন ও নবায়ন সংক্রান্ত ফিস ও এতৎসম্পর্কিত বিষয়াদি, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

আমদানি সংক্রান্ত বিশেষ বিধানাবলি

৯। **যৌথ আমদানি।**—(১) আমদানিকারকগণ তাহাদের সুবিধামত এক বা একাধিক দলে যৌথভাবে আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি পরিশিষ্ট-২ এ উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৩) শুধুমাত্র শিল্প ভোক্তাগণ অন্য শিল্প ভোক্তার সহিত গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিবেন।

(৪) বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ অপর বাণিজ্যিক আমদানিকারকের সহিত এক বা একাধিক গোষ্ঠীভুক্ত হইতে পারিবেন।

১০। **প্রকৃত ব্যবহারকারী কর্তৃক আমদানি।**—(১) আমদানিকারক হিসাবে নিবন্ধিত নহে এইরূপ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ ব্যবহারের জন্য অনুমতি ব্যতিরেকে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের অবাধে আমদানিযোগ্য পণ্য নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানি করিতে পারিবেন।

(২) ১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার এর অধিক মূল্যের পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সরকারি কর্মচারী এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাসমূহের কর্মচারীগণের ক্ষেত্রেও উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা সংস্থা প্রধানের নিকট হইতে এই মর্মে একটি প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে যে, আমদানিতব্য পণ্য আবেদনকারীর প্রকৃত ব্যবহারের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত প্রকৃত ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য আমদানির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করা যাইবে না।

১১। **প্রবাসী পেশাজীবী কর্তৃক আমদানি।**- প্রবাসী বাংলাদেশি পেশাজীবীগণ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের কোনো অনুমতি বা পারমিট গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদেশে উপার্জিত নিজ অর্থ হইতে মূল্যসীমা নির্বিশেষে নিজ পেশাগত কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা—এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেশাজীবী অর্থ ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, আইনজীবী, কৃষিবিদসহ সকল শ্রেণির পেশাজীবীকে বুঝাইবে।

১২। নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী ও উপহার সামগ্রী আমদানি।—(১) প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের অনুমতি এবং পারমিট ব্যতিরেকে, বিনামূল্যে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সিএফআর মূল্যসীমার মধ্যে নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী এবং উপহার সামগ্রী আমদানি করা যাইবে, যথা: —

ক্রমিক নং	আমদানিকারকের শ্রেণি	নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী ও উপহার সামগ্রী	সিএফআর মূল্যসীমা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	ঔষধের আমদানিকারক, তদীয় ইনডেন্টর ও এজেন্ট	ভেষজ এবং ঔষধাদি	১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
২.	সকল আমদানিকারক, ইনডেন্টর ও এজেন্ট	অন্যান্য নমুনা, বিজ্ঞাপন সামগ্রী	১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
৩.	বাংলাদেশে নিয়োজিত বিদেশি প্রস্তুতকারকের এজেন্ট	ভোক্তাগণের নিকট পরিচিতির উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের জন্য নূতন ব্রান্ডের পণ্য	৫ (পাঁচ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
৪.	ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান	যথার্থ উপহার সামগ্রী	৫ (পাঁচ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র।
সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের ব্যবসার সহিত জড়িত অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে ডায়েরি, পুস্তিকা, পোস্টার, দিনপঞ্জিকা, প্রচারপত্র, কারিগরি পুস্তিকা ও কোম্পানির নাম মুদ্রিত বা খোদাইকৃত বলপেন, চাবির রিং এবং লাইটার বিজ্ঞাপন সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।			

(২) রপ্তানির উদ্দেশ্যে নূতন নূতন ডিজাইনের সামগ্রী উৎপাদনের সুবিধার্থে অথবা বিদেশি ক্রেতাদের পছন্দ অনুসারে স্থানীয়ভাবে মালামাল উৎপাদনের সুবিধার্থে প্রতি অর্থ বৎসরে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ও পারমিট ছাড়া বিনামূল্যে নমুনা আমদানির জন্য বিভিন্ন শ্রেণির রপ্তানিকারকগণ নিম্নরূপ সুবিধা পাইবেন, যথা: —

ক্রমিক নং	রপ্তানিকারকের শ্রেণি	নমুনা আমদানির বার্ষিক মূল্যসীমা/সর্বোচ্চ সংখ্যা	শর্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প	(ক) ক্যাটাগরি প্রতি ১৫ (পনের) টি করিয়া সর্বোচ্চ ১৫০০ (এক হাজার পাঁচশত) টি নমুনা; (খ) তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরাতন তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বৎসরে রপ্তানিকৃত পোশাকে ব্যবহৃত কাপড়ের শতকরা ২ (দুই) ভাগ আমদানি সুবিধা পাইবে; (গ) নূতন কারখানার ক্ষেত্রে অনুমোদিত ক্ষমতার অর্ধেকের জন্য যে পরিমাণ কাপড় বা ফেব্রিক্স বা ইয়ার্ন বা উল বা এক্রিলিক প্রয়োজন তাহার শতকরা ২ (দুই) ভাগ আমদানি সুবিধা পাইবে।	
২.	রপ্তানিমুখী যন্ত্রচালিত জুতা শিল্প	সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) শত জোড়া নমুনা	
৩.	রপ্তানিমুখী ট্যানারি শিল্প	সর্বোচ্চ ৩ (তিন) শত পিস পাকা চামড়ার নমুনা	
৪.	অন্যান্য রপ্তানিকারক বা উৎপাদক	১০ (দশ) হাজার মার্কিন ডলার মাত্র	রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো হইতে প্রত্যয়নপত্র বা সুপারিশপত্র দাখিল সাপেক্ষে।

(৩) রপ্তানি অর্ডার সম্পাদনের জন্য এইরূপ নমুনা আমদানির প্রকৃত প্রয়োজন হইলে এবং সংশ্লিষ্ট বিদেশি সরবরাহকারী বিনামূল্যে তাহা সরবরাহ করিতে সম্মত না হইলে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক বা উৎপাদনকারীগণ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সুপারিশ ও প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে উল্লিখিত নিজ নিজ মূল্য বা পরিমাণের মধ্যে নগদ বৈদেশিক মুদ্রার অধীন স্বাভাবিক ব্যাংকিং পদ্ধতিতে মূল্য পরিশোধ করিয়াও নমুনা আমদানি করিতে পারিবেন।

(৪) রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনবোধে নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত দ্রব্যাদিও উল্লিখিত নিজ নিজ মূল্য বা পরিমাণের মধ্যে নমুনা হিসাবে আমদানি করা যাইবে।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত মূল্যসীমার অতিরিক্ত পণ্য আমদানি করিবার প্রয়োজন হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি এবং আমদানি পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) তৈরি অবস্থায় আমদানি নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি স্থানীয়ভাবে সংযোজন বা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে এইরূপ পণ্যের প্রত্যেক প্রকার মডেল অনূর্ধ্ব ২ (দুই) টি করিয়া বিনামূল্যে আমদানি করা যাইবে এবং বিদেশি সরবরাহকারীর স্থানীয় এজেন্টগণও টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন হইলে এইরূপ সামগ্রী নমুনা হিসাবে আমদানির অনুরূপ সুবিধা পাইবেন।

(৭) প্রবাসী বাংলাদেশিগণ কর্তৃক দেশে অবস্থানরত নিজ পরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য অবাণিজ্যিক পরিমাণে প্রেরিত ১০ (দশ) হাজার টাকা মূল্যসীমা পর্যন্ত উপহার সামগ্রী (নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) কোনো প্রকার পারমিট ব্যতিরেকে প্রদেয় শুল্ক ও কর যথারীতি পরিশোধ সাপেক্ষে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হইতে সরাসরি ছাড় করাইতে পারিবেন এবং উল্লিখিত মূল্যসীমার মধ্যে প্রতি অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত কোনো একটি পণ্যের সংখ্যা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রীর ক্ষেত্রে ১ (এক) টির অধিক এবং অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) টির অধিক হইবে না।

(৮) 'নমুনা' বা 'স্যাম্পল' হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যবহার অনুপযোগী পণ্য সহজ পদ্ধতিতে দ্রুত ছাড়যোগ্য হইবে।

১৩। পুন:রপ্তানির জন্য অস্থায়ী আমদানি।—(১) বিদেশি প্রস্তুতকারীগণের এজেন্ট এবং প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে অস্থায়ীভাবে তাহাদের প্রিন্সিপাল অথবা প্যারেন্ট কোম্পানির যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আমদানি করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম ১ (এক) বৎসরের মধ্যে পুন:রপ্তানি করিতে হইবে; এবং

(খ) সময়মত পুন:রপ্তানি করা হইবে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং একটি ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা আইনগত দলিল যাহা মাল খালাসের সময় আমদানিকারক কর্তৃক দাখিল করিতে হইবে।

(২) বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অথবা অন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনে, ফেরতের ভিত্তিতে, যে সমস্ত সরঞ্জাম বা সামগ্রী আমদানি করিবার প্রয়োজন হয় তাহাতে কোনো নিষিদ্ধ কিংবা শর্তযুক্ত পণ্য অন্তর্ভুক্ত থাকিলে উক্ত সকল পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে পুন:রপ্তানির জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে আমদানি করা যাইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত পুন:রপ্তানির জন্য আমদানিকৃত সরঞ্জাম বা সামগ্রী যে কোনো স্থানীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে রেয়াতি শুল্কে হস্তান্তর করা যাইবে।

(৪) **অন্ত্রাপো বাণিজ্যের লক্ষ্যে আমদানি**—আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে প্রদত্ত import permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অন্ট্রাপো বাণিজ্যের নিমিত্ত পণ্য আমদানি করা যাইবে এবং উক্তরূপ অন্ট্রাপো আমদানির ক্ষেত্রে পণ্যের ঘোষণায় অন্ট্রাপো বা সাময়িক আমদানি (temporary import) কথাটি উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(৫) আমদানি ও রপ্তানি বন্দর একই হইলে আমদানিকৃত পণ্য বন্দরের বাহিরে নেওয়া যাইবে না।

(৬) আমদানি ও রপ্তানি বন্দর ভিন্ন হইলে ডিউটি ড্র-ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রপ্তানি বন্দরে স্থানান্তরপূর্বক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পণ্য রপ্তানি করিতে হইবে।

(৭) **পুন:রপ্তানির লক্ষ্যে আমদানি**—আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে প্রদত্ত import permit on returnable basis এর মাধ্যমে ক্রেতা কর্তৃক প্রদেয় রপ্তানি ঋণপত্রের বিপরীতে ডিউটি ড্র ব্যাকের আওতায় শুল্ককর পরিশোধ অথবা শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি অথবা বন্ডেড ওয়্যারহাউস এর আওতায় শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানির উদ্দেশ্যে যে কোনো পণ্য আমদানি করা যাইবে।

(৮) পুন:রপ্তানি পণ্যের প্যাকেট বা মোড়কে "বাংলাদেশে প্রক্রিয়াকৃত" বাক্যটি এবং পণ্যের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ, প্যাকিং এর তারিখ, প্যাকিংকৃত বস্তুর বিবরণ প্রতিটি পাত্র বা কন্টেইনার বা পাটজাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত মোড়কের গায়ে লিপিবদ্ধ বা ছাপানো থাকিতে হইবে।

(৯) আমদানিকৃত পণ্য পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সকল পদ্ধতি ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করিতে হইবে।

(১০) মেশিনারি, ইকুইপমেন্ট বা সিলিন্ডার মেরামত, রি-ফিলিং বা মেইনটেন্যান্স, ইত্যাদির জন্য বিদেশে প্রেরণের ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পণ্যের সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক বাহিনী ও পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে উল্লিখিত সমমূল্যের ব্যাংক গ্যারান্টির পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পোষক মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপত্র দাখিলপূর্বক আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে দাখিলপূর্বক প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হইতে রপ্তানি কাম আমদানি পারমিট বা অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(১১) উপ-অনুচ্ছেদ ১০ এর বিধানাবলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে এবং উক্তরূপ প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে।

(১২) বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম টারবাইন (গিয়ারবক্স সহ বা ছাড়া) বা সমজাতীয় মেশিনারির ক্ষেত্রে টারবাইন উৎপাদনকারী অথবা ওভারহোল্ডকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পাদিত চুক্তিপত্রের শর্ত বা ঋণপত্র মোতাবেক টারবাইন (গিয়ার বক্সসহ বা ছাড়া) ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানি করত: উহা প্রতিস্থাপনপূর্বক (replacement) মেয়াদোত্তীর্ণ টারবাইন (গিয়ার বক্সসহ বা ছাড়া) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে রপ্তানি করিবার জন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে রপ্তানি বা আমদানি পারমিট এর অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে ওভারহোল্ডকারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি মোতাবেক সার্ভিস চার্জ বা প্রতিস্থাপন ব্যয় ঋণপত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিশোধ করিয়া প্রদান করা যাইবে।

(১৩) (ক) **রপ্তানিকৃত পণ্য ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় বা অন্য কোনো কারণে তাহা ফেরত আসিলে বন্দর হইতে খালাস ও পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে—**

(অ) বন্ডেড ওয়্যারহাউসের ক্ষেত্রে তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করিবার পর তাহা ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে ফেরত আসিবার প্রেক্ষিতে বন্দর হইতে খালাস ও পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহা খালাস ও পুন:রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে;

(আ) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সবিহীন অথবা স্থানীয় কাঁচামাল ব্যবহারপূর্বক রপ্তানিকৃত **তৈরি পোশাক বা অন্যান্য পণ্য** ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় অথবা অন্য কোনো কারণে ফেরত আসিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ১ (এক) বৎসরের মধ্যে পুন:রপ্তানি করিবার অঙ্গীকারনামার ভিত্তিতে রপ্তানিকৃত পণ্য আনয়ন করা যাইবে, তবে অঙ্গীকারনামা অনুযায়ী পণ্য পুন:রপ্তানি করিতে ব্যর্থ হইলে প্রচলিত মূসক আইন অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে মূসক প্রদান সাপেক্ষে মূসক চালান অনুযায়ী গৃহীত রেয়াতের সমপরিমাণ মূসক পরিশোধ সাপেক্ষে, কেবল স্থানীয় কাপড়ের ক্ষেত্রে, স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, হিমায়িত চিংড়ি ও মাছ এবং অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র নিতে হইবে।

(খ) **ত্রুটিযুক্ত বা অন্য কোনো কারণে ফেরত আসা কাপড় ও অন্যান্য পণ্য পুন:রপ্তানির ক্ষেত্রে—**

(অ) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় এবং অন্যান্য পণ্য সরবরাহকারী বা রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং বাংলাদেশ হইতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা হয় নাই সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পুন:রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করিবেন;

(আ) যে সকল ত্রুটিযুক্ত কাপড় এবং এক্সেসরিজ সরবরাহকারী বা রপ্তানিকারক ফেরত নিতে আগ্রহী এবং ইতোমধ্যে বাংলাদেশ হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করা হইয়া থাকিলে ক্রেতা-বিক্রেতার (buyer-seller) দ্বিপাক্ষিক সম্মতিতে ইনভেন্টরি (inventory) প্রস্তুতের ভিত্তিতে ত্রুটিযুক্ত কাপড় ও অন্যান্য পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্টকরত: তৎপ্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা টি.টি (T.T) অথবা At sight LC এর মাধ্যমে পরিশোধ অথবা সমপরিমাণ পণ্য প্রতিস্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট লিয়েন ব্যাংকের প্রত্যয়নের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ তাহা পুন:রপ্তানির ছাড়পত্র প্রদান করিবেন।

(১৪) ওয়ারেন্টি রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে পণ্যাদি আমদানি এবং তৎপ্রেক্ষিতে ত্রুটিপূর্ণ মালামাল সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদানের জন্য আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। **বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) আমদানি এবং উক্ত এলাকা হইতে রপ্তানি।**— (১) বাংলাদেশ অর্থনেতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় (ইপিজেড) আমদানি এবং উক্ত স্থান হইতে রপ্তানি এই আদেশের বহির্ভূত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই আদেশের পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত নিষিদ্ধ পণ্যাদি আমদানি করা যাইবে না এবং পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিধিনিষেধ আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০০৯-২০১২ তে এই শর্ত আরোপের পূর্বে ইপিজেড এলাকায় প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার্য পণ্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে।

(২) বেজা ও ইপিজেড এলাকায় অন্য কোনো দেশ হইতে আমদানি অথবা রপ্তানি সম্পর্কিত ব্যাংকিং ও কাস্টমস ক্লিয়ারেন্স পদ্ধতি, যথাক্রমে, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, সময় সময়, জারীকৃত নির্দেশাবলি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৩) বেজা ও ইপিজেড এলাকায় আমদানি এবং রপ্তানি বিষয়ক সকল পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রক্ষিত হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এবং (৬) এ বর্ণিত ব্যতিক্রম সাপেক্ষে বেজা ও ইপিজেড এলাকা এবং উক্ত এলাকার বাহিরে বাংলাদেশের অন্য কোনো স্থানের মধ্যে পণ্য চলাচল প্রচলিত আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে।

(৫) বেজা ও ইপিজেড এলাকায় ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে ক্রয় করিবার প্রয়োজন রহিয়াছে এইরূপ পণ্যের তালিকা বেজা ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণয়নের পর—

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনাপত্তি সাপেক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) উক্ত তালিকায় কোনো পরিবর্তন বা সংশোধন একই পদ্ধতিতে করা যাইবে এবং উক্ত তালিকা মোতাবেক বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে পণ্য ক্রয় বাবদ বেজা ও ইপিজেড এলাকায় অবস্থিত শিল্পসমূহকে তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার একাউন্ট হইতে কনভার্টিবল মুদ্রায় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে;

(গ) প্রতি বৎসর, প্রতি অর্থ বৎসর বা প্রতি তিন মাস সময়কালে স্থানীয়ভাবে কত টাকার দ্রব্যাদি ক্রয় করা যাইবে তাহা উল্লিখিতক্রমে বেজা ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট শিল্প ইউনিটের অনুকূলে একটি পাস বুক ইস্যু করিবে এবং উক্ত পাস বুকের প্রোফরমা ও হিসাব পদ্ধতি বেজা ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনাক্রমে ঠিক করিবেন এবং এইভাবে একটি পাস বুকের মূল্যসীমা শেষ হইয়া গেলে বেজা ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ নূতন মূল্যসীমা এনডোর্স করিবে অথবা নূতন পাস বুক ইস্যু করিবে।

(৬) বেজা ও ইপিজেড এলাকার যে সকল যন্ত্রপাতি মেরামতের জন্য এলাকার বাহিরে আনিবার প্রয়োজন হইবে সেইগুলির জন্য বেজা ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় "ইন পাস" ও "আউট পাস" ইস্যু করিবে এবং এই পাসের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যথাযথ রেজিস্টারে এন্ট্রি করিয়া সেইগুলি মেরামতের উদ্দেশ্যে বাহিরে নেওয়ার ও মেরামত শেষে ভিতরে আনিবার অনুমতি প্রদান করিবে:

তবে বাহিরে ও ভিতরে আনা-নেওয়ার হিসাব ও ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি বেজা ও ইপিজেড কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনার মাধ্যমে স্থির করিবে।

১৫। **আমদানি নীতি আদেশ লঙ্ঘনের দায়ে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আটককৃত পণ্য নিষ্পত্তি।**—(১) কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানিকৃত কোনো পণ্যের চালান আটক করিলে, সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক চালানটি খালাসের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের বরাবরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানের অনুরোধ জানাইয়া প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লিখিতভাবে আপত্তি জানাইবার ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এইরূপ আবেদনপত্র প্রধান নিয়ন্ত্রকের নিকট দাখিল করিতে হইবে এবং যুক্তিসংগত কোনো কারণ না থাকিলে উক্ত সময়সীমার পরে দাখিলকৃত কোনো আবেদনপত্র বিবেচনা করা হইবে না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত আবেদনপত্রের সহিত কাস্টমস কর্তৃপক্ষের লিখিত অথবা চালানটি আটক করিবার কারণ সংবলিত আটক মেমো দাখিল করিতে হইবে।

(৩) প্রধান নিয়ন্ত্রক উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত কেসসমূহ আনুষঙ্গিক সকল বিষয়াদি যথাযথ বিচার-বিবেচনা করিয়া নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকাভুক্ত পণ্য এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে যে সকল পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, সে সকল পণ্য ছাড় করিবার জন্য আইপি বা, ক্ষেত্রমত, সিপি জারি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানি নীতি আদেশের বিধান মোতাবেক দ্রুত নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্য এবং অন্যান্য অনুচ্ছেদে যে সকল পণ্যের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে সে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রধান নিয়ন্ত্রক মতামতসহ আমদানি নীতির বিধান শিথিল করিবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবেন।

(৫) প্রধান নিয়ন্ত্রক হইতে আইপি বা, ক্ষেত্রমত, সিপি কিংবা অন্য কোনো পরামর্শ পাওয়া গেলে, কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আইন মোতাবেক পণ্য নিষ্পত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১৬। **রিভিউ, আপিল এবং রিভিশনের উদ্দেশ্যে গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে আমদানি সুবিধার দাবী।**—কোনো পণ্য সংশ্লিষ্ট সময়ে আমদানিযোগ্য না হইলে উহা Review, Appeal and Revision Order 1977 এর অধীন গৃহীত ক্ষেত্রসমূহে উক্ত পণ্য আমদানির কোনো দাবী গ্রাহ্য হইবে না।

১৭। **আদেশ লঙ্ঘনক্রমে আমদানি।**—এই আদেশের কোনো বিধান অথবা উহার অধীন প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত কোনো প্রজ্ঞাপন লঙ্ঘন করিয়া কোনো পণ্য আমদানি করা হইলে উহা আইনের বিধানাবলি লঙ্ঘনক্রমে করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানের আলোকে শাস্তিযোগ্য হইবে।

১৮। **আদেশ সংশোধন অথবা পরিবর্তন।**—সরকার, প্রয়োজনে, যে কোনো সময় এই আদেশের যে কোনো বিধান সংশোধন, পরিবর্তন অথবা শিথিল করিতে পারিবে।

১৯। **রপ্তানি সম্পর্কিত বিধানাবলির প্রযোজ্যতা।**—এই আদেশে রপ্তানি সম্পর্কিত যে সকল বিধান রহিয়াছে তাহা রপ্তানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

শিল্প খাতে আমদানির বিধানাবলি

২০। **শিল্প খাতে আমদানির সাধারণ নিয়মাবলি।**—এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে—

(ক) যে সব পণ্যের বাণিজ্যিক আমদানি নিষিদ্ধ এবং যাহাদের আমদানি, একমাত্র শিল্প খাতের জন্য বৈধ, সে সকল পণ্য নিয়মিত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়মিত স্বত্ব অনুসারে আমদানি স্বত্বের সর্বাধিক ৩ (তিন) গুণ পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে;

(খ) এডহক ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শর্তযুক্ত পণ্য পোষক কর্তৃক সুপারিশকৃত ষাণ্মাসিক আমদানি স্বত্বের সর্বোচ্চ দ্বিগুণ মূল্যসীমা পর্যন্ত আমদানি করা যাইবে;

(গ) প্রথম এডহক শিল্প আইআরসি গ্রহণ করিবার পর সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাহাদের আমদানি স্বত্ব নিয়মিতকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে আবেদন করিতে হইবে;

(ঘ) প্রথম এডহক শিল্প আইআরসি এর আমদানি স্বত্বের ন্যূনতম শতকরা ৭০ (সত্তর) ভাগ ব্যবহার করা হইলে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি স্বত্ব এবং আইআরসি নিয়মিত করা হইবে অন্যথায় দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এডহক শিল্প আইআরসির জন্য ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে;

(ঙ) পোষকের সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দ্বিতীয় এবং তৃতীয় এডহক শিল্প আইআরসি প্রদানের বা আমদানি স্বত্ব নিয়মিতকরণের জন্য ছাড়পত্র জারি না করা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের এডহক আইআরসি নবায়ন করা যাইবে না;

(চ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রথম এডহক শিল্প আইআরসি ব্যবহারের পর তাহাদের আমদানির স্বত্ব নিয়মিতকরণের পরিবর্তে পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে দ্বিতীয় বা তৃতীয় এডহক শিল্প আইআরসি এর জন্য অনুমতি প্রদান করা হইলে সেই শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয় বা তৃতীয় এডহক শিল্প আইআরসি ব্যবহারের পর তাহাদের আমদানি স্বত্ব নিয়মিতকরণের জন্য পুনরায় পোষক কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিবে এবং পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশ অনুযায়ী তাহাদের এডহক আমদানি স্বত্ব ও এডহক শিল্প আইআরসি নিয়মিত করা হইবে;

(ছ) যে সব শিল্প খাতের জন্য একাধিক শিফটে উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে আমদানি স্বত্ব নির্ধারণ করা হইয়াছে সেই সব খাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি স্বত্বে শর্তযুক্ত কোনো কাঁচামাল বা মোড়ক সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকিলে তাহা নিয়মিত ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বার্ষিক আমদানি স্বত্বের শতকরা ১০০ (একশ) ভাগ এবং এডহক ভিত্তিতে অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ষাণ্মাষিক আমদানি স্বত্বের শতকরা ১০০ (একশ) ভাগ এর বেশি আমদানি করা যাইবে না;

(জ) সরকারি খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শর্তযুক্ত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের মোট বার্ষিক প্রয়োজন অর্থ বৎসরের প্রারম্ভে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝ) নিয়মিত শিল্প আইআরসি এর বিপরীতে যেক্ষেত্রে শিল্পের কাঁচামাল বা মোড়ক সামগ্রী বা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রিম আয়কর প্রদান হইতে রেয়াতসহ বিশেষ আর্থিক সুবিধাদি প্রদত্ত হইয়াছে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যাদি অবাধে আমদানিযোগ্য হইলেও উহা আমদানি স্বত্বের সর্বোচ্চ ৩ (তিন) গুণের অধিক হইবে না;

(ঞ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তর হইতে যে আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র (আইআরসি) ইস্যু করা হইবে উহাতে মোট অনুমোদিত আমদানি স্বত্বের পরিমাণ (টাকার অংকে ও কথায়) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিবে এবং আইআরসি জারির সময় আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক দপ্তর পোষক কর্তৃক সুপারিশকৃত এনটাইটেলমেন্ট পেপারের একটি কপিতে প্রতিস্বাক্ষরপূর্বক শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিবে;

(ট) এনটাইটেলমেন্ট পেপারের পৃষ্ঠাংকনের একটি কপি সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিতে হইবে;

(ঠ) এই অনুচ্ছেদের দফা (খ) ও (ছ) এ বর্ণিত বিধানাবলি ঔষধ শিল্প ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানিমুখী পোশাক, হোসিয়ারি ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, তবে উহাদের ক্ষেত্রে, যথাক্রমে, অনুচ্ছেদ ২১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এবং (৯) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে;

(ড) উপরিউক্ত দফা (খ) ও (ছ) এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে যে সব নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কোনো সরকারি বরাদ্দ ঘোষিত হয় নাই সেইসব নিয়মিত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ, নিয়ন্ত্রিত তালিকাভুক্ত পণ্য বা বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমদানি নিয়ন্ত্রিত পণ্যসমূহ ব্যতীত, নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় কোনো নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াই অবাধে আমদানি করিতে পারিবে;

(ঢ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানি নিবন্ধন সনদ (আইআরসি) বিলুপ্তির ১২০ (একশত বিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ দপ্তরে হস্তান্তর করিতে হইবে;

(ণ) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এবং অনুচ্ছেদ ৪ এর দফা (ঙ) এ বর্ণিত বিধানাবলী প্রতিপালন না করিয়া যাহাদের আমদানি শিল্প খাতের জন্য সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত সীমার মধ্যে বৈধ ও কারখানায় উৎপাদনের প্রয়োজনে পণ্য ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অন্য কোনো আইন বা বিধি দ্বারা কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, জনস্বার্থে কোনো আইনের আওতায় পণ্য ও কাঁচামাল আমদানি নিষিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করিয়া এইরূপ আমদানি নিষিদ্ধ করা যাইবে।

২১। **শিল্প ও সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানের পণ্যাদি আমদানির জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি।**—(১) **বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ কর্তৃক আমদানি।**—এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে—

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ এইচএস হেডিং ২২.০৩, ২২.০৬ ও ২২.০৮ ও উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড এবং এইচএস হেডিং ১৬.০১ ও উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য শূকরের মাংসের সসেজসহ আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয় করিয়া আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) দফা (ক) তে উল্লিখিত পণ্যসমূহ বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত হারে শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে;

(গ) দফা (ক) এ বর্ণিত আমদানি (স্থানীয়ভাবে ক্রয়কৃত পণ্যসহ) এর জন্য সংশ্লিষ্ট হোটেলগুলিকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ করিতে হইবে, যথা:—

(অ) শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক বিগত বৎসরে অর্জিত মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ২৭ (সাতাইশ) ভাগের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(আ) মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার সর্বোচ্চ শতকরা ১২ (বারো) ভাগের মধ্যে এ্যালকোহলিক বেভারেজ ও যন্ত্রাংশ আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ অন্যান্য শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ব্যবহার করা যাইবে;

(ই) সংশ্লিষ্ট হোটেল কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়কারী ব্যাংক রেকর্ড করিবে এবং শর্তাধীনে আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার সময় মনোনীত ব্যাংক হোটেল কর্তৃক ব্যবহৃত মুদ্রার হিসাব রেকর্ড করিবে; এবং

(ঈ) আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলার পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী হোটেলসমূহ সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে উহাদের আইআরসিতে প্রয়োজনীয় এনডোর্সমেন্ট করাইতে হইবে।

(২) **লাইসেন্স প্রাপ্ত/অনুমোদিত ক্লাব, রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, মোটেল, বার কর্তৃক আমদানি**—

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হইতে বার লাইসেন্স বা অনুমতিপ্রাপ্ত ক্লাব, রেস্টুরেন্ট, রিসোর্ট, মোটেল, বারসমূহ বিয়ার ও সকল প্রকার মদ এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬ এর বিপরীতে সকল এইচএস কোডের পণ্য উক্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ ও আর্থিক সীমা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) ইহা ছাড়া দফা (ক) এ বর্ণিত কোনো প্রতিষ্ঠান বিয়ার ও মদ (এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬) বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত শুল্ককর প্রদান সাপেক্ষে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে।

(৩) অন্যান্য ক্ষেত্রে মদ ও বিয়ার আমদানি—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (২) এ বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও বিদেশি নাগরিক কর্মরত রহিয়াছে এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠানের বিয়ার ও মদ (এইচএস হেডিং ২২.০৩ হইতে ২২.০৬) আমদানির প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট সুপারিশ, অনুমোদিত পরিমাণ ও আর্থিক সীমা অনুযায়ী বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে ও প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি এর ছাড়পত্রের ভিত্তিতে উক্ত পানীয় নির্দিষ্ট শর্তাধীনে আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আমদানির জন্য সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হইতে লাইসেন্স বা অনুমতিপত্র গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত পণ্যসমূহ বিদেশ হইতে আমদানির পরিবর্তে প্রচলিত শুল্ক ও কর প্রদান সাপেক্ষে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের শুল্কমুক্ত বিপণি হইতেও ক্রয় করিতে পারিবে।

(৪) **বিভিন্ন ধরনের শীট (sheet)** —এমএস শীট ও প্লেট (হট রোল), জিপি শীট, বিপি শীট, স্টেইনলেস স্টীল, সিআরসিএ শীট, টিন প্লেট, এমএস শীট ও সিলিকন শীট—

(ক) স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য এমএস শীট, স্টেইনলেস স্টীল শীট, সিআরসিএ শীট, সিলিকন শীট, বিপি শীট বা টিন প্লেট (মিস প্রিন্ট) এর আমদানি স্বত্ব অন্তর্ভুক্ত থাকিলে সেকেন্ডারি কোয়ালিটির এই সমস্ত দ্রব্যও আমদানি করা যাইবে এবং এই সমস্ত পণ্যের প্রাইম কোয়ালিটি ও সেকেন্ডারি কোয়ালিটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে এবং আমদানিকৃত চালানভিত্তিক প্রতিটি সেকেন্ডারি কোয়ালিটি পণ্য বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশের মান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হইবে, তবে এইক্ষেত্রে সেকেন্ডারি কোয়ালিটির কোনো পণ্যই প্রাইম কোয়ালিটি পণ্যের অনুরূপ হইবে না;

(খ) কোনো প্রকার মূল্যসীমা, সাইজ, গেজ বা জিংক প্রলেপের পরিমাণের বাধ্যবাধকতা ছাড়াই উভয় কোয়ালিটির (প্রাইম ও সেকেন্ডারি) জিপি শীট বাণিজ্যিক আমদানিকারক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৫) **ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী**—

(ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত ঔষধ প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহাদের বার্ষিক উৎপাদন কর্মসূচির ভিত্তিতে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর হইতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রীর বিবরণ, মূল্য ও পরিমাণ সম্বলিত তালিকার (ব্লকলিস্ট) অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(খ) ঔষধ শিল্পে আমদানির ক্ষেত্রে ব্লকলিস্ট ব্যবহৃত হইবে এবং ব্লকলিস্টে বর্ণিত শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত বা শর্তযুক্ত তালিকা বহির্ভূত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী সংশ্লিষ্ট ব্লকলিস্টে বর্ণিত মূল্য ও পরিমাণ অনুসারে যথারীতি আমদানি করা যাইবে এবং উক্ত ব্লকলিস্ট বহির্ভূত কোনো পণ্য অবাধে আমদানিযোগ্য হইলেও সংশ্লিষ্ট ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহা আমদানি করা যাইবে না;

(গ) ঔষধ শিল্পের যে সমস্ত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদনের অতিরিক্ত কোনো কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণের শর্ত এই আদেশে উল্লিখিত রহিয়াছে সেইক্ষেত্রে উক্ত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং অনুমোদিত ব্লকলিস্টের অনুলিপি যথারীতি মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট এবং প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে সরবরাহ করিতে হইবে;

(ঘ) আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি সংক্রান্ত ইনভয়েস ও কাঁচামালের বিশ্লেষণ প্রতিবেদন মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র অথবা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন এজেন্ট (Pre-shipment Inspection Agent) এর নিকট হইতে প্রতিটি পণ্যের পরিমাণ, মূল্য ও গুণাগুণ সম্পর্কে প্রদত্ত সনদপত্রের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ছাড় প্রদান করিবে।

(৬) **আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো**—

(ক) সাবান শিল্পের অধীন স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পোষকের সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে কেবল উহাদের আমদানিস্বত্ব অনুসারে আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো আমদানি করা যাইবে;

(খ) আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো আমদানির পর পোষক কর্তৃপক্ষকে উহার আমদানির পরিমাণ ও ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী সুপারিশের ভিত্তিতে আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর পোষক কর্তৃপক্ষ পরবর্তী শেয়ার আমদানির অনুমতি প্রদান করিবে;

(গ) আরবিডি পাম স্টিয়ারিন এবং ট্যালো বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে না।

(৭) **এডহক আইডব্লিউটি অপারেটর, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খামার এবং মাছ ধরা প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পণ্যাদি আমদানি**—শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত নহে এইরূপ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অপারেটর, মাছ ধরা প্রতিষ্ঠান এবং হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশুর খামার উহাদের প্রয়োজনানুযায়ী আমদানিযোগ্য পণ্যসমূহ কাহারও সুপারিশ বা অনুমতি ব্যতিরেকে আমদানি করিতে পারিবে, তবে এইরূপ আমদানির জন্য এই আদেশে উল্লিখিত শর্তাদি ও নিয়মাবলি যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে।

(৮) **রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পণ্যাদি আমদানি**—

(ক) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার আলোকে নিশ্চিত (confirmed) ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে তৈরি পোশাক রপ্তানির জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীন পরিচালিত স্বীকৃত তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) অথবা বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) কর্তৃক জারীকৃত ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) এ অনুমোদিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, গ্রে-কাপড় ছাড়া অন্যান্য কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে কেবল ১৮.২৯ মিঃ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ নিয়মিত ও অবিচ্ছিন্ন থান কাপড় আমদানি করা যাইবে;

(খ) দফা (ক) তে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ টুকরা কাপড় বা যে কোনো আকারের কাটা কাপড় আমদানি করিতে পারিবে না এবং ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীন স্টেপল ফাইবার আমদানি করা যাইবে না;

(গ) গ্রে-কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১০) এর দফা (খ) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে, তবে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীনে ৪০০ (চারশত) গ্রামের ডুপ্লেক্স বোর্ড (গ্রে-ব্যাক) পাস বহিতে এন্ট্রি করিয়া আমদানি করা যাইবে;

(ঘ) কলার ও ব্যাক বোর্ড হিসাবে ব্যবহার্য স্বল্পতর পুরুত্বের (রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক ধার্যকৃত) ডুপ্লেক্স বোর্ড পাস বহিতে এন্ট্রি করিয়া ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির মাধ্যমে আমদানি করা যাইবে;

(ঙ) দফা (ক) তে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ ব্যবস্থায় ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী খালাস করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আইপি বা সিপি লইতে হইবে না;

(চ) তৈরি পোশাক শিল্পের অধীনে দফা (ক) তে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য বিনামূল্যে (on No-cost basis) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে কাঁচামাল আমদানি করিতে দেওয়া হইবে, যথা:—

(অ) প্রতিটি কেইস পৃথকভাবে কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএমইএ) অথবা বাংলাদেশ নীটওয়ার ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিকেএমইএ) কর্তৃক ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন (ইউডি) জারির বিপরীতে খালাস করা হইবে এবং উহার জন্য বাংলাদেশ হইতে কোনো বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করা যাইবে না;

(আ) তৈরি সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) সার্টিফিকেট চাওয়া হইলে তাহা ক্রেতার খরচে প্রস্তুত করতঃ রপ্তানি সম্পাদন করিবার সময় দাখিল করিতে হইবে, তবে এইক্ষেত্রে রপ্তানির উদ্দেশ্যে তৈরি পোশাক প্রত্যাখ্যান করা যাইবে না;

(ই) তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজনের সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশে ফেরত আনয়ন করিতে হইবে এবং মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার নিম্নরূপ হইতে হইবে, যথা:—

টেবিল

ক্রমিক নং	**ক্ষেত্র**	**মূল্য সংযোজনের ন্যূনতম হার**
(১)	**(২)**	**(৩)**
১.	প্রতি ডজন এফওবি ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের সকল প্রকার (ওভেন ও নীট) পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে	শতকরা (২০) বিশ ভাগ
২.	প্রতি ডজন এফওবি ৬০ (ষাট) মার্কিন ডলারের অধিক মূল্যের সকল প্রকার (ওভেন ও নীট) পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে	শতকরা ১০ (দশ) ভাগ
৩.	সকল প্রকার শিশু পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে	শতকরা ১৫ (পনের) ভাগ

(ঈ) কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে আমদানিকৃত সামগ্রীর বর্ণনা, পরিমাণ ও মূল্য অবশ্যই ইনভয়েসে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী ইন্টার বন্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে হস্তান্তর বা স্থানান্তর করা যাইবে এবং গ্রে-কাপড়, নিট কাপড় ও সাদা কাপড় বিভিন্ন ডাইং এবং প্রিন্টিং বা প্রসেসিং প্লান্টে স্থানান্তর করা যাইবে।

(ছ) বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে পরিচালিত রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক শুধু রোল বা থান আকারে নিটেড কাপড় আমদানি করিতে হইবে;

(জ) এই আদেশে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজনের হার এবং ঐ সমস্ত পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি ঋণপত্রের নীট এফওবি মূল্যের বিপরীতে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানির জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রজ্ঞাপিত সর্বোচ্চ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি স্থাপন করা যাইবে;

(ঝ) নিশ্চিত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্যাদি রপ্তানির জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত স্পেশালাইজড টেক্সটাইল শিল্পসমূহ ব্যাক-টু-ব্যাক এলসির বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে এবং ইহার জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না;

(ঞ) নিশ্চিত ও অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্রের ভিত্তিতে হোসিয়ারি ও নিটেড পোশাক দ্রব্যাদি রপ্তানির জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত স্বীকৃত রপ্তানিমুখী হোসিয়ারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক-টু ব্য-ক এলসির বিপরীতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী (নিষিদ্ধ ও শর্তযুক্ত তালিকাভুক্ত পণ্যসহ) আমদানি করিতে পারিবে এবং ইহার জন্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না, তবে হোসিয়ারি ও নিটেড পোশাক দ্রব্যাদির জন্য অনুমোদিত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সুতা আমদানির ক্ষেত্রে সুতা এবং নিটেড ফ্যাব্রিক্স আমদানির ক্ষেত্রে নিটেড ফ্যাব্রিক্স থান বা রোল আকারে আমদানির অনুমতি দেওয়া হইবে;

(ট) টুকরা আকারে কোনো কাপড় এবং থান বা রোল আকার ব্যতীত নিটেড ফ্যাব্রিক্স আমদানি করা যাইবে না এবং স্যুয়েটার খাতের অনুমোদিত পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্যুয়েটার, জাম্পার, পুলওভার, মাফলার, হাতমোজা ও মোজা টুকরা আকারে, প্যানেল বা রোল বা থান আকারে বা খণ্ড খণ্ড আকারে আমদানি করা যাইবে না, তবে এই সমস্ত পণ্যের কাঁচামাল হিসাবে কেবল সব ধরনের সুতা আমদানির অনুমতি দেওয়া হইবে;

(ঠ) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক বা হোসিয়ারি ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে পোষকের সুপারিশের ভিত্তিতে এবং প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতিক্রমে সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন হইলে নিষিদ্ধ বা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী এবং যন্ত্রাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পসমূহকে আমদানির অনুমতি দেওয়া হইবে এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে আমদানিকৃত নিষিদ্ধ অথবা শর্তাধীন আমদানিযোগ্য পণ্য বা পণ্যসমূহের মূল্যের শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিল করিতে হইবে, তবে যে সকল রপ্তানিমুখী শিল্প বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের অধীনে পরিচালিত উহাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলের প্রয়োজন হইবে না;

(ড) বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত অন্যান্য সকল সেক্টরের স্বীকৃত প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে উহাদের কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ সুবিধা প্রত্যক্ষ রপ্তানিকারক ও পরোক্ষ রপ্তানিকারক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হইবে;

(ঢ) প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যার-হাউসের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে;

(ণ) বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত শুধুমাত্র শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে অথবা মাস্টার রপ্তানি ঋণপত্র এবং ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্র ছাড়াই শুধুমাত্র ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চিত চুক্তির বিপরীতে ৬ (ছয়) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি এবং মোড়ক সামগ্রী রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানি করিতে পারিবে, এইরূপ ক্ষেত্রে—

(অ) বিদ্যমান ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের বিষয়ে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে;

(আ) নতুন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত উৎপাদন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া ৬ (ছয়) মাসের পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে;

(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির আওতায় পরিচালিত শুধুমাত্র শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থানীয় উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে সাইট কিংবা সর্বোচ্চ ১৮০ (একশত আশি) দিন বিলম্বে পরিশোধ ব্যবস্থায় স্থানীয় ঋণপত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করিতে পারিবে;

(ঈ) প্রচলিত বিধান অনুযায়ী রপ্তানি ঋণপত্র ছাড়াও চুক্তির বিপরীতে ব্যাংক গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সাইট বা ইউজেন্স ঋণপত্রের মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানি করা যাইবে।

(ত) দফা (ঢ) এ বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের মাধ্যমে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অথরাইজেশনের প্রয়োজন হইবে না;

(থ) তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত বস্ত্রের কন্টেইনারে বা চালানে নগণ্য পরিমাণ বা মূল্যের টুকরা বা কাটা কাপড় পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূর্ণ কন্টেইনার বা চালান আটক না করিয়া কেবল টুকরা বা কাটা কাপড় আটক করিতে হইবে;

(দ) তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশ সম্পাদনের জন্য আমদানিকৃত এমব্রয়ডার্ড কাপড়, ব্যাজ, লেবেল, স্টিকার ও প্যাচ এর ক্ষেত্রে ১৮.২৯ মিঃ এর নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হইবে না;

(ধ) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক বা বস্ত্র শিল্পের জন্য ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি প্রতিষ্ঠার পূর্বে অথবা এলসি ব্যতিরেকে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র সম্পাদনের পূর্বে কাঁচামাল ও মোড়ক সামগ্রী যদি জাহাজীকরণ করা হয় তাহা হইলে ইহা আমদানি নীতি আদেশ লঙ্ঘন হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি চালানের মেনিফেস্ট দাখিলের পূর্বে ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি খোলা অথবা এলসি ব্যতিরেকে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়;

(ন) পোশাক শিল্প কারখানায় ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকে মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানি করা যাইবে;

(প) বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির অধীনে পরিচালিত করোগেটেড কার্টন, থ্রেড, পলিব্যাগ, বাটার ফ্লাই, লেবেল, ইন্টারলাইনিং গামটেপ, চামড়া, চামড়াজাত দ্রব্যাদি, ফুটওয়্যার ইত্যাদি প্রস্তুতকারক শতকরা ১০০ (একশত) রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের কেমিক্যালসহ কাঁচামাল ও এক্সেসরিজ আমদানির ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি সুবিধার পাশাপাশি পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া অর্থাৎ বন্ডেড ওয়্যারহাউস এর আওতায় ক্যাশ এলসি পদ্ধতিতে আমদানির ব্যবস্থাও চালু থাকিবে;

(ফ) বন্ডেড ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্তি সাপেক্ষে শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী অলংকার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য অনুমোদিত উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খোলার প্রয়োজন হইবে না, তবে উক্তরূপে ঋণপত্র না খুলিয়া আমদানিকৃত উপকরণ ছাড়করণের জন্য কাস্টমস কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে;

(ব) প্রতিটি প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ইউটিলাইজেশন পারমিট (ইউপি) প্রদান করা যাইবে, যথা: ––

(অ) যে ক্ষেত্রে কোনো ঋণপত্রের বিপরীতে উপকরণাদি আমদানি করিবার পর কার্টন ও এক্সেসরিজ আমদানির পণ্যমূল্য পরিশোধ করা সম্ভব না হয় সেইক্ষেত্রে অন্য কোনো ঋণপত্রের বিপরীতে উপকরণাদি আমদানি করিবার পর নির্ধারিত সীমার অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিলে উক্ত উদ্বৃত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঋণপত্রের বিপরীতে কার্টুন ও এক্সেসরিজ আমদানির পণ্য মূল্য পরিশোধকল্পে সমন্বয় করা যাইবে এবং উক্তরূপ সমন্বয় অনধিক ০৭ (সাত) টি ঋণপত্রের মধ্যে করিতে হইবে;

(আ) যে ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের সহিত অন্য যে সকল ঋণপত্রের উদ্বৃত্ত অর্থ সমন্বয় করা হয় উহার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি (যথা- সংশ্লিষ্ট ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র নম্বর, সূত্র ও তারিখ ঋণপত্র গ্রহীতার নাম ও ঠিকানা, পণ্যের বিবরণী এবং পরিমাণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য তথ্য) ইউপিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে;

(ই) সরবরাহকৃত পণ্যের এ্যাকসেসরিজ কাঁচামাল এর ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র কোনো অবস্থাতেই ৬ (ছয়) মাসের অধিক সময় সমন্বয়হীন অবস্থায় রাখা যাইবে না;

(ঈ) ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে অভ্যন্তরীণ (ইনল্যান্ড) ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্রের অর্থের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে; এবং

(উ) পণ্য চালানসমূহের মূল্য নির্বিশেষে দফা (অ) হইতে (ঈ) এর শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে;

(ভ) আমদানি পারমিট বা, ক্ষেত্রমত, ক্লিয়ারেন্স পারমিট (জরিমানাসহ খালাসের নিমিত্ত) এর মাধ্যমে আমদানি শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ বিদেশি উদ্যোগে স্থাপিত বা স্থাপিতব্য অনুমোদিত শিল্পের ক্যাপিটাল মেশিনারি বা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্র খুলিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানিকারককে আমদানি পারমিট অথবা, ক্ষেত্রমত, ক্লিয়ারেন্স পারমিট গ্রহণ করিতে হইবে;

(ম) শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে রপ্তানির উদ্দেশ্যে, পণ্য উৎপাদনের জন্য আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট কাঁচামাল পোষকের নির্ধারিত আমদানি স্বত্ব অনুসারে আমদানি করিতে পারিবে;

(য) আংশিক রপ্তানিমুখী শিল্পের কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি—

(অ) স্থানীয় উৎপাদনকারী শিল্পসমূহকে রপ্তানিতে উৎসাহিত করিবার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ বিপণনের পাশাপাশি আংশিক রপ্তানিতব্য পণ্যের আমদানিকৃত কাঁচামাল ও প্রয়োজনীয় উপকরণ শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন এবং ইউটিলাইজেশন পারমিশনের ভিত্তিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ছাড় প্রদান করবে;

(আ) রপ্তানির উদ্দেশ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল দ্বারা প্রস্তুত রপ্তানি পণ্যের মূল্য সংযোজন হার বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন নির্ধারণ করবে ও কাঁচামালের প্রাপ্যতা ইপিবি অথবা পণ্য সংশ্লিষ্ট পোষক নোটিফিকেশনের মাধ্যমে জারি করিবে।

(৯) **অস্বচ্ছ হীরা (rough diamond) (এইচএস কোড ৭১০২.১০, ৭১০২.২১, ৭১০২.৩১)** —

(ক) সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতির অধীন পরিচালিত শতকরা ১০০ (একশত) ভাগ রপ্তানিমুখী ফিনিশড হীরা প্রস্তুতকারক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ, ঋণপত্র খোলা ব্যতিরেকে, কাঁচামাল হিসাবে অস্বচ্ছ হীরা (rough diamond) মূল্য পরিশোধ ব্যতিরেকে, কনসাইনমেন্ট ভিত্তিতে অথবা বিদেশি ক্রেতা কর্তৃক নিশ্চিত রপ্তানি চুক্তি বা আদেশের বিপরীতে এই উপ-অনুচ্ছেদের অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে সাইট বা ইউজেন্স এলসি পদ্ধতিতে অস্বচ্ছ বা অমসৃণ হীরা (rough diamond) আমদানি করিতে পারিবে, তবে রপ্তানি চুক্তি বা আদেশের বিপরীতে আমদানির ক্ষেত্রে, মূল্য সংযোজন অর্থসহ আমদানি ব্যয় ন্যূনতম রপ্তানি মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে, যাহা বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রত্যাবাসন করিতে হইবে;

(খ) অমসৃণ হীরা প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে কাটিং লস হইবে অনূর্ধ্ব শতকরা ৭৫ (পঁচাত্তর) ভাগ;

(গ) আমদানিকৃত প্রতি ক্যারেট অমসৃণ হীরার মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ন্যূনতম ১০ (দশ) মার্কিন ডলার হিসাবে মোট রপ্তানিযোগ্য ফিনিশড হীরার মোট মূল্য সংযোজনের পরিমাণ অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে এলসি ডকুমেন্টারি কালেকশন, Cash Against Document (CAD) বা টিটি (TT) এর মাধ্যমে, প্রত্যাবাসনের শর্তে, রপ্তানিকারকগণ ফিনিশড হীরা রপ্তানি করিতে পারিবে;

(ঘ) অমসৃণ হীরা (Rough Diamond) আমদানি ও রপ্তানি (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ সাপেক্ষে অমসৃণ হীরা আমদানি ও রপ্তানি করা যাইবে।

(১০) **গ্রে-কাপড়**—

(ক) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র বিপরীতে বন্ডেড ওয়্যার হাউস পদ্ধতিতে সকল প্রকার গ্রে-কাপড় এই শর্তে আমদানি করা যাইবে যে, আমদানিকৃত সমস্ত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পকে সরবরাহ করিতে হইবে অথবা তাহা সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে;

(খ) আমদানিকৃত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর সরাসরি বিদেশে রপ্তানি করা হইলে, একই অর্থ বৎসরে আমদানিকৃত গ্রে-কাপড়ের সমপরিমাণ স্থানীয় গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে অথবা বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে, তবে আমদানিকৃত গ্রে-কাপড় ফিনিশিং, ডাইং বা প্রিন্টিং এর পর রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের নিকট সরবরাহ করা হইলে সমপরিমাণ স্থানীয় গ্রে-কাপড় ব্যবহারের শর্ত প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) গ্রে-কাপড় আমদানি সম্পর্কিত শর্তাবলি যথাযথভাবে পালনের বিষয়ে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো মনিটর করিবে;

(ঘ) স্বীকৃত টেক্সটাইল ফিনিশিং (মেকানাইজড) ইউনিট ছাড়াও রপ্তানিমুখী পোশাক প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যাক টু ব্যাক এলসি'র বিপরীতে ও বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতিতে নিজ নিজ কাস্টমস্ পাসবুকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কাস্টমস্ এসআরও অথবা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ইউটিলাইজেশন এক্সপার্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত অথবা সুপারিশকৃত পরিমাণ গ্রে-কাপড় আমদানি করা যাইবে, তবে আমদানিকৃত উক্ত গ্রে-কাপড় দ্বারা তৈরি পোশাক সম্পূর্ণরূপে বিদেশে রপ্তানি করতঃ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ঐ পরিমাণ গ্রে-কাপড় পাস বুকে অন্তর্ভুক্ত করাইয়া সমন্বয় করিতে হইবে;

(ঙ) সুনির্দিষ্ট রপ্তানি আদেশের বিপরীতে রপ্তানি শিল্পে ব্যবহার ও সরাসরি রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রচলিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া গ্রে-কাপড় আমদানি করা যাইবে;

(চ) রপ্তানিমুখী স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (ডাইং, প্রিন্টিং ও ফিনিশিং অথবা ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং, উইভিং বা স্পিনিং) কেবল যাহাদের প্রযুক্তিগত যোগ্যতা আছে, সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যার হাউসের আওতায় ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকেও ৬ (ছয়) মাসের প্রয়োজনীয় গ্রে কাপড় ও সুতা রিভলভিং পদ্ধতিতে (উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ দফা (ক) হইতে (গ) এ বর্ণিত শর্তে আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যমান ফ্যাক্টরির বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক প্রদত্ত বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের বিষয়ে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে;

(ছ) সুপারভাইজড বন্ডেড ওয়্যারহাউসের আওতায় শতকরা ১০০ (একশ) ভাগ রপ্তানিমুখী স্পেশালাইজড টেক্সটাইল মিল ব্যাক টু ব্যাক ঋণপত্র ব্যতিরেকে ১২ (বার) মাসের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রিভলভিং পদ্ধতিতে আমদানি করিতে পারিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠানের বেলায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বিগত বৎসরের রপ্তানি তথা পারফরমেন্সের ব্যাপারে ইস্যুকৃত সনদপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে।

(১১) **পার্টস, এক্সেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস**—যে সকল পার্টস, এক্সেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস এর আমদানি নিয়ন্ত্রিত সেই সকল পার্টস, এক্সেসরিজ ও কম্পোন্যান্টস মেশিনারির অখন্ড ও অপরিহার্য অংশ হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট মেশিনারিও আমদানিযোগ্য হইতে হইবে।

(১২) **সেকেন্ড হ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড ক্যাপিটাল মেশিনারিজ**—

(ক) শিল্প কারখানায় ব্যবহার্য সেকেন্ড হ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট মূল্যসীমা নির্বিশেষে আমদানিযোগ্য হইবে তবে জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট ব্যতীত প্রতিটি মেশিনারীজ এর অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর রহিয়াছে, এই মর্মে আমদানি উৎসে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র অবশ্যই বিল অব লেডিং এর সহিত দাখিল করিতে হইবে;

(খ) পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট আমদানির ক্ষেত্রে ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন নয় এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যয়ন প্রদান করিতে হইবে।

(১৩) **বৈদ্যুতিক মিটার (বৈদ্যুতিক কিলোওয়াট মিটার)** —

(ক) সিংগেল ফেজ বৈদ্যুতিক মিটার (এইচএস কোড ৯০২৮.৩০.১০, ৯০২৮.৩০.২০ ও ৯০২৮.৩০.৯০) সম্পূর্ণ তৈয়ারি অবস্থায় আমদানির ক্ষেত্রে উহার মান Electricity Metering Equipment (AC)-Particular/ Requirements Part-2 Electromechanical Meters for Active Energy (Class 0.5, 1 and 2): BDS IEC 62053-11:2008 অনুযায়ী হইতে হইবে;

(খ) বৈদ্যুতিক মিটারের যন্ত্রাংশ (এইচএস কোড ৯০২৮.৯০) আমদানি পর্যায়ে মান পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না, তবে আমদানিকৃত যন্ত্রাংশ দ্বারা পূর্ণাংগ মিটার প্রস্তুত করিয়া বাজারজাত করিবার পূর্বে উহার মান বিডিএস অনুযায়ী হইতে হইবে, যাহা বিএসটিআই কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে।

(১৪) **প্যাকিং অথবা ক্যানিং সেক্টর কর্তৃক আমদানি**—প্যাকিং অথবা ক্যানিং সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি সীমা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত শর্ত পালন সাপেক্ষে ননিযুক্ত গুঁড়াদুধ, হরলিক্স, ওভালটিন বা মালটোভা, ইত্যাদি জাতীয় খাদ্য টিনের পাত্রে অথবা বৃহৎ মোড়কে আমদানি করিতে পারিবে, যথা: —

(ক) আমদানিকৃত দ্রব্যের প্রতিটি চালানের সহিত রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (সরকারি স্বাস্থ্য বা খাদ্য বিভাগীয়) কর্তৃক ইস্যুকৃত উক্ত দ্রব্যের উপাদান ও বিভিন্ন উপকরণের আনুপাতিক হার, উহা প্রস্তুতের তারিখ এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ সংবলিত একটি প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত থাকিতে হইবে;

(খ) উক্ত দ্রব্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৩ এ বর্ণিত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে;

(গ) উক্ত দ্রব্যসামগ্রী টিনের পাত্রে আমদানির ক্ষেত্রে এবং টিনের পাত্রে অথবা বৃহৎ মোড়কে আমদানিকৃত দ্রব্য খুচরা মোড়কে প্যাকিং বা ক্যানিং করিয়া বিক্রয়ের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ ১৭ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে; এবং

(ঘ) উক্ত দ্রব্যসামগ্রী বৃহৎ মোড়কে আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত দ্রব্যের উপাদান ও বিভিন্ন উপকরণের আনুপাতিক হার, উহার প্রস্তুতের তারিখ এবং মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তারিখ সংবলিত তথ্য বৃহৎ মোড়কের গায়ে অথবা লেবেলে অথবা স্টিকারে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

(১৫) **নারিকেল তৈল**—নারিকেল তৈল (এইচএস হেডিং ১৫.১৩ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক আমদানি করা যাইবে, তবে মাথার চুলে ব্যবহারের জন্য আমদানিতব্য নারিকেল তৈলের এসিড ভ্যালু ০.৬ এর উর্ধ্বে হইবে না এবং সাবান শিল্পের জন্য আমদানিতব্য নারিকেল তৈলের এসিড ভ্যালু ১০.০ পর্যন্ত থাকিতে পারিবে এবং নারিকেল তৈল বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে এবং এইক্ষেত্রে উহার এসিড ভ্যালু ০.৬ এর উর্ধ্বে হইবে না।

(১৬) **ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ**—

(ক) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে আয়রন ও স্টিল ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৭২.০৪ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে এ্যালুমিনিয়াম ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৭৬.০২ এর এইচএস কোড ৭৬০২.০০.০০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করিতে পারিবে;

(গ) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে কালেট স্ক্র্যাপ অব গ্লাস (এইচএস হেডিং ৭০.০১) আমদানি করিতে পারিবে;

(ঘ) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে কপার ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ (এইচএস হেডিং ৭৪.০৪ এর এইচএস কোড ৭৪০৪.০০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করিতে পারিবে;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এ বর্ণিত দ্রব্যসামগ্রী টক্সিক বা তেজস্ক্রিয় পদার্থমুক্ত, এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ আমদানিকারককে অবশ্যই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(১৭) **রিকভারড পেপার অথবা পেপার বোর্ড (ওয়েস্ট এন্ড স্ক্র্যাপ)**—শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য (এইচএস হেডিং ৪৭.০৭ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানিযোগ্য হইবে।

(১৮) **ব্রেক এ্যাকরেলিক**—ব্রেক এ্যাকরেলিক (এইচএস হেডিং ৩৯.১৫ এর এইচএস কোড ৩৯১৫.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কাঁচামাল হিসাবে এ্যাকরেলিক ব্যবহার করে কেবল ঐ সকল স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহাদের আইআরসি তে বর্ণিত উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) আমদানির সঙ্গে সঙ্গে আমদানিকৃত ব্রেক এ্যাকরেলিকের উৎস এবং উৎস দেশ সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবহিত করিতে হইবে; এবং

(গ) পরিবেশ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী আমদানিকৃত ব্রেক এ্যাকরেলিক পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এমন কোনো টক্সিক বা তেজস্ক্রিয় দ্রব্য আছে কিনা সে সম্পর্কে জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান এর নিকট হইতে প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন (পিএসআই) সার্টিফিকেট আমদানিকারককে দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সার্টিফিকেট অনুযায়ী আমদানিকৃত মালামাল কাস্টমস সংক্রান্ত প্রচলিত আইন অনুযায়ী খালাস করিতে হইবে।

(১৯) **মিথানল/মিথাইল এ্যালকোহল**—

(ক) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে মিথানল বা মিথাইল এ্যালকোহল (এইচএস হেডিং ২৯.০৫ এর অধীন এইচএস কোড ২৯০৫.১১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মিথানল আমদানির ক্ষেত্রে শিল্প খাতে আমদানির সাধারণ নিয়মাবলি সংক্রান্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না;

(খ) স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিথানল বা মিথাইল এলকোহল আমদানি করিতে পারিবে।

(২০) **ফরমালিন ও ফরমালিন জাতীয় পণ্যসমূহ**—ফরমালিন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ৫নং আইন) এবং ফরমালিন (আমদানি, উৎপাদন, পরিবহণ, মজুদ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০১৫ এর সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ফরমালডিহাইড, ফরমালডিহাইড সলিউশন, মিথানল সলিউশন, মিথাইল অ্যালডিহাইড, মিথাইল অ্যালডিহাইড সলিউশন, মিথাইলডিহাইড, মিথাইলডিহাইড সলিউশন, প্যারাফরমালডিহাইড, প্যারাফরমালডিহাইড সলিউশন, প্যারাফরম, ফরমাজিন, ফরমল, মরবিসিড ও ফরমালিন আমদানিযোগ্য হইবে।

(২১) **ক্রুড সয়াবিন, ক্রুড পাম অয়েল বা ক্রুড পাম অলিন**—

(ক) **ক্রুড সয়াবিন**—যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রিফাইনারি থাকিলে অথবা অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোনো রিফাইনারির সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ ক্রুড সয়াবিন তৈল (এইচএস হেডিং ১৫.০৭ এর অধীন এইচএস কোড ১৫০৭.১০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে উক্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হইবে, তবে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কোনো পরিশোধনকারীর সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিলে, প্রয়োজনে, অপরিশোধিত সয়াবিন তৈল আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) **ক্রুড পাম অয়েল বা ক্রুড পাম অলিন**—যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত ভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রিফাইনারি থাকিলে অথবা অন্য কোনো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কোনো রিফাইনারির সহিত চুক্তিবদ্ধ থাকিলে উক্ত শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ ক্রুড পাম অয়েল বা ক্রুড পাম অলিন আমদানি করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে উক্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(২২) **শোধিত পাম অলিন**—শোধিত পাম অলিন (এইচএস হেডিং ১৫.১১ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানির জন্য এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৩ এ বর্ণিত সকল বিধান প্রতিপালন করিতে হইবে এবং রপ্তানিকারক দেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ এবং শিল্প ও বণিক সমিতির নিকট হইতে উহা মানুষের খাওয়ার উপযোগী মর্মে পৃথক পৃথক সনদপত্র পেশ করিতে হইবে এবং পণ্য খালাসের সময় এই সনদপত্রগুলি সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে।

(২৩) **ট্যাংক টার্মিনালে সংরক্ষণ অথবা মাদার ভেসেল হইতে খালাস এর মাধ্যমে ক্রুড সয়াবিন তৈল এবং ক্রুড পাম অলিন**—

(ক) উপ-অনুচ্ছেদ (২১)(ক) এবং (খ) তে বর্ণিত আমদানিকারকগণ আমদানিকৃত ক্রুড সয়াবিন তৈল এবং ক্রুড পাম অলিন (এইচএস হেডিং যথাক্রমে ১৫.০৭ ও ১৫.১১) মাদার ভেসেল হইতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ট্যাংক টার্মিনালে সংরক্ষণ করিবে এবং ট্যাংক টার্মিনালে সংরক্ষিত তৈল বন্ডেড ওয়্যার হাউস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করা যাইবে, তবে কোন আমদানিকারক মাদার ভেসেল হইতে সরাসরি পণ্য খালাস করিতে চাহিলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে যৌথ সার্ভে রিপোর্ট বা Arrival Ullage Report এবং বিল অব লেডিং (যাহা প্রযোজ্য) এ বর্ণিত পরিমাণের উপর শুল্ক পরিশোধ সাপেক্ষে খালাস করিতে পারিবে;

(খ) ট্যাংক টার্মিনালে মওজুদকৃত ভোজ্য তৈল স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করিবার পূর্বে সঠিক শুল্ককর, ভ্যাট, ইত্যাদি পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উহা নিশ্চিত করিবে এবং যে পরিমাণ ভোজ্য তৈল সংশ্লিষ্ট ট্যাংকে গ্রহণ বা সংরক্ষণ করা হইবে উহার অতিরিক্ত পরিমাণ অবৈধভাবে বিক্রয় দেখাইয়া যদি কোনো বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরিত হয় এবং আমদানি, বিক্রয় ও রপ্তানির মধ্যে কোনো গরমিল পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ট্যাংক টার্মিনাল দায়ী থাকিবে এবং বিষয়টি কাস্টমস কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করিবে এবং এই ব্যাপারে প্রতিটি কনসাইনমেন্ট আমদানি, বিক্রয় ও ফেরত প্রদানের হিসাব বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগে প্রেরণ করিতে হইবে;

(গ) ভিন্ন ভিন্ন তারিখে আমদানিকৃত পণ্য ভিন্ন ভিন্ন ট্যাংকে রক্ষিত থাকিবে, যাহাতে মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ নিশ্চিত করা যায়।

(২৪) (ক) ভোজ্য তৈল হিসাবে নিম্নবর্ণিত পণ্য আমদানিযোগ্য হইবে না, যথা: ––

(অ) ঘন (solid) বা আধাঘন (semi solid) পাম তৈল, যাহা দেখিতে ভেজিটেবল ঘি এর অনুরূপ;

(আ) আরবিডি পাম স্টিয়ারিন ও ট্যালো; এবং

(ই) অশোধিত পাম স্টিয়ারিন ।

(খ) ফ্রাকশনেশন প্ল্যান্ট আছে এমন সব ভোজ্য তৈল উৎপাদনকারী কারখানা, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে, শোধিত এবং অশোধিত (রিফাইন্ড এন্ড ক্রুড) পাম তৈল আমদানি করিতে পারিবে এবং বিষয়টি বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ মনিটর করিবে।

(২৫) উপ-অনুচ্ছেদ (২১), (২২) ও (২৩) এ বর্ণিত আমদানির ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২৩ (মানুষের খাদ্য দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি) এর বিধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিধিবিধান এবং সরকারি সকল নিয়মনীতি যথাযথভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(২৬) শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল যাহা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর উপাদান এবং বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদানে তৈয়ারি তাহা আমদানির ক্ষেত্রে প্রতিটি ড্রামে, বোতলে বা প্যাকেটে বিষাক্ত (poisonous) কথাটি দৃশ্যমান স্থানে লিখিত বা মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাণিজ্যিক খাতে আমদানির বিধানাবলি

২২। **বাণিজ্যিকভাবে পণ্য আমদানির কতিপয় বিধানাবলি।**––(১) **বাণিজ্যিক আমদানি**––নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি করিতে হইবে, তবে অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে সরকারি বরাদ্দের বিপরীতেও বাণিজ্যিক পণ্য আমদানি করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে পণ্যের নাম, তহবিলের উৎস ও অন্যান্য শর্ত সময় সময় প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রজ্ঞাপিত হইবে।

(২) **বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক শিল্পের কাঁচামাল, মোড়কসামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি**—নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা বহির্ভূত সকল শিল্পের কাঁচামাল, মোড়ক সামগ্রী ও খুচরা যন্ত্রাংশ নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩) **বিদেশি সংস্থা কর্তৃক বাণিজ্যিক আমদানি**—কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীনে বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত বিদেশি কোম্পানি বা সংস্থা উহাদের আমদানিযোগ্য বাণিজ্যিক পণ্য প্রধান নিয়ন্ত্রকের পূর্বানুমতি ছাড়াই বাণিজ্যিক আমদানি নিবন্ধন সনদপত্রের বিপরীতে আমদানি করিতে পারিবে, তবে বিদেশি কোম্পানি বা সংস্থা এইরূপ বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির পূর্বে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরকে লিখিতভাবে উক্ত পণ্যের এইচএস কোড, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, বিদেশি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি অবহিত করিবে।

(৪) **বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি**—নূতন বা সেকেন্ডহ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড ক্যাপিটাল মেশিনারি ও জেনারেটর বা জেনারেটিং সেট নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় কোনো মূল্যসীমা ছাড়াই বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক এই আদেশের বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি করা যাইবে।

(৫) **অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাইম মোভার, ডাম্প ট্রাক, ইত্যাদি আমদানি**—অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রাইম মোভার, ডাম্প ট্রাক, ডাম্পার, মিক্সার লরি, সেলফ লোডার ও হাইড্রোলিক ক্রেন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইলেও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আমদানি করা যাইবে, তবে উক্ত পণ্যসমূহের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল কমপক্ষে ১০ (দশ) বৎসর রহিয়াছে এই মর্মে আমদানি উৎসে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র অবশ্যই বিল অব লেডিং এর সহিত দাখিল করিতে হইবে এবং উল্লিখিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সংযুক্ত যানবাহনসমূহের শ্রেণি বা ধরন সম্পর্কে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন আবশ্যিকভাবে দাখিল করিতে হইবে।

২৩।**মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি।**—(১) যে কোনো দেশে উৎপাদিত দুগ্ধ, দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যাদি, ভোজ্য তৈল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক এইক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের সরকার নির্ধারিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদ আমদানি সংক্রান্ত দলিলের সহিত কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিতে হইবে আমদানিকৃত দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য Added Melamine মুক্ত, যে গাভী থেকে দুগ্ধ আহরণ করা হইয়াছে সে গাভীকে Estrogenic Hormones and Hormone growth promotants (HGPs) treatment করা হয় নাই এবং ভারী ধাতুর মাত্রা Codex Standard অনুযায়ী রহিয়াছে মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র আমদানিকারককে অবশ্যই কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে। উল্লেখ্য, যে সমস্ত সবজি বীজ ও শস্য সরাসরি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে সে সমস্ত সবজি বীজ ও শস্য আমদানির ক্ষেত্রেও উপরিউক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(২) যে কোনো দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে শিপিং ডকুমেন্টের সহিত রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ প্রতিবেদন বাধ্যতামূলকভাবে থাকিতে হইবে এবং এই প্রতিবেদন তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যাদির জাহাজীকরণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রাম সিজিয়াম-১৩৭ এর মাত্রা কী পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে এবং খাদ্যদ্রব্য মানুষের খাওয়ার উপযোগী এই সার্টিফিকেটও প্রয়োজন হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে লোডিং পোর্ট হইতে জাহাজজাত খাদ্যসামগ্রীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৩) যে কোনো দেশ হইতে আমদানিতব্য এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার সীমা বা পর্যায় পরীক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে, যথা:—

(ক) আমদানিতব্য উল্লিখিত খাদ্যসামগ্রী জাহাজীকরণের পূর্বে সরবরাহকারীর পরীক্ষণ এজেন্ট অথবা ক্রেতা বা প্রাপকের পরীক্ষণ এজেন্ট এই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তার পর্যায় পরীক্ষা করাইবার বন্দোবস্ত করিবেন;

(খ) ক্রেতা বা প্রাপক বা তাহার পরীক্ষণ এজেন্ট পূর্বোক্ত পণ্যবাহী কোনো জাহাজ বাংলাদেশি বন্দরে আগমনের পূর্বেই তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র কুরিয়ার সার্ভিস যোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন;

(গ) তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারিত সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য সীমা অপেক্ষা অধিক হইলে উক্ত খাদ্যসামগ্রী জাহাজীকরণ করা যাইবে না;

(ঘ) যে সমস্ত খাদ্য ইউরোপীয় দেশে উৎপন্ন নহে এবং তৃতীয় কোনো দেশে প্যাকেটজাত বা টিনজাত অথবা জাহাজজাতও নহে সেই সমস্ত খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্র কুরিয়ার সার্ভিসযোগে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবার প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, আমদানিতব্য খাদ্যসামগ্রীর তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণের একটি প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে যাহাতে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য খাদ্যদ্রব্যাদির প্রতি কিলোগ্রামে কী মাত্রায় সিজিয়াম-১৩৭ পাওয়া গিয়াছে তাহা উল্লেখ থাকিতে হইবে; এবং

(ঙ) উক্ত খাদ্যসামগ্রী মানুষের খাওয়ার উপযোগী এই মর্মে সার্টিফিকেট, বিল অব লেডিং (বিএল) এর সহিত প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কেবল উপ-অনুচ্ছেদ (২) এবং (৩) এ বর্ণিত শর্তাদি সন্তোষজনকভাবে পূরণ করিবার পরই কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও বন্দর কর্তৃপক্ষ জাহাজ হইতে সংশ্লিষ্ট মাল জেটিতে নামাইবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

(৫) জাহাজ বন্দরে পৌঁছাইবার পর—

(ক) আমদানিকারকের প্রতিনিধি এবং বন্দর কর্তৃপক্ষ (বন্দর এলাকা হইতে নমুনা সংগ্রহের ক্ষেত্রে) অথবা জাহাজের মাস্টার (বহিনোঙ্গর বা মুরিং এ জাহাজ থাকিবার ক্ষেত্রে সেখানে স্পেশাল এপ্রেইজমেন্ট করা হইবে) এর উপস্থিতিতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ জাহাজযোগে প্রেরিত মালামালের প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং নমুনা যথাযথভাবে প্যাকিং করিবার পর উহার সহিত বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত প্রোফরমা সংবলিত হার্ডবোর্ডের একটি ট্যাগ লাগাইবেন;

(খ) উক্ত ট্যাগে নমুনা সংগ্রহে জড়িত কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারকের প্রতিনিধি, বন্দর কর্তৃপক্ষ ও জাহাজের মাস্টারের স্বাক্ষর সুস্পষ্টভাবে থাকিতে হইবে;

(গ) উক্তরূপে প্যাকিং এর পর ট্যাগসহ নমুনাটি সংগ্রহকারী কাস্টমস কর্মকর্তা কাস্টমস নমুনা রুমে প্রেরণ করিবেন;

(ঘ) নমুনা রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তা সকল নমুনার যথাযথ রেকর্ড রাখিবেন এবং বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের কর্মকর্তা বা কর্মচারীর নিকট যথাযথ রেকর্ড রক্ষণ ও স্বাক্ষর গ্রহণ সাপেক্ষে হস্তান্তর করিবেন;

(ঙ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে উক্ত সকল নমুনা পরীক্ষণের ফলাফল নমুনা রুমে হস্তান্তর করিবার ব্যবস্থা করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো নমুনা অফিস সময়ের পর সংগৃহীত হইলে তাহা দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টমস কর্মকর্তার ব্যক্তিগত তদারকিতে থাকিবে এবং পর দিন অফিস খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাহা নমুনা রুমে হস্তান্তর করিবেন;

(চ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি যথাযথভাবে সকালে নমুনা রুম হইতে ঐ নমুনা সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ শেষে পরীক্ষণ রিপোর্ট ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা বাহকের মাধ্যমে কাস্টমস এর নমুনা রুমে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন;

(ছ) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রতিনিধি নমুনা রুম হইতে দিনে ২ (দুই) বার, অর্থাৎ সকাল ও বিকালে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(৬) বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পরীক্ষায় আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা গ্রহণযোগ্য সীমার ঊর্ধ্বে প্রমাণিত হইলে প্রেরিত মালামাল খালাস করা যাইবে না এবং রপ্তানিকারক বা সরবরাহকারী উহা নিজ ব্যয়ে ফেরত লইতে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৩), (৪) ও (৫) এ বর্ণিত পরীক্ষণ পদ্ধতি যে কোনো দেশে উৎপন্ন দুগ্ধ, দুগ্ধখাদ্য, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি, মৎস্যজাত খাদ্যদ্রব্যাদি, ভোজ্যতৈল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী ভিন্ন কোনো দেশে টিনজাত বা প্যাকেটজাত বা জাহাজীকরণ করা হইলে সেইক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৩), (৪), (৫) ও (৬) এ বর্ণিত শর্তগুলি সংশ্লিষ্ট এলসি বা ক্রয় চুক্তিতে সন্নিবেশিত হইবে।

(৯) আমদানিকৃত খাদ্যসামগ্রী বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক পরীক্ষার পর উহার তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ প্রত্যয়নপত্র পাওয়ার পরই কেবল কাস্টমস কর্তৃপক্ষ যথানিয়মে তাহা ছাড় করিবার অনুমতি দিবেন।

(১০) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (৯) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় উৎপন্ন এবং মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও ইন্দোনেশিয়া হইতে আমদানিকৃত বা আমদানিতব্য পাম অয়েল, পাম ওলিন ও আরবিডি পাম স্টিয়ারিনের ক্ষেত্রে কোনো তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন মাঝে মাঝে বাজার হইতে উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষা করিবে এবং তাহাতে ক্ষতিকর মাত্রার তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেলে উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা যাইবে।

(১১) আমদানিকৃত আরবিডি পাম স্টিয়ারিনের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের জন্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) বা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) কর্তৃক পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ, বন্দর কর্তৃপক্ষ, আমদানিকারক ও তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে আরবিডি পাম স্টিয়ারিনের নমুনা সংগ্রহ করিবে এবং তাহা সীল করিয়া বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন বা বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ঢাকা অথবা চট্টগ্রাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমদানিকৃত উক্ত দ্রব্যাদির নমুনা ত্বরিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহা আমদানি দলিলে বর্ণিত আরবিডি পাম স্টিয়ারিন কিনা, সে সম্পর্কে একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদন বিএসটিআই বা বিসিএসআইআর কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(১২) আমদানিকৃত বা আমদানিতব্য বর্ণিত খাদ্যদ্রব্যাদির তেজস্ক্রিয়তার সীমা বা পর্যায় পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় আমদানিকারক বহন করিবেন এবং আমদানিকৃত বা আমদানিতব্য আরবিডি পাম স্টিয়ারিন বিএসটিআই বা বিসিএসআইআর কর্তৃক পরীক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়ও আমদানিকারক বহন করিবেন।

(১৩) সিগারেট, সিগারেট পেপার, পাইপের তামাক, হুইস্কি, বিয়ার ও অন্যান্য মদ জাতীয় পানীয়, কনসেনট্রেটেড এসেন্স, মশলা, ঔষধ আমদানির ক্ষেত্রে কোনো তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

(১৪) আমদানিকৃত বা আমদানিতব্য যে সমস্ত খাদ্যের তেজস্ক্রিয়তার সীমা এবং পরীক্ষণ পদ্ধতি খাদ্য মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করিয়াছে সেই সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না উক্ত ক্ষেত্রে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিই অনুসৃত হইবে।

(১৫) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা হইবে প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর ৯৫ বি. কিউ এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের জন্য সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা প্রতি কিলোগ্রাম সিজিয়াম-১৩৭ এর ৫০ বি. কিউ এবং আমদানিকৃত দ্রব্যাদিতে বিদ্যমান সিজিয়াম-১৩৭ এর তেজস্ক্রিয়তার কোনো প্রকার তরলীকরণ, ঘনীভূতকরণ বা প্রক্রিয়াকরণ ব্যতিরেকে যে অবস্থায় বন্দরে পৌঁছাইবে তদাবস্থায়ই বিবেচ্য হইবে, তবে এই সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য তেজস্ক্রিয়তার সীমা সরকার কর্তৃক সময় সময় পুনঃনির্ধারিত হইতে পারিবে।

(১৬) সার্কভুক্ত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশসমূহ হইতে সরাসরি চাল, গম, অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা সংক্রান্ত উপ-অনুচ্ছেদ (১) হতে (৯) এ উল্লিখিত বাধ্যবাধকতা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে শিথিলযোগ্য হইবে, যথা: ––

(ক) আমদানিকৃত চাল, গম, অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং খাদ্যদ্রব্য সার্কভুক্ত বা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় কোনো দেশে উৎপন্ন হইতে হইবে এবং আমদানি সংক্রান্ত দলিলাদির সহিত রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি বা অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক ইস্যুকৃত উৎস দেশ সংক্রান্ত সনদপত্র (সার্টিফিকেট অব অরিজিন) কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(খ) আমদানিকৃত চাল, গম, অন্যান্য খাদ্যশস্য এবং খাদ্যদ্রব্যের মান ও গুণাগুণ মানুষের খাওয়ার উপযোগী এবং সর্বপ্রকার ক্ষতিকর জীবাণুমুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের সরকারি বা অনুমোদিত সংস্থা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষ ও সঙ্গানিরোধ কর্মকর্তা (Quarantine Officer) এর নিকট প্রদান করিতে হইবে; এবং

(গ) সার্কভুক্ত দেশসমূহ হইতে দ্রুত পচনশীল খাদ্যদ্রব্য (তাজা ফলমূল, মাছ, শাকসবজি, ইত্যাদি) আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের সরকার বা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা সংক্রান্ত সনদ দাখিল করিতে হইবে; এবং

(ঘ) পচনশীল খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিদেশ হইতে হিমায়িত মাংস ও সামুদ্রিক খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যাংক গ্যারান্টির বিপরীতে আমদানিকারকের জিম্মায় তাহার ওয়্যারহাউসে সাময়িকভাবে রাখা যাইবে।

(১৭) দুগ্ধজাত খাদ্য (মিল্ক ফুড) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে এইচএস হেডিং ০৪.০২ বা ১৯.০১ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোডে বর্ণিত দুগ্ধজাত খাদ্য, ননিযুক্ত শিশু খাদ্যসহ সকল প্রকার দুগ্ধজাত খাদ্যসামগ্রী আমদানি করা যাইবে, যথা:––

(ক) দুগ্ধজাত শিশুখাদ্য খুচরা মোড়কে ২.৫ কেজি পর্যন্ত কেবল টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এ আমদানি করিতে হইবে;

(খ) ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য খুচরা মোড়কে ২.৫ কেজি পর্যন্ত টিন বা Bag in Box পাত্রে আমদানি করিতে হইবে;

(গ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বা জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (আইপিএইচএন) কর্তৃক স্বীকৃত প্যাকিং বা ক্যানিং সেক্টরের স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থানীয়ভাবে মোড়কজাতকরণের (খুচরা) উদ্দেশ্যে বৃহৎ বায়ুরুদ্ধ (Hermetic Container) মোড়কে ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্য ও শিশুখাদ্য আমদানি করিতে হইবে;

(ঘ) আমদানিকৃত ননিযুক্ত দুগ্ধজাত খাদ্যসহ সকল ধরনের শিশুখাদ্যের টিন বা বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর উপর দৃশ্যমান স্থানে "মায়ের দুধের বিকল্প নাই" কথাটি বাংলায় সুস্পষ্টভাবে ও অপেক্ষাকৃত বড় হরফে লিখিত থাকিতে হইবে;

(ঙ) মিল্ক ফুডের টিন বা বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর উপর দুধের উপাদান এবং বিভিন্ন উপকরণের আনুপাতিক হার বাংলায় লিখিত থাকিতে হইবে;

(চ) প্রতিটি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে মিল্ক ফুড প্রস্তুতের তারিখ ও মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ বাংলা বা ইংরেজিতে সুস্পষ্টভাবে এমবুস অথবা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করা থাকিতে হইবে;

(ছ) প্রতিটি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে মিল্ক ফুড এর প্রকৃত ওজন (নেট ওয়েট) বাংলা বা ইংরেজিতে লিখিত থাকিতে হইবে এবং দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত শিশুখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান (IPHN) কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর স্পষ্ট অক্ষরে প্রতিটি টিন বা টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে উল্লিখিত থাকিতে হইবে;

(জ) দফা (ঘ), (ঙ), (চ) এবং (ছ) এ বর্ণিত শর্তাবলি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে এমবুস করা থাকিতে হইবে এবং উহা কোনোক্রমেই পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর গায়ে লাগানো যাইবে না; এবং

(ঝ) শিশু খাদ্যের অর্থাৎ যাহাতে শতকরা ১৯ (উনিশ) ভাগ পর্যন্ত ফ্যাট জাতীয় দ্রব্য থাকে সেইক্ষেত্রে প্রতিটি টিনসহ বায়ুরুদ্ধ মোড়ক বা Bag in Box এর মধ্যে মাপিবার চামচও সরবরাহ করিতে হইবে।

(১৮) ননিবিহীন গুঁড়াদুধ নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) বস্তায় অথবা টিনের সিলযুক্ত প্যাকিংয়ে;

(খ) রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত বিশ্লেষণ সনদ পেশকরণ এবং উক্ত সনদে এই মর্মে একটি ঘোষণা থাকিতে হইবে যে, আমদানিকৃত গুঁড়া দুধ মানুষের খাওয়ার জন্য উপযোগী;

(গ) বস্তা বা টিন বা পাত্রের উপর দুধ তৈরির তারিখ ও মানুষের খাওয়ার উপযোগিতার মেয়াদ শেষ হইবার তারিখ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(ঘ) দুগ্ধজাত খাদ্য ও গুঁড়া দুধ আমদানির ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা নির্ধারণের জন্য প্রাক-জাহাজীকরণ পরীক্ষণ (প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন) এবং তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সীমার মধ্যে থাকিলেই কেবল উহা জাহাজীকরণ করা যাইবে এবং এতৎসংক্রান্ত পরীক্ষণ রিপোর্ট শিপিং ডকুমেন্ট হিসাবে অন্যান্য কাগজপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে; এবং

(ঙ) আমদানিকৃত দুগ্ধজাত খাদ্য ও গুঁড়াদুধ দেশে পৌঁছাইবার পর ছাড় করিবার পূর্বে দ্বিতীয়বার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষা করা হইবে এবং তাহা গ্রহণযোগ্য ও অনুমোদিত সীমার মধ্যে পাওয়া গেলেই শুধু ছাড় করিতে দেওয়া হইবে এবং আমদানিকৃত দুগ্ধজাত খাদ্য ও গুঁড়া দুধ দেশে পৌঁছাইবার পর উহার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই আদেশে বর্ণিত পদ্ধতি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

(১৯) সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ প্রতিটি পাত্র বা কন্টেইনার বা মোড়কের গায়ে সুস্পষ্টভাবে এমবুস থাকিতে হইবে এবং পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া তাহা মোড়ক বা পাত্র বা কন্টেইনারের গায়ে লাগানো যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা যাইবে না।

(২০) মদ্য জাতীয় পানীয় আমদানির ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার তারিখ উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

(২১) সংরক্ষিত খাদ্যে preservative, additive এবং রং ব্যবহার করিলে উহার মাত্রা ও বিবরণ উল্লেখ থাকিতে হইবে এবং পৃথকভাবে লেবেল লাগানো যাইবে না, তবে এমবুস করিতে হইবে।

(২২) খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতে ব্যবহার্য কাঁচামালসমূহের মধ্যে যেইগুলি নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে ব্যবহার অনুপযোগী হইয়া পড়ে সে সকল পণ্য আমদানির ক্ষেত্রেও উৎপাদন ও মেযাদোত্তীর্ণের তারিখ পাত্র বা কন্টেইনার বা মোড়কের গায়ে লিখিত বা মুদ্রিত থাকিতে হইবে।

(২৩) আমদানিতব্য সকল খাদ্যদ্রব্য (সরাসরি খাওয়া বা পান করা যায় বা প্রক্রিয়াকরণের পরে খাদ্য বা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়) আমদানির ক্ষেত্রে উৎস নির্বিশেষে এইরূপ খাদ্যদ্রব্য ক্ষেত্র অনুসারে কোন্ বয়সের মানুষের খাওয়ার উপযোগী তাহা উল্লিখিত করাসহ “মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর নয়”, “ক্ষতিকর কোনো দ্রব্য মিশ্রিত নাই” এবং “সকল প্রকার জীবাণুমুক্ত” মর্মে রপ্তানিকারক দেশের সরকার বা সরকার অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টের সহিত অবশ্যই সংযোজন করিতে হইবে।

(২৪) বাংলাদেশে খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উক্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আদেশের পরিশিষ্ট-৪ এ অন্তর্ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এর নির্ধারিত ফরমে বিএসটিআই এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) কিংবা সরকার অনুমোদিত ল্যাবরেটরি মনুষ্য খাদ্যের উপযুক্ততা বিষয়ে ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

(২৫) খাদ্যদ্রব্য বাংলাদেশে পৌঁছাইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ উক্ত খাদ্যদ্রব্য ছাড় করিবার পূর্বে খাদ্যদ্রব্যের নমুনা বিএসটিআই বা বিসিএসআইআর এর নিকট সরবরাহ করিবেন এবং বিএসটিআই, বিসিএসআইআর কিংবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ল্যাবরেটরি এর পরীক্ষায় খাদ্যদ্রব্য মান সম্পন্ন না হইলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ আমদানিকারকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(২৬) বিএসটিআই নির্ধারিত খাদ্যমানের চাইতে নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য আমদানি হইলে তাহা আমদানিকারকের নিজ খরচে রপ্তানি উৎস দেশে বা তৃতীয় কোনো দেশে ফেরৎ পাঠাইতে হইবে এবং খাদ্যদ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে ঋণপত্রে উক্তরূপ শর্ত সংযোজন করিতে হইবে।

(২৭) সরকারি ত্রাণসামগ্রী হিসাবে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা হইলে খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত ল্যাবটেস্ট পরীক্ষায় "মানুষের খাওয়ার উপযোগী" প্রত্যয়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে খালাস করা যাইবে এবং এইক্ষেত্রে এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৩(৩)(ঙ) এর শর্ত শিথিলযোগ্য হইবে।

(২৮) মানুষের খাদ্য হিসাবে জিএমও (GMO-Genetically Modified Organism), এলএমও (LMO-Living Modified Organism) আমদানির ক্ষেত্রে Bangladesh Biosafety Guidelines ও বাংলাদেশ জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ অনুসরণ করিতে হইবে।

(২৯) হাঁস-মুরগি ও পাখি আমদানির ক্ষেত্রে Avian Influenza মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩০) টিন জাতীয় মোড়কে আমদানিকৃত মাছের ক্ষেত্রে (Canned Fish) মোড়কের গায়ে পণ্য প্রস্তুত ও মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার তারিখ এবং প্রকৃত ওজন (নেট ওয়েট) বাংলা বা ইংরেজিতে সুস্পষ্টভাবে এমবুস অথবা অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করা থাকিতে হইবে এবং পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া মোড়কের গায়ে লাগানো যাইবে না।

(৩১) মাছ আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারক দেশের সরকার বা সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক মাছে ফরমালিন নাই এই মর্মে সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩২) আমদানিকৃত মাছে ফরমালিন ব্যবহার করা হইয়াছে কিনা তাহা সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশের প্রবেশ বন্দর (Port of Entry) এ পরীক্ষা করাইতে হইবে এবং ফরমালিন নাই এই মর্মে প্রত্যয়ন সাপেক্ষে খালাসযোগ্য হইবে।

(৩৩) গরু, ছাগল ও মুরগির মাংস ও মানুষের খাওয়ার উপযোগী অন্যান্য পশুর মাংস আমদানির ক্ষেত্রে প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে এবং মোড়কের গায়ে রপ্তানিকারক দেশের মাংস উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এমবুস বা প্রিন্টেড থাকিতে হইবে এবং উহাতে সংরক্ষণের পদ্ধতি উল্লিখিত করিতে হইবে এবং পৃথকভাবে লেবেল ছাপাইয়া মোড়কের গায়ে লাগানো যাইবে না।

(৩৪) আমদানিকৃত পণ্য Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) এবং Avian influenza মুক্ত মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে।

(৩৫) ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ হইতে মাংস আমদানির ক্ষেত্রে "ম্যাড কাউ ডিজিজ মুক্ত" মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

২৪। **মৎস্য খাদ্য, হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পশু খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অতিরিক্ত শর্তাদি।**—(১) মৎস্য খাদ্য, হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষণ সম্পর্কিত প্রতিবেদন এবং উক্ত খাদ্যদ্রব্য মৎস্য বা হাঁস-মুরগি বা পশুর খাওয়ার উপযোগী এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টস এর সহিত বাধ্যতামূলকভাবে থাকিতে হইবে এবং উক্ত প্রতিবেদনে তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষায় আমদানিতব্য দ্রব্যে জাহাজীকরণ অবস্থায় প্রতি কিলোগ্রামে সিজিয়াম-১৩৭ এর মাত্রা কী পরিমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(২) (ক) আমদানিকৃত মৎস্য খাদ্য ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফুরানসহ ক্ষতিকর ঔষধ, হরমোন ও স্টেরয়েড মুক্ত থাকিতে হইবে;

(খ) হাঁস-মুরগির খাদ্য ও পশু খাদ্য এবং পশুপুষ্টি উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ, আমদানিকৃত পণ্যের প্যাকেট এর গায়ে উপাদানসমূহ উল্লিখিত এবং উক্ত খাদ্য ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান, ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক, মেলামাইনমুক্ত বলিয়া উল্লিখিত এবং Genetically Modified Organism নাই এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে, তবে পশুখাদ্যে ব্যবহৃত ফিড প্রিমিক্স, ফিড এডিটিভস, ভিটামিন ও মিনারেল প্রিমিক্স এর ক্ষেত্রে GMO মুক্ত সার্টিফিকেট এর প্রয়োজন হইবে না এবং Meat and Bone Meal, Fish Meal, Protein Concentrate আমদানির ক্ষেত্রে এই সকল পণ্য বন্দরে পৌঁছাইবার সাথে সাথে সরকার অনুমোদিত পরীক্ষাগারে ক্লোরামফেনিকল, নাইট্রোফুরান ও ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক পরীক্ষা করাইতে হইবে;

(গ) সকল প্রকার মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও পশুর খাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে অবশ্যই উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণ হইবার তারিখ উল্লিখিত থাকিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত প্রতিবেদন অনুযায়ী আমদানিতব্য দ্রব্যের তেজস্ক্রিয়তা গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকিলেই তাহা ছাড় করা যাইবে, অন্যথায় সরবরাহকারী নিজ ব্যয়ে সংশ্লিষ্ট চালান ফেরত নিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪)(ক) প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতিক্রমে Meat and Bone Meal আমদানি করা যাইবে এবং উহা আমদানির ক্ষেত্রে উৎস ও প্রাণির নাম উল্লেখ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুকরের Meat and Bone Meal আমদানি করা যাইবে না এবং আমদানিকারককে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে নিম্নবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা:—

(অ) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিকসহ ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফুরানমুক্ত;

(আ) আমদানিকৃত পণ্যটি শুকরের উপজাত (by product) মুক্ত; এবং

(ই) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম, টেনারি উপজাত ও মেলামাইন মুক্ত।

(খ) meat ও bone meal ব্যতীত মৎস্য ও অন্যান্য উৎস (যেমন- Shrimp Meal, Krill Meal, ইত্যাদি) হইতে প্রস্তুতকৃত Fish Meal আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি গ্রহণ, আমদানির উৎস ও প্রাণির নাম উল্লিখিত করিতে হইবে এবং আমদানিকারককে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ হইতে নিম্নবর্ণিত প্রত্যায়নপত্র পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে, যথা: ―

(অ) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিকসহ ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফুরানমুক্ত; এবং

(আ) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম, টেনারি উপজাত ও মেলামাইন মুক্ত।

(৫) অন্যান্য প্রাণির উৎস হইতে উৎপাদিত Meat and Bone Meal আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Transmissible Spongiform Encephalopathy (TSE), এ্যানথ্রাক্স ও টিবিমুক্ত এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে।

(৬) পোল্ট্রি ও পোল্ট্রিজাত শিল্পে এবং ডেইরি ও ডেইরিজাত শিল্পে ব্যবহার্য ভ্যাকসিন, ডায়াগনস্টিক রিএজেন্ট বা কিট প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৭) মৎস্য বা হাঁস-মুরগি বা পশুখাদ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলিবার সময় এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাবলি ঋণপত্রে উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) মৎস্য বা হাঁস-মুরগি বা পশুখাদ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বন্দরে পৌঁছাইবার পর তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা পুনরায় পরীক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

(৯) আমেরিকা ও ইউরোপসহ অন্যান্য দেশ হইতে Bone Meal, Meat Meal ও Meat and Bone Meal দ্বারা প্রস্তুতকৃত প্রোটিন কনসেনট্রেট আমদানির ক্ষেত্রে রপ্তানিকারক দেশের ভেটেরিনারি কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে “উৎপাদিত পণ্য কোনোভাবেই Transmissible Spongiform Encephalopathy দ্বারা সংক্রমিত নহে” এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র এবং আমদানিকারককে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিম্নবর্ণিত প্রত্যয়নপত্র শিপিং ডকুমেন্টস এর সহিত অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে, যথা:―

(ক) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকর এন্টিবায়োটিক, ক্লোরামফেনিকল ও নাইট্রোফুরান মুক্ত;

(খ) আমদানিকৃত পণ্যটি শুকরের উপজাত (by Product) মুক্ত;

(গ) আমদানিকৃত পণ্যটি ক্ষতিকর ক্রোমিয়াম, টেনারি উপজাত ও ম্যালামাইন মুক্ত; এবং

(ঘ) আমদানিকৃত পণ্যটি এ্যানথ্রাক্স ও টিবি মুক্ত।

২৫। **পণ্য আমদানির লক্ষ্যে প্রযোজ্য বিধানাবলি।—(১) বিস্ফোরক—**

(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এইচএস হেডিং ২৯.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ট্রাই নাইট্রোটলুইন, এইচএস হেডিং ৩৬.০১ হইতে ৩৬.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য বিস্ফোরকসহ কোনো প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করা যাইবে না;

(খ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এইচএস হেডিং ২৫.০৩, ২৮.০২ ও ৩৮.০৮ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সালফার, এইচএস হেডিং ২৮.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ফসফরাস, এইচএস হেডিং ২৮.২৯ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য পটাশিয়াম ক্লোরেট, এইচএস হেডিং ২৮.৩৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য পটাশিয়াম নাইট্রেট, বেরিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম নাইট্রেট, এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, এইচএস হেডিং ২৮.০৫ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এ্যালুমিনিয়াম পাউডার, এইচএস হেডিং ২৮.৩০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য আর্সেনিক সালফাইড এবং ক্যালসিয়াম কার্বাইডসহ কোনো প্রকার প্রজ্বলনীয় কঠিন পদার্থ, জারক পদার্থ, বিষাক্ত পদার্থ আমদানি করা যাইবে না;

(গ) টিসিবি এর মাধ্যম ছাড়া অন্য কোনো আমদানিকারক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিস্ফোরক পদার্থ আমদানি করিতে পারিবে না;

(ঘ) টিসিবি কর্তৃক আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অবগত করাইয়া প্রকৃত ব্যবহারকারীর নিকট বিক্রয় করা যাইবে;

(ঙ) সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে উহাদের রেজিস্ট্রিকৃত স্বত্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় বিস্ফোরক সামগ্রী আমদানি করিতে পারিবে, তবে এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ২০ এর আওতায় আমদানি স্বত্বের অতিরিক্ত বিস্ফোরক দ্রব্য আমদানি করা যাইবে না;

(চ) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক ছাড়পত্র প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে আমদানিতব্য পটাশিয়াম ক্লোরেটের পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে;

(ছ) শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানি স্বত্বের বিপরীতে আমদানিকৃত বিস্ফোরক পদার্থ শুধু উহাদের কারখানায় উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হইবেন, তবে উহা বিক্রয়, স্থানান্তর অথবা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) **তেজস্ক্রিয় পদার্থ—**

(ক) এইচএস হেডিং ২৮.৩৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য থোরিয়াম নাইট্রেট, এইচএস হেডিং ২৮.৪৪ হইতে ২৮.৪৬ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক দ্রব্য ও আইসোটোপসহ সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ৯০.২২ এর এইচএস কোড ৯০২২.১৯, ৯০২২.২১ ও ৯০২২.২৯ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এক্সরে যন্ত্রসহ আয়নায়ণকারী বিকিরণ উৎপাদনক্ষম সকল যন্ত্র বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) পারমানবিক রি-এ্যাক্টর এবং ইহার যন্ত্রাংশ (এইচএস হেডিং ৮৪.০১ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) পোষক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে কেবল বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩) **বেসামরিক বিমান** বা **হেলিকপ্টার**—বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতিক্রমে সংশ্লিষ্ট এয়ার নেভিগেশন অর্ডার বা সার্কুলার এর উপযুক্ত ধারা বা নিয়মাবলি প্রতিপালন সাপেক্ষে নূতন কিংবা পুরাতন যে কোনো ধরনের এয়ারক্রাফট (এরোপ্লেন/ হেলিকপ্টার) ও উহার নূতন কিংবা পুরাতন যন্ত্রাংশ (ইঞ্জিন কিংবা ইঞ্জিনের খুচরা যন্ত্রাংশ, অথবা উভয়ই, এয়ারক্রাফটের অন্যান্য যন্ত্রাংশ) সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড অনুযায়ী আমদানিযোগ্য হইবে।

(৪) **এসিড**—

(ক) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন) এবং এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পোষক কর্তৃক নির্ধারিত আমদানি স্বত্বে বর্ণিত পরিমাণ গাঢ়, তরল অথবা মিশ্রণসহ যে কোনো প্রকার সালফিউরিক এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, ফসফরিক এসিড, কস্টিক পটাশ, কার্বলিক এসিড, ব্যাটারি ফ্লুইড (এসিড), ক্রোমিক এসিড ও এ্যাকুয়া-রেজিয়া এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এসিড জাতীয় (করসিভ) অন্যান্য দ্রব্যাদি আমদানি করিতে পারিবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে উক্ত এসিড আমদানি করিতে পারিবে;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বা নিজস্ব ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১ নং আইন) এবং এসিড (আমদানি, উৎপাদন, মজুদ, পরিবহণ, বিক্রয় ও ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৪ এর অধীন লাইসেন্স গ্রহণ করিয়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে দফা (ক) এ বর্ণিত এসিড আমদানি করিতে পারিবে।

(৫) **রাসায়নিক সার**—

(ক) এইচএস হেডিং ৩১.০৩ এর আওতায় শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য রং মিশ্রিত ও দানাদার এসএসপি এবং পাউডার এসএসপি অর্থাৎ যে কোনো প্রকার রং মিশ্রিত এসএসপি এবং সকল প্রকার দানাদার এসএসপি এবং পাউডার এসএসপি সার এবং দানাদার ফিউজড ম্যাগনেশিয়াম ফসফেট সার আমদানি নিষিদ্ধ:

তবে শর্ত থাকে যে, এইচএস হেডিং ৩১.০২ হইতে ৩১.০৫ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য অন্যান্য রাসায়নিক সার নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে, যথা: —

(অ) আমদানিকৃত সার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত সার উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানসমূহের তালিকা জাহাজীকরণ দলিলের সহিত থাকিতে হইবে;

(আ) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন সনদ জাহাজীকরণ দলিলের সহিত থাকিতে হইবে এবং এতৎসঙ্গে বর্ণিত আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা (স্পেসিফিকেশন) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকার সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে;

(ই) শুধুমাত্র ম্যানুফ্যাকচারার কিংবা তাহার প্রতিনিধির নিকট হইতে সার আমদানি করা যাইবে;

(ঈ) জাহাজীকরণ দলিলের ইনভয়েস এ আমদানিকৃত সারের বিনির্দেশিকা এবং বাহ্যিক ও রাসায়নিক গুণাবলি (ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল প্রোপারটিজ) সম্পর্কে তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে;

(উ) শর্ত (ঈ) এ বর্ণিত পরিবেশিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলি কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিনির্দেশিকা ও গুণাবলির সহিত সংগতিপূর্ণ হইতে হইবে;

(ঊ) বিল অব লেডিং এ আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে অন্যান্য তথ্যাদি পরিবেশন করিতে হইবে; এবং

(ঋ) আমদানিকারককে বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে।

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত শর্তাদি পূরণ হইলে আমদানিকৃত সার ''পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন'' ছাড়াই খালাস করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পরবর্তীতে পরীক্ষায় দূষণীয় পদার্থ পাওয়া গেলে সরবরাহকারী ও আমদানিকারক যৌথভাবে দায়ী থাকিবে।

(৬) **গ্রাউন্ড রক ফসফেট (এইচএস হেডিং ২৫.১০ এর এইচএস কোড ২৫১০.২০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য)**—গ্রাউন্ড রক ফসফেট নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি পালন সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা: —

(ক) Total Phosphates (as P_2O_5) percent 28.00 by weight minimum;

(খ) Particle size: Minimum 90 percent of the materials shall pass through 0.15 mm IS sieve and the balance 10 percent of the materials shall pass through 0.25 mm IS sieve;

(গ) মান নিশ্চিত করিতে নমুনা কৃষি মন্ত্রণালয় অথবা কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থায় পরীক্ষার জন্য দাখিল করিতে হইবে এবং নমুনা পরীক্ষায় যথাযথ মান সম্পন্ন পাওয়া গেলে কৃষি মন্ত্রণালয় অনাপত্তিপত্র প্রদান করিবে;

(ঘ) কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তিপত্র ব্যাংকে দাখিল করা হইলে ব্যাংক ঋণপত্র খুলিবে; এবং

(ঙ) আমদানিকৃত গ্রাউন্ড রক ফসফেট কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত সংস্থায় পোস্ট ল্যান্ডিং ইন্সপেকশন করাইতে হইবে এবং পরীক্ষায় নমুনা সঠিক পাওয়া গেলে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের অনুমতি প্রদান করিবে।

(৭) **কীটনাশক এবং বালাইনাশক**—বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৪ নং আইন) এবং বালাই নাশক বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধান অনুযায়ী বালাই নাশকের আমদানিযোগ্যতা নির্ধারিত হইবে এবং কীটনাশক ও বালাইনাশক দ্রব্যাদি নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) আধার মজবুত এবং সমুদ্র পথে পরিবহণসহ উঠানো নামানোর সকল প্রকার ঝুঁকি প্রতিরোধ করিবার উপযোগী হইতে হইবে;

(খ) আধারের গায়ে অভ্যন্তরস্থ বস্তুর রাসায়নিক বা টেকনিক্যাল নাম লিখিত থাকিতে হইবে;

(গ) আধারের গায়ে বালাইনাশক (পেস্টিসাইডস) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ২৪ নং আইন) এবং বালাই নাশক বিধিমালা, ১৯৮৫ এর আলোকে লেবেলিং করিতে হইবে।

(৮) **পুরাতন কাপড়।**—কেবল নির্বাচিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক তাহাদের অনুকূলে প্রদত্ত পূর্বানুমতির ভিত্তিতে এবং নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পুরাতন কাপড় (এইচএস হেডিং ৬৩.০৯ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(ক) শুধুমাত্র কম্বল, সুয়েটার, লেডিস কার্ডিগ্যান, জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট, পুরুষের ট্রাউজার্স, সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট পুরাতন কাপড় হিসাবে আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) প্রত্যেক আমদানিকারকের হিস্যা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হইবে এবং উক্ত হিস্যার মধ্যে পুরাতন কাপড় আমদানির সর্বোচ্চ পরিমাণ নিচের টেবিলে সংশ্লিষ্ট পণ্যের বিপরীতে বর্ণিত ওজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে, যথা: —

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)
১.	কম্বল	১ (এক) মে. টন
২.	সুয়েটার	৩ (তিন) মে. টন
৩.	লেডিস কার্ডিগ্যান	৩ (তিন) মে. টন
৪.	জীপার জ্যাকেটসহ পুরুষের জ্যাকেট	৩ (তিন) মে. টন
৫.	পুরুষের ট্রাউজার	৩ (তিন) মে. টন
৬.	সিনথেটিক ও ব্লেন্ডেড কাপড়ের শার্ট	১ (এক) মে. টন

(গ) কোনো একজন আমদানিকারক উপরের টেবিলে বর্ণিত ৬ (ছয়) টি পণ্যের মধ্যে একাধিক পণ্য আমদানি করিতে চাহিলে সেইক্ষেত্রে তাহার প্রাপ্য ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকার সামগ্রিক হিস্যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলির মূল্যের আনুপাতিক হারে নিরূপিত ওজনের মধ্যেই সেইগুলির আমদানি সীমাবদ্ধ থাকিবে;

(ঘ) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক শর্তাদি উল্লেখপূর্বক পৃথকভাবে যথাসময়ে প্রধান নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হইবে এবং উক্ত গণবিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত আমদানিকারকগণ কর্তৃক পুরাতন কাপড় আমদানির জন্য ঋণপত্র খোলা যাইবে;

(ঙ) পুরাতন কাপড়ের সকল চালানের সহিত রপ্তানিকারক দেশের শিল্প ও বণিক সমিতি হইতে এই মর্মে একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট চালানের মধ্যে আমদানি নিষিদ্ধ কোনো পণ্য নাই;

(চ) পুরাতন কাপড়ের জন্য নিবন্ধিত বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ নির্বাচন প্রক্রিয়া বহির্ভূতভাবে পুরাতন কাপড় আমদানি করিতে পারিবে না;

(ছ) জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট জেলা কমিটি কর্তৃক মোট ৩ (তিন) হাজার আমদানিকারক প্রকাশ্য লটারির মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত জেলা কোটা অনুযায়ী নির্বাচন করা হইবে; এবং

(জ) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকগণ যাহাতে আমদানিকৃত পুরাতন কাপড় নিজ নিজ জেলায় লইয়া যায় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৯) **ঔষধ**—

(ক) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত আমদানিযোগ্য ঔষধের তালিকাভুক্ত ঔষধসমূহ এইচএস হেডিং ২৯.৩৫ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সালফোনামাইড, এইচএস হেডিং ২৯.৩৭ হইতে ২৯.৩৯ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ২৯.৪১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এন্টিবায়োটিকস, এইচএস হেডিং ৩০.০১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ৩০.০২ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য লাইভ ভ্যাকসিন (Live vaccine) সহ সকল পণ্য, এইচএস হেডিং ৩০.০৩ ও ৩০.০৪ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্বে অনুমোদন করাইয়া আমদানি করিতে হইবে এবং উক্ত অনুমোদনপত্রে ঔষধের পরিমাণ, ট্রেড নাম ও জেনেরিক নাম, মূল্য ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং উৎপাদনের তারিখ ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখ থাকিতে হইবে;

(খ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে অনুচ্ছেদ ২১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এবং অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯)(ক) তে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এইচএস হেডিং ২৯.৩৬ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল পণ্য এবং এইচএস হেডিং ৩৫.০৭ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য এনজাইমস ঔষধ আমদানিকারক ও ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিযোগ্য। এইচএস হেডিং ২৯.৩৬ এর আওতাধীন ভিটামিন এ এন্ড ডি (ফুড গ্রেড) অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে, তবে এইচএস হেডিং ৩৫.০৭ এর আওতাধীন এনজাইমস (ফুড গ্রেড) বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর পূর্বানুমোদনক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে;

(গ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে এবং এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) ও অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯)(ক) তে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে এইচএস হেডিং ৩০.০৫ এর এইচএস কোড ৩০০৫.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ব্যান্ডেজ (স্টেরাইল সার্জিক্যাল), এইচএস হেডিং ৩৮.২২ এর এইচএস কোড ৩৮২২.০০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য কম্পোজিট ডায়াগনস্টিকস (ইনভিভো), এইচএস হেডিং ৯০.১৮ এর এইচএস কোড ৯০১৮.৩১ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সিরিঞ্জ (ডিসপোজেবল নিডলসহ অথবা নিডল ছাড়া) ব্লিস্টার প্যাকে অথবা রিবন প্যাকে ও Sterile Prefill Glass Syringe, এইচএস হেডিং ৯০.১৮ এর অধীন এইচএস কোড ৯০১৮.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য ব্লাড ব্যাগস (স্টেরাইল) ফর ট্রান্সফিউশন এবং এইচএস হেডিং ৯০১৮.৩৯ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য Complete Infusion Set আমদানিযোগ্য;

(ঘ) ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতিক্রমে এবং অনুচ্ছেদ ২১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৫) ও অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৯)(ক) তে বর্ণিত শর্ত প্রতিপালন সাপেক্ষে এইচএস হেডিং ৩৯.২৬ এর অধীন এইচএস কোড ৩৯২৬.৯০ এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য পার্টস এন্ড ফিটিংস ফর ইনফিউশন সেট আমদানিযোগ্য।

(১০) **সিগারেট**—আমদানিযোগ্য সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে বাংলায় সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ "ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর" স্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকিতে হইবে, তবে বন্ডেড ওয়্যারহাউস কর্তৃক সিগারেট আমদানির ক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে উক্তরূপ সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ বাংলা ব্যতীত অন্য কোনো ভাষায় মুদ্রণ করা যাইবে।

(১১) **কম্পিউটার**—কম্পিউটার ব্যবসায় নিয়োজিত বিদেশি বাণিজ্যিক সংস্থা তাহাদের নিজস্ব (প্রোপাইটরি) পণ্য, অর্থাৎ নূতন কম্পিউটার ও উহার যন্ত্রাংশ এবং সরঞ্জামাদি ঋণপত্র খুলিয়া অথবা সরাসরি বিদেশে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবে, যথা: —

(ক) সফটওয়্যার (software) বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত বিধিবিধান অনুসরণ করিয়া সফটওয়্যার আমদানি কার্যক্রম সম্পাদন করা যাইবে; এবং

(খ) সফটওয়্যার (Software) বা সফটওয়্যার লাইসেন্স কোনো নিবন্ধিত আমদানিকারক (বাণিজ্যিক আমদানিকারক বা শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সেবা প্রদানকারী) কর্তৃক মিডিয়ার (magnetic media বা optical media) মাধ্যমে সফটওয়্যার বা সফটওয়্যার লাইসেন্স আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগের ছাড়পত্র সাপেক্ষে সংগঠনের সুপারিশক্রমে আমদানি নীতি আদেশ প্রথাগতভাবে অনুসৃত হইবে।

(১২) **স্বর্ণ ও রৌপ্য**—

(ক) **স্বর্ণ**— ''স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy), ২০১৮'' মোতাবেক স্বর্ণ (স্বর্ণবার ও স্বর্ণালঙ্কার) আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) **রৌপ্য**—Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এ প্রদত্ত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রৌপ্য আমদানি করা যাইবে।

(১৩) (ক) **গ্যাস সিলিন্ডার বা গ্যাসাধার**—বিস্ফোরক অধিদপ্তর হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ সাপেক্ষে গ্যাস সিলিন্ডার বা গ্যাসাধার আমদানি করা যাইবে;

(খ) **গ্যাস ইন সিলিন্ডার**- প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে গ্যাস ইন সিলিন্ডার (এইচএস হেডিং ২৭.০৫ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) আমদানি করা যাইবে।

(১৪) **পেট্রোলিয়াম তৈল ও বিটুমিনাস মিনারেল ক্রুড হইতে সংগৃহীত সকল তৈল**—বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক পেট্রোলিয়াম তৈল, বিটুমিনাস মিনারেল ক্রুড হইতে সংগৃহীত সকল তৈল (এইচএস হেডিং ২৭.০৯ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানিযোগ্য, তবে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে এবং বেসরকারি খাতের আমদানিকারককে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩নং আইন) অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর নিকট হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(১৫) **ইথাইলিন অক্সাইড গ্যাস**—

(ক) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় বা বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সুপারিশ মোতাবেক প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শকের পূর্বানুমতিক্রমে শিল্প প্রতিষ্ঠান (Bottling কারখানাসহ) কর্তৃক সিলিন্ডারে করিয়া বা বাল্ক আকারে (এইচএস হেডিং ২৭.০৯ এর এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) বাল্ক আকারে আমদানির পর সিলিন্ডারভুক্ত করিয়া Explosives Act, 1884 (Act. IV of 1884) ও তদধীন প্রণীত বিধিমালার আওতায় গৃহীত লাইসেন্সধারীদের নিকট বিক্রয়যোগ্য হইবে এবং উক্তরূপে বিক্রিত গ্যাসের বিক্রয়ের হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১৬) **পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য**—পেট্রোলিয়ামজাত সকল পণ্য ও লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানিযোগ্য হইবে, যথা: —

(ক) লিকুইড প্যারাফিন ব্যতীত পেট্রোলিয়ামজাত সকল পণ্য (এইচএস হেডিং ২৭.১০ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে, তবে মোটর গাড়ির ইঞ্জিনের জন্য অন্যূন এপিআইএসসি বা সিসি ইঞ্জিন অয়েল ২ (দুই) স্ট্রোক ইঞ্জিনের জন্য টিসি অথবা জেএএসও-এফবি গ্রেডের লুব্রিকেটিং অয়েলসহ সকল প্রকার ফিনিশড লুব্রিকেটিং অয়েল, গ্রীজ ও ট্রান্সফরমার অয়েল বেসরকারি পর্যায়েও আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) দফা (ক) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সকল প্রকার Base Oil (এইচএস কোড ২৭১০.১৯.২১) বেসরকারি লুব ব্লেন্ডিং প্লান্টসমূহ কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে, তবে Recycled Lube Base Oil ও Recycled Lube Oil (এইচএস কোড, যথাক্রমে, ২৭১০.১৯.২২ ও ২৭১০.১৯.৩২) আমদানি করা যাইবে না;

(গ) বেসরকারি খাতের আমদানিকারককে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে;

(ঘ) লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি), লিকুইফাইড প্রপেন ও বিউটেনস (এইচএস হেডিং ২৭.১১ এর এইচএস কোড ২৭১১.১১ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) বেসরকারি খাতে আমদানিযোগ্য, তবে বেসরকারি আমদানিকারককে এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর লাইসেন্স প্রাপ্ত হইতে হইবে;

(ঙ) বেসরকারি খাতে লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি) আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে; এবং

(চ) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে কনডেনসেট আমদানি করা যাইবে, যথা:-

(অ) কেবল অনুমোদিত ফ্রাকশনেশন প্লান্টের মালিকগণ নিজস্ব প্লান্টে ব্যবহারের জন্য চাহিদা অনুযায়ী কনডেনসেট আমদানি করিতে পারিবে;

(আ) প্রতিষ্ঠানটিকে Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act No. LXIX of 1974) অনুযায়ী বিপিসি'র সহিত চুক্তিবদ্ধ হইতে হইবে এবং উক্ত আইনানুযায়ী, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতৎ সম্পর্কিত বিধিবিধান আমদানিকারকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(ই) প্রতি বৎসর আমদানিতব্য কনডেনসেটের পরিমাণ ও কনডেনসেট হইতে উৎপাদিত পণ্যসমূহের আনুপাতিক হার সম্পর্কে পূর্বেই বিপিসি'র অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঈ) প্রতিটি চালানের পূর্বে আমদানিতব্য কনডেনসেটের পরিমাণ বিপিসিকে অবহিত করিয়া “কেবল চালুরত অবস্থায় নিজস্ব প্লান্টে ব্যবহারের জন্য কনডেনসেট আমদানি করা হইতেছে” এই মর্মে বিপিসি’র ন্যূনতম পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তার প্রত্যয়ন গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৭) **সকল প্রকার খেলনা পণ্য**—প্রতিটি খেলনা কোন্ বয়সের শিশুর জন্য প্রযোজ্য হইবে উহা খেলনার গায়ে অথবা প্যাকেটের গায়ে এমবুস করিয়া মুদ্রিত থাকিবে।

(১৮) **আলু বীজ**—নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি পালন করিয়া আলু বীজ (এইচএস হেডিং ০৭.০১ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করা যাইবে, যথা: —

(ক) আলুবীজ আমদানির নিমিত্ত উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত আমদানি অনুমতিপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে এলসি খুলিতে হইবে;

(খ) আমদানিকারককে আলুবীজ রপ্তানিকারক দেশের সরকারি সংস্থা প্রদত্ত উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র (Phytosanitary Certificate) রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষের দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে; এবং

(গ) আমদানিকৃত আলুবীজ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হইতে ছাড়করণের পূর্বে উহার **সংগ**নিরোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৯) **ধান বীজ**—নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি পালন সাপেক্ষে ধান বীজ (এইচএস হেডিং ১০.০৬ এর এইচএস কোড ১০০৬.১০ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) ধানবীজ আমদানির নিমিত্ত উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত আমদানি অনুমতিপত্র গ্রহণ সাপেক্ষে এলসি খুলিতে হইবে;

(খ) আমদানিকারককে রপ্তানিকারক দেশের সরকার অনুমোদিত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত উদ্ভিদ সংগনিরোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র এবং ধানবীজ রপ্তানিকারক দেশের সরকারি সংস্থা কর্তৃক উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র (Phytosanitary Certificate) রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির সঙ্গে দাখিল করিতে হইবে;

(গ) হাইব্রিড ধানবীজ আমদানির ক্ষেত্রে Phytosanitary Certificate এ Hot Water Treatment ও অনুমোদিত বালাইনাশক দ্বারা বীজ শোধন করা হইয়াছে এই মর্মে উল্লেখ থাকিতে হইবে; এবং

(ঘ) আমদানিকৃত ধানবীজ কাস্টমস কর্তৃপক্ষ হইতে ছাড়করণের পূর্বে উদ্ভিদ সংগনিরোধ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষ হইতে গ্রহণ করিতে হইবে।

(২০) **কয়লা ও পাথুরে কয়লা (হার্ড কোক)** —(এইচএস হেডিং ২৭.০১ ও ২৭.০৪ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতে কয়লা ও হার্ড কোক (পাথুরে কয়লা) আমদানির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে এই মর্মে প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে যে, পণ্যের ঘোষিত পরিমাণ, মাপ ও গুণগতমান যথাযথ রহিয়াছে এবং পণ্যে সালফারের পরিমাণ শতকরা ৩ (তিন) ভাগ এর অধিক নাই।

(২১) **এমএস বিলেট**—কেবল উত্তম মানের (প্রাইম কোয়ালিটি) এমএস বিলেট (এইচএস হেডিং ৭২.০৭ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) অর্থের উৎস নির্বিশেষে আমদানি করা যাইবে, তবে জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শন সাপেক্ষে এমএস বিলেট আমদানিযোগ্য হইবে এবং প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট মালামাল খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২২) **বয়লার**—বয়লারের (এইচএস হেডিং ৮৪.০২ ও ৮৪.০৪ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) গুণগত মান সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্রের ভিত্তিতে বয়লার আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৩) **পরিমাপক যন্ত্র**— (এইচএস হেডিং ৮৪.২৩ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) মেট্রিক পদ্ধতির উল্লেখ ব্যতীত প্রস্তুতকৃত ওজন পরিমাপক, মাপিবার যন্ত্রপাতি [যথা- সকল ধরনের ওয়েইং স্কেল, দৈর্ঘ্য মাপক (কাঠের স্কেল, কাপড় মাপার জন্য দর্জিদের কাজে ব্যবহৃত ফ্লেক্সিবল টেপ, সেপ কাঠ, লোড সেল ইত্যাদি)] ও উহাদের যন্ত্রাংশ (সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায়) আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক বা ডিলারগণকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এ নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২৪) **ওজন ও বাটখারা**—(এইচএস হেডিং ৯০.১৬ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) মেট্রিক পদ্ধতির উল্লেখ ব্যতীত প্রস্তুতকৃত ওজন পরিমাপক (বুরেট, পিপেট, বিকার, মেজারিং ফ্লাক্স, মেজারিং সিলিন্ডার ইত্যাদি) মাপিবার যন্ত্র (থার্মোমিটার, প্রেশার গেজ, টেক্সিমিটার, ওয়াটার মিটার ইত্যাদি) ও বাটখারা আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকারক বা ডিলারগণকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) এ নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২৫) **সমুদ্রগামী জাহাজ, অয়েল ট্যাংকার ও মৎস্য ট্রলার**—সমুদ্রগামী জাহাজ, অয়েল ট্যাংকার ও মৎস্য ট্রলার (এইচএস হেডিং ৮৯.০১ ও ৮৯.০২ এবং উহাদের বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইলে আমদানিযোগ্য হইবে না, তবে আন্তর্জাতিক ক্লাসিফিকেশন সোসাইটি কর্তৃক প্রদত্ত ফিটনেস সনদ সাপেক্ষে যে কোনো বয়স সীমার আন্তর্জাতিক যাত্রীবাহী ক্রুজ জাহাজ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে আমদানি করিতে পারিবে।

(২৬) **যুদ্ধ জাহাজ**—সকল প্রকার যুদ্ধ জাহাজ (নূতন এবং পুরাতন উভয়েই) (এইচএস হেডিং ৮৯.০৬ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) কেবল প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৭) **স্ক্র্যাপ ভেসেল**—স্ক্র্যাপ ভেসেল (এইচএস হেডিং ৮৯.০৮) আমদানির ক্ষেত্রে শিপিং ডকুমেন্টের সহিত ''জাহাজে ইনবিল্ট দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্য কোনো বিষাক্ত বা বিপজ্জনক বর্জ্য পরিবহন করা হইতেছে না'' মর্মে সর্বশেষ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বা মালিকের প্রত্যয়নপত্র এবং আমদানিকারকের ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জাহাজ ভাঙ্গার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন), বাংলাদেশ জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৮ নং আইন) এবং এতৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন ও বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২৮) **তরবারি ও বেয়োনেটসহ সকল পণ্য**—তরবারি ও বেয়োনেটসহ সকল পণ্য (এইচএস হেডিং ৯৩.০৭ এবং উহার বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সকল এইচএস কোড) কেবল ব্যবহারকারী সংস্থাসমূহ কর্তৃক পোষক বা প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে।

(২৯) **প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য, উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ পণ্য এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য**—প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য, উদ্ভিদ ও উদ্ভিজ পণ্য এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টাইন শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানিতে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য **সংগ**নিরোধ আইন, ২০০৫ এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য **সংগ**নিরোধ আইন, ২০১৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৩০) **টায়ার কর্ড ফেব্রিক্স**—মাছ ধরার জাল প্রস্তুতের উপযোগী সেকেন্ডারি কোয়ালিটির টায়ার কর্ড ফেব্রিক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবাধে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩১) **পরিশোধিত এডিবল অয়েল**—পরিশোধিত এডিবল অয়েল নিম্নবর্ণিত শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা: —

(ক) পরিশোধিত এডিবল অয়েল বাল্ক আকারে, পরিশোধিত এডিবল অয়েল বহনকারী ট্যাংকারেই আমদানি করিতে হইবে;

(খ) উক্ত পণ্য খালাসের পর পরিশোধিত এডিবল অয়েল সংরক্ষণ উপযোগী ট্যাংক টার্মিনালে সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে উক্ত পণ্য দেশের অভ্যন্তরে পরিবহণ বা সরবরাহ করিবার সময় উহা অবশ্যই পরিশোধিত এডিবল অয়েল বহনকারী ট্যাংকারে বা নূতন কনটেইনারে পরিবহণ বা সরবরাহ করিতে হইবে;

(গ) আমদানিতব্য পরিশোধিত এডিবল অয়েল রপ্তানিকারক দেশের স্ট্যান্ডার্ডস মান সম্পন্ন এবং বাংলাদেশের বিএসটিআই মান সম্পন্ন হইতে হইবে এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে উভয় দেশের কর্তৃপক্ষের বৈধ সনদপত্র পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(ঘ) ড্রাম বা বোতল বা কনটেইনারে আমদানির ক্ষেত্রে উহাদের গায়ে পণ্য উৎপাদন ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লিখিত থাকিতে হইবে; এবং

(ঙ) অনুচ্ছেদ ২৩ (মানুষের খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাদি) এর বিধানাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে।

(৩২) **মুরগির বাচ্চা**—কেবল ১ (এক) দিনের মুরগির বাচ্চা (এইচএস হেডিং ০১.০৫) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) আমদানিতব্য মুরগির বাচ্চা সংক্রামক ব্যাধিমুক্ত এই মর্মে রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র থাকিতে হইবে;

(খ) রপ্তানিকারক দেশ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত এই মর্মে World Organization for Animal Health (OIE) এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সর্বশেষ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা মুক্ত সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করিতে হইবে; এবং

(গ) আমদানিকারককে অবশ্যই ঋণপত্র খুলিবার সময় তাহার হ্যাচারি বা ব্রিডার ফার্ম রহিয়াছে এই মর্মে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ব্যাংকে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৩৩) **হাঁস-মুরগি ও পাখির ডিম**—হাঁস-মুরগি ও পাখির ডিম (এইচএস হেডিং ০৪.০৭ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানি করা যাইবে, যথা:—

(ক) এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু মুক্ত দেশ হইতে সীমিত আকারে ডিম আমদানি করা যাইবে; এবং

(খ) আমদানিকৃত ডিমের প্রতিটি চালানের জন্য রপ্তানিকারক দেশের সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু ভাইরাস ও ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মুক্ত মর্মে সনদ থাকিতে হইবে।

(৩৪) **গবাদিপশুর হিমায়িত সীমেন** (এইচএস হেডিং ০৫.১১ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য)—

(ক) গবাদিপশুর হিমায়িত সীমেন ও এমব্রায়ো (Embryo), ফ্রিজিয়ান, ফ্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল, শাহিওয়াল ক্রস, ফ্রিজিয়ান-শাহিওয়াল ক্রস, এএফএস, এএফএস ক্রস জাতের গবাদি পশুর হিমায়িত সীমেন (ডিপ ফ্রোজেন সীমেন) ব্যতীত অন্যান্য গরুর সীমেন আমদানি নিষিদ্ধ:

তবে শর্ত থাকে যে,ফ্রিজিয়ান, ফ্রিজিয়ান ক্রস, শাহিওয়াল, শাহিওয়াল ক্রস, ফ্রিজিয়ান-শাহিওয়াল ক্রস, এএফএস, এএফএস ক্রস, ব্রামাহ (Bramah), Murrah, Nilliravi এবং Mediterannean মহিষের জাতের গবাদি পশুর হিমায়িত সীমেন (ডিপ ফ্রোজেন সীমেন), এমব্রায়ো (Embryo) আমদানি করা যাইবে;

(খ) দফা (ক) তে বর্ণিত সীমেনের জাত এবং উহা সংক্রামক ও যৌনব্যাধিমুক্ত এবং রপ্তানিকারক দেশ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) মুক্ত, এই মর্মে উক্ত দেশের যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সনদপত্র থাকিতে হইবে এবং সিমেন (ডিপ ফ্রোজেন সিমেন) ও এমব্রায়ো (Embryo) বন্দরে পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার অনুমোদিত পরীক্ষাগারে সিমেন ও এমব্রায়ো এর গুণগত মান পরীক্ষা করাইতে হইবে।

(৩৫) **ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল)**—ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড) ব্যতীত এ জাতীয় সকল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ:

তবে শর্ত থাকে যে, কেবল ইথানল (ইথাইল এ্যালকোহল) এনালার গ্রেড (আনডিনেচার্ড) স্বীকৃত ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমতি ও নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩৬) **সাউন্ড ট্র্যাকসহ বা ট্র্যাক ছাড়া চলচ্চিত্র**—

(ক) ইংরেজি ভাষায় প্রস্তুতকৃত চলচ্চিত্র কোনো প্রকার সাবটাইটেল ব্যতীত এবং উপমহাদেশীয় ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় প্রস্তুতকৃত চলচ্চিত্র বাংলা অথবা ইংরেজি সাবটাইটেলসহ তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে;

(খ) উপমহাদেশীয় ভাষায় প্রস্তুতকৃত কোনো চলচ্চিত্র ছায়াছবি, সাবটাইটেলসহ বা সাবটাইটেল ব্যতীত আমদানি করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এফডিসি এর সুনির্দিষ্ট সুপারিশের ভিত্তিতে যৌথ প্রযোজনায় তৈরি ছায়াছবির প্রিন্ট নেগেটিভ আমদানি বা রপ্তানির জন্য প্রয়োজন অনুসারে আমদানি বা রপ্তানি পারমিট প্রদান করা যাইবে;

(গ) বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র SAFTA ভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানির বিপরীতে সমান সংখ্যক চলচ্চিত্র তথ্য মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দেশ হইতে আমদানি করা যাইবে;

(ঘ) সকল চলচ্চিত্র আমদানি চলচ্চিত্র সার্টিফিকেশন বা সেন্সর বিধি সাপেক্ষে হইবে।

ব্যাখ্যা—দফা (ক) এবং (খ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে "উপমহাদেশীয় ভাষা" অর্থ পাক-ভারত উপমহাদেশে (Indo-Pak Subcontinent) প্রচলিত যে কোনো ভাষা।

(৩৭) **পুরাতন, রিকন্ডিশন্ড ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স**—

(ক) বাস, ট্রাক, কার, মিনিবাস ও মাইক্রোবাসের পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য, তবে এইরূপ ইঞ্জিন ও গিয়ার বক্স আমদানির ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল কমপক্ষে ৭ (সাত) বৎসর রহিয়াছে মর্মে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রত্যয়নপত্র পণ্যাদি খালাসের সময় কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;

(খ) কোস্টার, লঞ্চ, স্বয়ং চালিত বার্জ এবং এই ধরনের অন্যান্য জলযানে ব্যবহার্য ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) অশ্ব শক্তির অধিক শক্তি সম্পন্ন সেকেন্ডহ্যান্ড বা রিকন্ডিশন্ড বা মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩৮) **টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার যন্ত্রপাতি**—

(ক) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে বেতার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহারের অনুমতি সাপেক্ষে এবং উক্ত ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্যবহৃতব্য বেতার যন্ত্রপাতি আমদানির অনাপত্তি সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বেসরকারি টেলিভিশন এবং বেসরকারি রেডিও কর্তৃক রেডিও ট্রান্সমিটার ও ট্রান্সরিসিভার ওয়্যারলেস ইকুইপমেন্ট, ওয়াকিটকি এবং সাউন্ড রেকর্ডার বা রিপ্রডিউসারসহ অন্যান্য রেডিও ব্রডকাস্ট রিসিভার আমদানিযোগ্য হইবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র এবং বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন এর অনাপত্তির ভিত্তিতে এই উপ-অনুচ্ছেদের দফা (ক) এ বর্ণিত সরকারি সংস্থা ছাড়াও অন্যান্য সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি খাতে দফা (ক) এ বর্ণিত পণ্যাদি আমদানিযোগ্য হইবে;

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন হইতে আমদানির অনাপত্তি সাপেক্ষে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক অন্যান্য টেলিযোগাযোগ যন্ত্রাদি আমদানিযোগ্য হইবে।

(৩৯) **রেডিও নেভিগেশনাল এইড এ্যাপারেটাস, রাডার এ্যাপারেটাস এবং রেডিও রিমোট কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস**—রেডিও নেভিগেশনাল এইড এ্যাপারেটাস, রাডার এ্যাপারেটাস এবং রেডিও রিমোট কন্ট্রোল এ্যাপারেটাস পোষক মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের ভিত্তিতে ব্যবহারকারী এজেন্সি কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(৪০) **ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান**—ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানসহ সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(৪১) **সমরাস্ত্র**—সমরাস্ত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকল পণ্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য হইবে।

(৪২) **কম্ব্যাট কাপড়**—কেবল প্রতিরক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা কর্তৃক কম্ব্যাট কাপড় আমদানিযোগ্য হইবে।

(৪৩) **ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য**—ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উক্ত দ্রব্য সংবলিত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ অনুসরণ এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪৪) **উড প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস বা যন্ত্রপাতি**—উড প্যাকিং ম্যাটেরিয়ালস বা যন্ত্রপাতিসহ এতৎসংক্রান্ত পণ্য আমদানিতে কাঠ বা কাঠ জাতীয় দ্রব্যাদি যাহা প্যাকিং ম্যাটেরিয়াল হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহা আমদানির ক্ষেত্রে IPPC (International Plant Protection Convention) এর ISPM-15 (International Sanitary and Phytosanitary Measures-15) নীতি অনুসরণে রপ্তানিকারক দেশের সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক কাঠ ও কাঠ জাতীয় দ্রব্য Heat Treatment দ্বারা জীবাণুমুক্ত করিয়া উহার Phytosanitary Certificate (উদ্ভিদ স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র) রপ্তানি সংক্রান্ত দলিলাদির সহিত আমদানিকারককে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ সংগনিরোধ কর্তৃপক্ষের নিকট ছাড়পত্রের জন্য দাখিল করিতে হইবে।

(৪৫) **লবণ**—লবন আমদানির ক্ষেত্রে আয়োডিনযুক্ত লবণ আইন, ২০২১ (২০২১ সনের ৮ নং আইন) এর ধারা ২১ এর অধীন নিবন্ধন গ্রহণ ব্যতিত লবণ আমদানি করা যাইবে না এবং সাধারণ লবণ (এইচএস হেডিং ২৫.০১) (পরিশোধিত বা বোল্ডার বা অন্যবিধ) আমদানিযোগ্য হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী লবণ উৎপাদন না হইলে কিংবা দেশে লবণের ঘাটতি দেখা দিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সুপারিশক্রমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সাধারণ লবণ আমদানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) এর FIRST SCHEDULE এর Chapter 28 ও 29 এর আওতাভুক্ত কেমিক্যাল প্রোডাক্টস উৎপাদনকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান (সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অন্যবিধ কোনো লবণ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত) কর্তৃক সংশ্লিষ্ট শিল্পের মৌলিক কাঁচামাল হিসাবে এবং ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের অনুমোদিত ব্লকলিস্ট অনুযায়ী স্বীকৃত ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লবণ আমদানি করা যাইবে;

(গ) পোষক কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে কস্টিক সোডা ও ক্লোরিন উৎপাদনে ব্যবহৃত ওয়াশড সল্ট উৎপাদনকারী ওয়াশারী প্লান্টের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ লবণ আমদানি করিতে পারিবে;

(ঘ) শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে প্রকৃত ব্যবহারকারী স্বীকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার আমদানি স্বত্ব অনুসারে বিট লবণ (এইচএস কোড ২৫০১.০০ এর অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য) আমদানি করা যাইবে;

(ঙ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) তে বর্ণিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে লবণ আমদানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পাদনপূর্বক আমদানিকৃত সোডিয়াম সালফেট জাতীয় লবণ দ্রুততম সময়ে ছাড়যোগ্য হইবে এবং সকল ধরনের লবণ (ভোজ্য লবণ, শিল্প লবণ, বিট লবণসহ অন্যান্য লবণ) আমদানির কনসাইনমেন্টের ব্যবহার ও স্টকের হিসাব সংশ্লিষ্ট পোষক কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৪৬) **কাঁচাতুলা**—আমেরিকান কটন অর্থাৎ, Western Hemisphere এলাকায় উৎপাদিত এবং প্যাকিংকৃত সকল কাঁচাতুলা আমদানির ক্ষেত্রে ফিউমিগেশন বাধ্যতামূলক।

(৪৭) **রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন এ তালিকাভুক্ত কেমিক্যালসমূহ**—এই আদেশের পরিশিষ্ট-৩ এ বর্ণিত কেমিক্যালসমূহ, রাসায়নিক অস্ত্র (নিষিদ্ধকরণ) আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৭ নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত তালিকাভুক্তিকরণ বিধিমালা, ২০১০ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে আমদানি করা যাইবে।

(৪৮) (ক) **বিএসটিআই কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ মান প্রতিপালন।**—এই আদেশের পরিশিষ্ট-৪ এ বর্ণিত পণ্যসমূহ উহাদের নামের বিপরীতে বর্ণিত বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনুযায়ী বাজারজাতকরণের জন্য পণ্যের আমদানির ক্ষেত্রে মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে, তবে সরকার, প্রয়োজনে, এই তালিকা সময় সময়, পরিবর্তন করিতে পারিবে, যথা: —

(অ) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট পণ্যের এক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট প্রদান করিবে না সেইক্ষেত্রে চালানভিত্তিক আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা বিএসটিআই অথবা সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত পরীক্ষার রিপোর্ট সম্বলিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের মান উত্তীর্ণের প্রত্যয়নপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল সাপেক্ষে পণ্য খালাস করা যাইবে;

(আ) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক সংশ্লিষ্ট পণ্যের এক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি কর্তৃক ইস্যুকৃত সংশ্লিষ্ট বিডিএস মান অনুযায়ী সার্টিফিকেট প্রদান করিবে সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আমদানিকৃত পণ্যটি বিনা পরীক্ষায় ছাড় করা যাইবে, তবে এই সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে দৈব চয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক চালান পরীক্ষা করিতে হইবে;

(ই) যেক্ষেত্রে রপ্তানিকারক বিডিএস মান অনুযায়ী বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট বিভাগ হইতে সিএম লাইসেন্স গ্রহণ করিয়াছে সেইক্ষেত্রে বিনা পরীক্ষায় পণ্য ছাড় করা হইবে, তবে এই সকল ক্ষেত্রেও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল হিসাবে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত সংখ্যক চালান পরীক্ষা করিতে হইবে;

(খ) এইচএস হেডিং ৭০১৩ এর অন্তর্ভুক্ত পাইরেক্স ও গ্লাসওয়্যার দ্রব্যাদি আমদানির ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহারের উপযোগী মর্মে রপ্তানিকারক দেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত স্বাস্থ্য সনদপত্র কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সরকারি খাতের আমদানিকারকগণ কর্তৃক আমদানি

২৬। **সরকারি খাতে আমদানি।**—(১) সরকার কর্তৃক সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ আমদানি লাইসেন্স বা পারমিট ব্যতিরেকে পণ্য আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে উদ্ভিদ সংগনিরোধ আইন, ২০১১ অনুযায়ী উদ্ভিদ সংগনিরোধ এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত পণ্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০০5 এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে মৎস্য সঙ্গানিরোধ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) **সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে আমদানি**—সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুনির্দিষ্ট বরাদ্দের বিপরীতে সকল সরকারি সংস্থা, কর্পোরেশন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আমদানিযোগ্য পণ্য আমদানি করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে উক্ত সকল যোগ্য আমদানিকারকগণ তাহাদের অনুকূলে বরাদ্দের মাধ্যমে বা উপ-বরাদ্দের মাধ্যমে কোনো আমদানি লাইসেন্স ব্যতিরেকেই সরাসরি তাহাদের মনোনীত ব্যাংকের মাধ্যমে আমদানিযোগ্য পণ্যের জন্য ঋণপত্র খুলিতে পারিবেন।

(৩) **শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কর্তৃক সরকারি বরাদ্দের বিপরীতে আমদানি**—বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থান সাপেক্ষে সরকারি বরাদ্দের বিপরীতে আমদানির জন্য সরকারি খাতের সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অনুকূলে উহাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আনুপাতিক হারে অর্থ বরাদ্দ করা যাইতে পারে এইরূপ সরকারি আমদানিকারকগণ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত সকল পণ্য উহাদের সামগ্রিক বরাদ্দের মধ্যে যে কোনো অনুপাতে আমদানি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, তাহারা উহাদের আমদানিকৃত মালামাল কোনো অবস্থাতেই অপ্রক্রিয়াজাত অবস্থায় বিক্রয়, হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৪) **নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় অনুমোদিত আমদানি**—সরকারি খাতের আমদানিকারকগণ সরকারি বরাদ্দের অতিরিক্ত নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় আমদানিযোগ্য যে কোনো পণ্য আমদানি করিতে পারিবে।

(৫) **সরকারি খাতে আমদানি নিবন্ধন সনদের প্রয়োজনীয়তা**—সরকারি খাতের আমদানিকারকগণের ক্ষেত্রে আমদানি নিবন্ধন সনদের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) **সিএডি এর ভিত্তিতে আমদানি**—বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারি সংস্থাসমূহ "ক্যাশ এগেইনস্ট ডেলিভারি (সিএডি)" এর ভিত্তিতে আমদানি করিতে পারিবে।

(৭) **সরকারি ক্রয় এর আওতায় সরকারি ক্রয়কারী কর্তৃক পণ্য আমদানি**—সরকারি সংস্থা কর্তৃক পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিতে হইবে, যথা:

(ক) পণ্য আমদানির জন্য ঋণপত্র খুলিবার ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণে সম্পাদিত চুক্তি অনুসৃত হইবে; এবং

(খ) নগদ অর্থ এবং শর্তযুক্ত ঋণ অথবা অনুদানের অধীনে পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে নিবন্ধন প্রাপ্ত ইনডেন্টর বা বিদেশি সরবরাহকারীর নিকট হইতে ঋণচুক্তির শর্তানুসারে দরপত্র গ্রহণ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিজস্ব পণ্য (প্রোপ্রাইটরি আইটেম) আমদানির ক্ষেত্রে বা চালান মূল্য ১ (এক) লক্ষ টাকার নিম্নে হইলে এই শর্ত প্রযোজ্য হইবে না।

(৮) **জাহাজীকরণের পূর্বে মালামাল পরিদর্শন**—যে সকল ক্ষেত্রে একটি মাত্র পণ্যের মূল্য ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বা উহার অধিক সেই সকল ক্ষেত্রে আমদানিকারক সংস্থা জাহাজীকরণের পূর্বে মালামাল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করাইবেন।

(৯) জাহাজীকরণের পূর্বে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান দ্বারা পণ্য পরিদর্শন করাইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি সংস্থা কর্তৃক আমদানিকৃত মালামাল প্রাক-পরিদর্শন সনদ ছাড়াই ছাড় করানো যাইবে, যদি আমদানিকারক সংস্থার প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় এই মর্মে প্রত্যয়ন করে যে, মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রাক-পরিদর্শনের শর্ত সংশ্লিষ্ট আমদানির ক্ষেত্রে শিথিল করা হইয়াছে অথবা কোনো একটি নির্দিষ্ট চালানের ক্ষেত্রে প্রাক-পরিদর্শন প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

(১০) **ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) কর্তৃক আমদানি**—টিসিবি যে কোন আমদানিযোগ্য পণ্য, অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে অনুমোদিত পরিমাণ নিষিদ্ধ বা শর্তযুক্ত পণ্য আমদানি করিতে পারিবে এবং টিসিবি এই আদেশে প্রদত্ত শিল্প ও বাণিজ্যিক আমদানি সংক্রান্ত সকল সুবিধা ভোগ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

ইম্পোর্ট ট্রেড কন্ট্রোল (আইটিসি) কমিটি

২৭। আইটিসি কমিটি।—(১) আমদানিকারক এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমদানিকৃত পণ্যের আইটেমের শ্রেণিবিন্যাস অথবা বিবরণ সম্পর্কে কোন বিরোধের ক্ষেত্রে, আমদানিকারক চট্টগ্রাম, ঢাকা, খুলনা, বেনাপোল এবং সিলেটে গঠিত সংশ্লিষ্ট স্থানীয় আইটিসি কমিটির নিকট বিষয়টি ন্যায়সংগত নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) প্রধান নিয়ন্ত্রক, স্থানীয় শিল্প ও বণিক সমিতি এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি সমন্বয়ে স্থানীয় আইটিসি কমিটি গঠিত হইবে এবং আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তরের প্রতিনিধি এই কমিটির প্রধান হইবেন।

(৩) বিশেষ কোনো শ্রেণির পণ্য সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন থাকিলে ঐ শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী সংশ্লিষ্ট পেশাভিত্তিক সমিতির প্রতিনিধিকে স্থানীয় আইটিসি কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে।

(৪) স্থানীয় আইটিসি কমিটিতে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারককে তাহার বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত কমিটি কর্তৃক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

(৫) আমদানিকারক স্থানীয় আইটিসি কমিটির সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে প্রধান নিয়ন্ত্রকের সভাপতিত্বে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সংশ্লিষ্ট পোষক ও ফেডারেশন অব চেম্বারস অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় আইটিসি কমিটির বরাবরে আপিল করিতে পারিবেন।

(৬) আমদানিকারক আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হইলে Review, Appeal and Revision Order 1977 এর বিধান অনুসারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের নিকট রিভিশন আবেদন করিতে পারিবেন।

(৭) আপিল আবেদন ছাড়াও প্রধান নিয়ন্ত্রক আইটিসি সম্পর্কিত যে কোনো কেস, প্রয়োজনে, কেন্দ্রীয় আইটিসি কমিটির নিকট উপস্থাপন করিতে পারিবেন।

পরিশিষ্ট-১

নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকা

‘ক’ অংশ

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ ও বিধান	এইচ এস হেডিং	এইচএস কোড
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	আফিম আমদানি নিষিদ্ধ, তবে আগরআগর ও পেকটিন ব্যতীত সকল পণ্য ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এবং ঔষধ শিল্প ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের জন্য আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পোষক বা মন্ত্রণালয় বা সংস্থা এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।	১৩.০২	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড
২.	(ক) নিজস্ব শিল্প কারখানা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য ফার্নেস অয়েল আমদানির ক্ষেত্রে- (১) Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতৎসম্পর্কিত বিধিবিধান আমদানিকারকগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে; (২) আমদানিতব্য ফার্নেস অয়েলের পরিমাণ ও গুণগতমান আমদানিকারক কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে প্রতি মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে; (৩) আমদানিকারককে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিস্ফোরক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। (খ) অন্যান্য ব্যবহারকারীদের নিকট বিক্রয় বা বিপণনের জন্য আমদানির ক্ষেত্রে— (১) Bangladesh Petroleum Act, 1974 (Act LXIX of 1974) এর বিধান অনুসারে এতৎবিষয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে এবং, সময় সময়, সরকার কর্তৃক জারিকৃত এতৎসম্পর্কিত বিধিবিধান প্রযোজ্য হইবে;	২৭.১০	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২.	(২) বিক্রিতব্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের গুণগতমান বিএসটিআই এর স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইতে হইবে; (৩) আমদানিকারককে ফার্নেস অয়েল সংগ্রহ, মওজুদ ও বিপণনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; (৪) বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন ও বিএসটিআই এর প্রতিনিধি বিক্রিতব্য পণ্যের গুণগতমান পরীক্ষার জন্য যে কোনো সময়ে আমদানিকারকের যে কোনো স্থাপনা পরিদর্শন করিতে পারিবে; (৫) আমদানিকৃত ফার্নেস অয়েল বাজার মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে; (৬ আমদানিকারককে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিস্ফোরক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স সংগ্রহ করিতে হইবে; (৭) কেবল ফার্নেস অয়েল ব্যবহারকারী শিল্প কারখানার নিকট সরাসরি ফার্নেস অয়েল বিক্রয় করিতে হইবে; এবং (৮ মাসিক আমদানিকৃত এবং বিপণনকৃত ফার্নেস অয়েলের পরিমাণ ও গুনগতমান উল্লেখপূর্বক প্রতি মাসের ৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে হইবে।		
৩.	পেট্রোলিয়াম বিটুমিন আমদানির ক্ষেত্রে এইচএস কোড ২৭১৩.২০ এর পণ্য খালাসের পূর্বে ইহার গুণগতমান বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডসস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট (বিএসটিআই) বা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বা ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড হইতে পরীক্ষা করাইতে হইবে।	২৭.১৩	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪.	হেপ্টাক্লোর-৪০, ডব্লিউপি, ডিডিটি, ডাইক্রোটোপস জেনেরিক নামে বাইড্রিন ব্রান্ড, মিথাইল ব্রোমাইড, ক্লোরেডেন-৪০ ডব্লিউপি এবং ডায়েলড্রিন নামক কীটনাশকসমূহ আমদানি নিষিদ্ধ, তবে এই এইচএস হেডিং এর বিপরীতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য অন্যান্য পণ্যসমূহ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য: (ক) এই আদেশের অনুচ্ছেদ ২৫ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৭) এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য; (খ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সার্টিফিকেট ও নিশ্চয়তা প্রদানের ভিত্তিতে কেবল জনস্বাস্থ্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের ডেলট্রামেথ্রিন আমদানি করা যাইবে; (গ) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড গ্রুপের কীটনাশক আমদানি করা যাইবে- (১) yhalothrin, (২) Cypermethrin, (৩) Cyfluthrin, (৪) Fenvelarate, (৫) Alpha Cypermethrin, (৬) Es-Fenvalerate, (৭) Deltamethrin (৮) Danitol 1 EC (Fenpropathrin): তবে শর্ত থাকে যে, (অ) আমদানিকৃত কীটনাশকের বিবরণ অবশ্যই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে প্রদান করিতে হইবে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উহার ব্যবহার মনিটর করিবে; (আ) বালাই নাশক বিধিমালা, ১৯৮৫ মোতাবেক অনুমোদিত মাত্রা অনুযায়ী উহা ব্যবহার করিতে হইবে।	৩৮.০৮	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৫.	৪.৫ সেন্টিমিটার এর কম ব্যাস বা দৈর্ঘ্যের ফাঁস বিশিষ্ট মাছ ধরার জাল তথা কারেন্ট জাল (গীলনেট) আমদানি নিষিদ্ধ, তবে ৪.৫ সেন্টিমিটার এবং তদূর্ধ্ব ফাঁস বিশিষ্ট জাল (কেবল ডীপ সি ফিশিং নৌযান কর্তৃক ব্যবহৃত) সামুদ্রিক মৎস্য (Marine Fisheries) আইন, ২০২০ এর আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পূর্বানুমোদনক্রমে আমদানিযোগ্য হইবে এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রতি বৎসর ট্রলার প্রতি ১ (এক) জন আমদানিকারককে ৪.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের ফাঁস বিশিষ্ট জালের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৮ (আট) ব্যাগ/স্যাক পর্যন্ত আমদানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।	৫৬.০৮	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড
৬.	(ক) যে কোনো সিসি এর মোটর কার, মাইক্রোবাস, মিনিবাস, জীপসহ অন্যান্য পুরাতন যানবাহন এবং ট্রাক্টর নিম্নবর্ণিত শর্তে আমদানিযোগ্য, যথা:- (অ) জাহাজীকরণ করিবার ক্ষেত্রে কোনো যানবাহনই ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না; (আ) যে দেশে গাড়ি তৈয়ারি হইয়াছে কেবল সে দেশ (কান্ট্রি অব অরিজিন) হইতেই পুরাতন গাড়ি আমদানি করা যাইবে এবং তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে পুরাতন গাড়ি আমদানি করা যাইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পুরাতন গাড়ি তৃতীয় কোনো দেশে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি ভিন্ন অন্য কোনো পুরাতন বা রিকন্ডিশন্ড গাড়ি তৃতীয় কোনো দেশ হইতে আমদানি করা যাইবে না এবং তৃতীয় কোনো দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে, যে দেশে গাড়িটি ব্যবহার করা হইয়াছে (কান্ট্রি অব ইউজ) সে দেশে গাড়িটির রেজিস্ট্রেশন সনদ এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিলের সনদ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে;	৮৭.০১ হইতে ৮৭.০৪	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

(১)	(২)	(৩)	(৪)
	(ই) জাপান হইতে পুরাতন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে জাপান অটো এ্যাপ্রেইজাল ইনস্টিটিউট (জেএএআই) ও অন্যান্য দেশে প্রস্তুতকৃত পুরাতন গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীকৃত অটোমোবাইল এসোসিয়েশন কর্তৃক গাড়ির বয়স, মডেল নম্বর এবং চেসিস নম্বর উল্লিখিত সংবলিত প্রত্যয়নপত্র শুল্কায়ন পর্যায়ে দাখিল করিতে হইবে;		
	(ঈ) আমদানিকৃত পুরাতন গাড়ি প্রস্তুতের তারিখ বা বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গাড়ির চেসিস প্রস্তুতের তারিখের পরবর্তী বৎসরের প্রথম দিন হইতে গাড়ি প্রস্তুতের তারিখ বা বয়স গণনা শুরু করিতে হইবে;		
	(উ) জাপান হইতে গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে জাপান অটোমোবাইল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চেসিস বুক এবং অন্যান্য দেশ হইতে আমদানির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অটোমোবাইল এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত চেসিস বুক পরীক্ষা করিয়া গাড়ি তৈরির তারিখ নির্ধারিত হইবে। যে সকল দেশ হইতে চেসিস বুক প্রকাশিত হয় না সে সকল দেশ হইতে পুরাতন গাড়ি বা যানবাহন আমদানি করা যাইবে না;		
	(ঊ) পেট্রোল চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার এবং ডিজেল চালিত গাড়ির ক্ষেত্রে ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার সংযোগ সম্পর্কে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এস.আর.ও. নং-২৯-আইন/২০০২, তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করিতে হইবে;		
	(ঋ) সীটবেল্ট ব্যতীত কোনো প্রকার মটরগাড়ি আমদানি করা যাইবে না;		

(১)	(২)	(৩)	(৪)
	(এ) উইন্ডশিল্ড গ্লাস এবং ড্রাইভিং সিটের উভয় পার্শ্বের জানালার গ্লাস স্বচ্ছ হইতে হইবে যাহাতে গাড়ির অভ্যন্তর দৃশ্যমান (visible) হয়; (ঐ) বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে কর্মরত কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত অনধিক একটি গাড়ি ৫(পাঁচ) বৎসরের পুরাতন হইলেও মিশনের কর্মকাল শেষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে দেশে আনয়ন করিতে পারিবেন: তবে শর্ত থাকে যে, এইরুপ গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে গাড়ির বয়সসীমা ৮(আট) বছরের অধিক হইবে না। (খ) ১৫০০ সিসির উর্ধ্বে যে কোনো সিসির পুরাতন ট্যাক্সিক্যাব **অনুচ্ছেদ** (ক) এর শর্ত (আ) হইতে (উ) এ বর্ণিত শর্তাবলি পালন সাপেক্ষে সর্বনিম্ন ১৫০০ সিসি (১ শতাংশ কম হইলেও তাহা ১৫০০ সিসি হিসাবে গণ্য হইবে) ইঞ্জিন ক্যাপাসিটির অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের পুরাতন ট্যাক্সিক্যাব আমদানি করা যাইবে।		
৭.	নিম্নবর্ণিত মোটরযানের ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ আমদানিযোগ্য হইবে, যথা:— (ক) বডি যন্ত্রাংশ— (১) বাম্পার; (২) ফ্রন্ট গ্রীল; (৩) ডোর এসেম্বলি; (৪) উইন্ড শীল্ড বা উইন্ড শীল্ড গ্লাস; (৫) মিররস; (৬) রেডিয়েটর এসেম্বলি; (৭) লাইট বা ল্যাম্প; (৮) ড্যাশবোর্ড এসেম্বলি; (৯) বোনেট এসেম্বলি; (১০) ফেলডার এসেম্বলি; (১১) ডোর মিরর এসেম্বলি;	৮৭.০৮	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭.	(ক) বডি যন্ত্রাংশ— (১২) সিটস (seats); (১৩) রিয়ার মাডগার্ড এসেম্বলি; (১৪) কেবিন এসেম্বলি বা বডিস (bodies); (১৫) হেড লাইটস (বাল্ব ব্যতীত); (১৬) টেইল ল্যাম্পস (বাল্ব ব্যতীত); (১৭) সাইড লাইটস এসেম্বলি; (১৮) ওয়্যারিং সেট; (১৯) ইএফআই কন্ট্রোল ইউনিট; (২০) স্টার্টার; (২১) অল্টারনেটর; (২২) এডি কম্প্রেসর বা কন্ডেন্সার বা কুলিং এসেম্বলি; (২৩) অন্যান্য রাবার চ্যানেলস এন্ড রাবার (২৪) ফিউজ বক্স; (২৫) ডিসট্রিবিউটর; (২৬) ডাম্পার; (২৭) নোস কার্ট। (খ) আন্ডার টেরেন যন্ত্রাংশ— (১) পাওয়ার স্টিয়ারিং এসেম্বলি; (২) সাসপেনশন শক এ্যাবজর্ভারস; (৩) স্টিয়ারিং হুইলস এসেম্বলি; (৪) স্টিয়ারিং কলাম এন্ড স্টিয়ারিং বক্সেস; (৫) ডিফারেন্সিয়াল এসেম্বলি; (৬) প্রপেলার শেফট এসেম্বলি; (৭) এক্সেলস এসেম্বলি; (৮) ব্রেক ড্রাম এন্ড হাবস (hubs) এসেম্বলি; (৯) ভ্যাকুয়্যাম বুসটার উইথ ব্রেক মাস্টার পাম্প এসেম্বলি; (১০) ব্রেক ড্রামস এসেম্বলি; (১১) হুইল সিলিন্ডার এসেম্বলি; (১২) সাইলেন্সর এন্ড এক্সস্ট পাইপস; (১৩) মাউন্টিং; (১৪) ফুয়েল পাম্প; (১৫) এয়ার ক্লিনার বক্স;	৮৭.০৮ চেম্বার মোল্ডিংস;	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড

(১)	(২)	(৩)	(৪)
	তবে শর্ত থাকে যে, (অ) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বা সংশ্লিষ্ট অটোমোবাইল ও গাড়ি রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং এসোসিয়েশন বা রেজিস্ট্রার জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মসমূহের পরিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত স্বীকৃত রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান বর্ণিত যন্ত্রাংশ আমদানি করিতে পারিবে; (আ) ব্যবহৃত মটরযানের যন্ত্রাংশ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আমদানিযোগ্য হইবে না; (ই) বর্ণিত যন্ত্রাংশসমূহ আমদানির ক্ষেত্রে গুণগতমান সম্পর্কে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সার্ভেয়ার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে; (ঈ) বিক্রিত অথবা সংযোজিত যন্ত্রাংশের জন্য বিক্রেতা অথবা সংযোজনকারীকে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরের লিখিত গ্যারান্টি প্রদান করিতে হইবে; (উ) রিপেয়ারিং ও সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠানকে অটোমোবাইল এন্ড রিপেয়ারিং সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে; (ঊ) সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ বিক্রয়ের সঠিক রেজিস্টার সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর বিক্রয়ের প্রতিবেদন সিসিআইএন্ডই এর নিকট দাখিল করিতে হইবে; (ঋ) আমদানির পর সিসিআইএন্ডই আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের ব্যবহার সম্পর্কে নিয়মিত মনিটর করিবে; (এ) স্বীকৃত রিপেয়ারিং এন্ড সার্ভিসিং প্রতিষ্ঠান হিসাবে মূসক নিবন্ধন ও টিআইএন থাকিতে হইবে এবং এতৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও দলিলাদি কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিতে হইবে।		

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৮.	১৬৫ (একশত পঁয়ষট্টি) সিসি'র উর্ধ্বে সকল প্রকার মোটর সাইকেল আমদানি নিষিদ্ধ, তবে পুলিশ বিভাগের ক্ষেত্রে ১৬৫ (একশত পঁয়ষট্টি) সিসি'র উর্ধ্বসীমার এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না: তবে শর্ত থাকে যে, মোটর সাইকেল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ৫০০ (পাঁচশত) সিসি পর্যন্ত মোটর সাইকেল উৎপাদনে ব্যবহৃত যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ আমদানি করিতে পারিবে।	৮৮.১১	সংশ্লিষ্ট এইচএস কোড
৯.	রিভলভার ও পিস্তলসহ সকল পণ্য এবং এ্যামিনিউশন আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে আমদানিযোগ্য, তবে বেসরকারি খাতের জন্য টিসিবি বা নির্ধারিত সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি বা সুপারিশের ভিত্তিতে ১ (এক) টি এনপিবি রিভলভার বা পিস্তলসহ ৫০ রাউন্ড গুলি বা এ্যামিউনিশন এবং ২২ বোর রাইফেল বা ১২ বোর শটগান বা বন্দুকসহ ১০০ রাউন্ড গুলি বা এ্যামিউনিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে।	৯৩.০২	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড
১০.	এয়ারগান আমদানি করা যাইবে না তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে ক্রীড়া ও শুটিং ক্লাবে ব্যবহারের জন্য এয়ারগান আমদানি করা যাইবে; তবে শর্ত থাকে যে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতিক্রমে নিষিদ্ধ বোর ব্যতীত অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রসহ সকল পণ্য আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমোদিত ডিলার কর্তৃক আমদানি এবং বেসরকারি খাতের জন্য টিসিবি বা নির্ধারিত সংস্থা বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি বা সুপারিশের ভিত্তিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে আমদানি করা যাইবে।	৯৩.০৩ হইতে ৯৩.০৫	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড
১১.	(ক) এয়ারগান এ্যামিউনিশন আমদানি নিষিদ্ধ, তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি বা সুপারিশের ভিত্তিতে ক্রীড়া ও শুটিং ক্লাবে ব্যবহারের জন্য এয়ারগান এ্যামিউনিশন আমদানি করা যাইবে; (খ) অন্যান্য এ্যামিউনিশন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আমদানিযোগ্য।	৯৩.০৫ হইতে ৯৩.০৬	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড
১২.	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে বাণিজ্যিকভাবে লেড ক্রোমেট আমদানি করা যাইবে না।	২৮.৪১	সংশ্লিষ্ট এইচ এস কোড

পরিশিষ্ট-১

আমদানি নিষিদ্ধ পণ্যের তালিকা

‘খ’ অংশ

নিম্নবর্ণিত পণ্যসমূহ আমদানিযোগ্য হইবে না, যথা:—

(১) বাংলাদেশ সার্ভে ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত মানচিত্র অনুযায়ী বাংলাদেশের সীমারেখা দেখানো হয় নাই এইরূপ মানচিত্র, চার্ট ও ভৌগোলিক গ্লোব;

(২) হরর কমিকস (Horror comics), অশ্লীল ও নাশকতামূলক সাহিত্য ও অনুরূপ ধরনের পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সাময়িকী, পোস্টার, ফটো, ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ, ইত্যাদি;

(৩) এইরূপ বহি, পুস্তিকা, সংবাদপত্র, সাময়িকী, দলিল দস্তাবেজ, কাগজপত্রাদি, পোস্টার, ফটো ফিল্ম, গ্রামোফোন রেকর্ড, অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট, টেপ ইত্যাদি যাহার বিষয়সমূহ বাংলাদেশের যে কোনো শ্রেণির নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস অথবা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে;

(৪) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সেকেন্ডারি বা সাব-স্ট্যান্ডার্ডস কোয়ালিটি বা নিম্নমানের পণ্য অথবা পুরাতন, ব্যবহৃত, পুন:সংস্কৃত (রিকন্ডিশন্ড) পণ্য অথবা কারখানায় বাতিলকৃত বা জব লট ও স্টক লটের পণ্য;

(৫) রিকন্ডিশন্ড অফিস ইকুইপমেন্ট, ফটোকপিয়ার, টাইপরাইটার মেশিন, টেলেক্স, ফোন, ফ্যাক্স, পুরাতন কম্পিউটার, পুরাতন কম্পিউটার সামগ্রী, পুরাতন ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী;

(৬) এইরূপ পণ্যাদি ও উহার পেটিকা যাহাতে কোনো ধর্মীয় গুঢ়ার্থ সম্পর্কীয় এমন কোনো শব্দ বা উৎকীর্ণ লিপি আছে যাহার ব্যবহার বা বিবরণ বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুভূতিতে আঘাত হানিতে পারে;

(৭) এইরূপ পণ্যসামগ্রী ও উহার পেটিকা যাহাতে অশ্লীল ছবি, লিখন বা উৎকীর্ণ লিপি অথবা এই জাতীয় দৃশ্যমান নিদর্শন বিদ্যমান আছে;

(৮) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে জীবিত শুকর এবং শুকরজাত সকল ধরনের পণ্য;

(৯) সকল প্রকার শিল্প স্লাজ (Industrial Sludge) ও স্লাজ দ্বারা প্রস্তুতকৃত সার এবং যে কোনো সামগ্রী;

(১০) এই আদেশে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, সকল প্রকার বর্জ্য পদার্থ;

(১১) শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ এর আওতায় শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে ১০০ (একশত) ডেসিবল মাত্রার অধিক মাত্রার হর্ণ;

(১২) Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত রাসায়নিক কীটনাশক এবং শিল্পজাত রাসায়নিক পণ্য—

এলড্রিন, ক্লোরডেন, ডিডিটি, ডাইএলড্রিন, এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর, মিরেক্স, টক্সাফেন, হেক্সাক্লোরোবেনজিন, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (পিসিবি);

(১৩) ক্যাসিনোসহ জুয়া খেলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, সরঞ্জাম ইত্যাদি;

(১৪) চিংড়ি মাছ (এইচএস হেডিং ০৩.০৬ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৫) পপি সীড ও পোস্ত দানা (এইচএস হেডিং ১২.০৭ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড) (মসলা হিসাবে অথবা অন্য কোনোভাবেও ব্যবহার্য পোস্ত দানা);

(১৬) ঘাস (এনড্রোপোজেন এসপিপি) ও ভাং (ক্যানাবিস সাটিভা) (এইচএস হেডিং ১২.১১ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৭) ওয়াইন লীজ, আরগোল (এইচএস হেডিং ২৩.০৭ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৮) লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস (এলএনজি), লিকুইফাইড প্রপ্রেন ও বিউটেনস (যা এলপিজি'র অংশ) ব্যতীত পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন (এইচএস হেডিং ২৭.১১ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(১৯) পেট্রোলিয়াম কোক এবং পেট্রোলিয়াম বিটুমিন ব্যতীত পেট্রোলিয়াম তৈলের রেসিডিউ সমূহসহ সকল পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ (এইচএস হেডিং ২৭.১৩ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২০) ঘন চিনি (Sodium Cyclamate) (এইচএস হেডিং ২৯.২৯ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২১) কৃত্রিম সরিষার তৈল (এ্যালাইল আইসোথায়ো সায়োনেট) (এইচএস হেডিং ২৯.৩০ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২২) পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগ ও পলিইথিলিন ব্যাগ (এইচএস হেডিং ৩৯.২৩ ও ৬৩.০৫ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২৩) থ্রি হুইলার যানবাহনের (টেম্পু, অটোরিক্সা ইত্যাদি) দুই স্ট্রোক ইঞ্জিনসহ চেসিস (এইচএস হেডিং ৮৪.০৮ এর এইচএস কোড ৮৪০৮.৯০ তে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য);

(২৪) দুই স্ট্রোক ইঞ্জিনবিশিষ্ট থ্রি হুইলার যানবাহন (টেম্পু, অটোরিক্সা ইত্যাদি) (এইচএস হেডিং ৮৭.০৩ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড);

(২৫) গ্যাস সিরিঞ্জ (এইচএস হেডিং ৯০.১৮ এর সংশ্লিষ্ট সকল এইচএস কোড); এবং

(২৬) পুরাতন বা ব্যবহৃত মোটর সাইকেল।

পরিশিষ্ট- ২

যৌথভিত্তি (জয়েন্ট বেসিস) তে আমদানির পদ্ধতি

(অনুচ্ছেদ ৯ দ্রষ্টব্য)

১। **বাণিজ্যিক আমদানিকারকদের দল গঠন।**—বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণকে, স্বল্পমূল্যে আমদানির জন্য, যৌথভিত্তিতে আমদানি সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে বিধায় উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণের উদ্দেশ্যে এই আদেশের বিধান সাপেক্ষে আমদানির জন্য মনোনীত অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে আমদানিকারকদের দল গঠন করা যাইবে এবং এই সকল আমদানিকারক, যাহাদের ঋণপত্র খুলিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন মনোনীত ব্যাংক রহিয়াছে তাহারা নগদ, ঋণ, ক্রেডিট, অথবা একাউন্ট ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট বা কাউন্টার ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট এর মাধ্যমে যৌথভিত্তিতে তাহাদের শেয়ার নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমদানি করিতে পারিবে।

২। **যৌথভিত্তিতে আমদানির জন্য দল গঠনের পদ্ধতি।**—

(১) আমদানিকারককে তাহার মনোনীত ব্যাংকে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করিতে হইবে যে—

(ক) তিনি বর্তমান আর্থিক বৎসরে তাহার শেয়ার এককভাবে আমদানির জন্য কোনোরূপ আবেদন করেন নাই এবং তিনি সর্বজনাব .... (দলনেতার নাম ও ঠিকানা, আইআরসি নম্বর এবং তাহার মনোনীত ব্যাংকের নাম উল্লিখিত করিতে হইবে) এর নেতৃত্বে উহা যৌথভাবে আমদানি করিতে সম্মত আছেন;

(খ) দলনেতা অথবা দলের সদস্যের সহিত কোনোরূপ খেলাপ অথবা বিরোধের উৎপত্তি হইলে সেই বিষয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো দাবি উত্থাপন করিবেন না।

(২) আমদানিকারকের স্বাক্ষর তাহার মনোনীত ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক তারিখসহ প্রতিপাদন করিতে হইবে।

(৩) আমদানিকারক কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর আমদানিকারকের মনোনীত ব্যাংক এই সকল কাগজপত্র দলনেতার মনোনীত ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করিবে এবং নিম্নরূপ প্রত্যয়ন করিবে, যথা: —

‘‘...এর দল নেতৃত্বে উল্লিখিত দল গঠনে আমাদের কোনো আপত্তি নাই। এই আমদানিকারক টাকা ....মূল্যের ....(পণ্য) আমদানি করিবার যোগ্য।’’

....

আমদানিকারকের ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার
তারিখ সংবলিত স্বাক্ষর এবং সিল।

(৪) দলনেতা নিজের শেয়ারসহ দলের সকল সদস্যের মোট আমদানি মূল্যের জন্য এলসি আবেদন ফরম দাখিল করিবেন এবং তিনি একটি ঘোষণাপত্রও এই মর্মে দাখিল করিবেন যে—

(ক) তিনি বর্তমান শিপিং মৌসুমে তাহার শেয়ার দলের একজন সদস্য হিসাবে ছাড়া পৃথকভাবে আমদানির জন্য কোনো আবেদন করেন নাই;

(খ) দলভুক্ত (সদস্য) আমদানিকারকগণ (এখানে দলনেতা তাহার নিজের এবং সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা, আইআরসি নম্বর এবং প্রত্যেকের পৃথক পৃথক শেয়ার লিপিবদ্ধ করিবেন) যাহাতে স্বল্পমূল্যে আমদানি করিতে পারেন তজ্জন্য তিনি যৌথভাবে আমদানির জন্য দলনেতা হিসাবে কাজ করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছেন;

(গ) দলের সদস্যদের সহিত কোনো প্রকার খেলাপ অথবা বিরোধ উৎপত্তি হইলে, উক্ত বিষয়ে আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষসমূহের নিকট কোনোরূপ দাবি উত্থাপন করিবেন না এই মর্মে অঙ্গীকার করিবেন এবং দলনেতার স্বাক্ষর তাহার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তারিখসহ সত্যায়ন করিবে।

(৫) দলনেতা কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণা সকল দিক দিয়া সম্পূর্ণ এবং সঠিক বলিয়া নিশ্চিত হওয়ার পর দলনেতার ব্যাংক নিম্নরূপ প্রত্যয়ন করিবে, যথা:—

‘‘দলের ....সদস্যদের দলনেতা হিসাবে উপরে বর্ণিত আমদানিকারক কর্তৃক কার্যসম্পাদনের বিষয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নাই।’’

....

দলনেতার ব্যাংকের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার

তারিখ সংবলিত স্বাক্ষর এবং সিল।

(৬) মনোনীত ব্যাংক ঘোষণাপত্র ও প্রত্যয়নপত্র আমদানিকারকের নিজ নিজ আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিকট অনুবর্তী পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিবে।

(৭) যে সকল ক্ষেত্রে একই মনোনীত ব্যাংক বা তাহার শাখাসমূহের যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণ তাহাদের নগদ বা আইডিএ ঋণ অথবা মুক্তঋণ বা ক্রেডিট শেয়ারের অধীনে আমদানি করিতে ইচ্ছুক সেইসকল ক্ষেত্রে যৌথভাবে আমদানির পদ্ধতি অভিন্ন হইবে এবং ব্যাংক উপরে বর্ণিত সকল কাগজসহ ঘোষণাপত্রে প্রয়োজনীয় প্রত্যয়নপত্র এনডোর্স করিয়া দলনেতার মনোনীত ব্যাংক শাখায় প্রেরণ করিবে।

(৮) একাউন্ট ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট বা একাউন্টার ট্রেড এ্যারেঞ্জমেন্ট এবং শর্তাধীন লোন বা ক্রেডিটের অধীনে আমদানির ক্ষেত্রে যৌথভিত্তিতে আমদানি করিতে ইচ্ছুক যোগ্য বাণিজ্যিক আমদানিকারকগণকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে তাহাদের নিজ নিজ মনোনীত ব্যাংকে ঋণপত্র খুলিবার আবেদনপত্র দাখিল করিতে হইবে তবে মনোনীত ব্যাংক আমদানিকারকের আমদানি নিবন্ধন সনদপত্র ও যৌথভিত্তিতে আমদানির সকল নিয়মাবলি সম্পন্ন করা হইয়াছে ইহা নিশ্চিত হইবার পর দলনেতা এবং দলের সদস্যদের দাখিলকৃত মোট মূল্যের জন্য ঋণপত্র খুলিবার আবেদনপত্র নির্ধারিত ব্যাংকে প্রেরণ করিবে।

৩। শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যৌথভিত্তিতে আমদানির ক্ষেত্রে, আমদানিকারকগণ দলনেতা নির্বাচন করিবেন এবং তাহাদের নিজ নিজ ব্যাংককে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দলনেতার মনোনীত ব্যাংককে এই পরিশিষ্টের অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ঋণপত্র খুলিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া প্রেরণ করিবেন এবং দলনেতার ব্যাংক উক্ত কাগজপত্রাদি যাচাই করিয়া যৌথভিত্তিতে ঋণপত্র খুলিবে এবং লিখিত সমর্থন দান করিবে।

৪। উভয় প্রকার দল গঠনের ক্ষেত্রেই ঋণপত্র খোলা এবং উহা বিদেশি সরবরাহকারীর নিকট প্রেরণের পরপরই মনোনীত ব্যাংক, ক্ষেত্রমত, দলনেতার আইআরসিতে লিখিত সমর্থন প্রদান করিবে এবং সংশ্লিষ্ট আমদানি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে ও দলের সদস্যগণের নিজ নিজ ব্যাংককে দলের প্রত্যেক সদস্যের শেয়ার উল্লিখিত করিয়া ঋণপত্রে বিবরণ জানাইবে।

৫। কোনো আমদানিকারক এই আদেশের বিধানসমূহের খেলাপ করিয়া ঋণপত্র খুলিবার অথবা আমদানি করিবার জন্য কাগজপত্রাদি দাখিল করিলে উহা প্রচলিত আইনের বিধান মোতাবেক শাস্তিযোগ্য হইবে।

"পরিশিষ্ট-৩"

ক্রমিক নং	বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের নাম	এইচএস কোড	কেমিক্যাল এ্যাবস্ট্রাক্টস সার্ভিস (CAS) নিবন্ধন নম্বর
(১)	(২)	(৩)	(৪)
(1)	O-Alkyl (≤C_{10}, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphonofluoridates **e.g.** Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate	2931.39 2931.39	(107-44-8) (96-64-0)
(2)	O-Alkyl (≤C_{10}, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates **e.g.** Tabun: O-Ethyl N,N-dimethyl phosphoramidocyanidate	2931.39	(77-81-6)
(3)	O-Alkyl (H or ≤C_{10}, incl. cycloalkyl) S-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts **e.g**. VX: O-Ethyl S-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate	2930.90/ 2931.39	(50782-69-9)
(4)	Sulfur mustards: 2-Chloroethylchloromethylsulfide Mustard gas: Bis(2-chloroethyl)sulfide Bis(2-chloroethylthio)methane Sesquimustard: 1,2-Bis (2-chloroethylthio) ethane 1,3-Bis(2-chloroethylthio)-n-propane 1,4-Bis(2-chloroethylthio)-n-butane 1,5-Bis(2-chloroethylthio)-n-pentane Bis(2-chloroethylthiomethyl)ether O-Mustard: Bis(2-chloroethylthioethyl)ether	2930.90 2930.90 2930.90 2930.90 2930.90 2930.90 2930.90 2930.90 2930.90	(2625-76-5) (505-60-2) (63869-13-6) (3563-36-8) (63905-10-2) (142868-93-7) (142868-94-8) (63918-90-1) (63918-89-8)

(১)	(২)	(৩)	(৪)
(5)	Lewisite: Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine Lewisite 2: Bis(2-chlorovinyl) chloroarsine Lewisite 3: Tris(2-chlorovinyl)arsine	 2931.90 2931.90 2931.90	 (541-25-3) (40334-69-8) (40334-70-1)
(6)	Nitrogen mustards: HN1: Bis(2-chloroethyl)ethylamine HN2: Bis(2-chloroethyl)methylamine HN3: Tris(2-chloroethyl)amine	 2921.19 2921.19 2921.19	 (538-07-8) (51-75-2) (555-77-1)
(7)	Saxitoxin	3002.90	(35523-89-8)
(8)	Ricin	3002.90	(9009-86-3)
(9)	Alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonyldifluorides **e.g. DF:** Methylphosphonyldifluoride	2931.39	(676-99-3)
(10)	O-Alkyl (H or ≤C_{10}, incl. cycloalkyl) O-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts **e.g. QL:** O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methylphosphonite	2931.39	(57856-11-8)
(11)	**Chlorosarin:** O-Isopropyl methylphosphonochloridate	2931.39	(1445-76-7)
(12)	**Chlorosoman:** O-Pinacolyl methylphosphonochloridate	2931.39	(7040-57-5)
(13)	**Amiton:** O,O-Diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts	2930.90	(78-53-5)
(14)	**PFIB:** 1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)-1-prope	2903.39	(382-21-8)
(15)	**BZ:** 3-Quinuclidinyl benzilate (*)	2933.39	(6581-06-2)

(১)	(২)	(৩)	(৪)
(16)	Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms, **e.g :** Methylphosphonyl dichloride Dimethyl methylphosphonate **Exemption:** Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate	2931.39 2931.31 2930.90	(676−97−1) (756−79−6) (944−22−9)
(17)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides		
(18)	Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates		
(19)	Arsenic trichloride	2812.19	(7784−34−1)
(20)	2,2-Diphenyl-2-hydroxyacetic acid	2918.17	(76−93−7)
(21)	Quinuclidin-3-ol	2933.39	(1619−34−7)
(22)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2-chlorides and corresponding protonated salts		
(23)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts **Exemptions:** N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts		(108−01−0) (100−37−8)
(24)	N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts		
(25)	Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl)sulfide	2930.70	(111−48−8)

(১)	(২)	(৩)	(৪)
(26)	Pinacolyl alcohol: 3, 3-Dimethylbutan-2-ol	2905.19	(464−07−3)
(27)	Phosgene: Carbonyl dichloride	2812.11	(75−44−5)
(28)	Cyanogen chloride	2853.10	(506−77−4)
(29)	Hydrogen cyanide	2811.12	(74−90−8)
(30)	Chloropicrin: Trichloronitromethane	2904.91	(76−06−2)
(31)	Phosphorus oxychloride	2812.12	(10025−87−3)
(32)	Phosphorus trichloride	2812.10/ 2812.13	(7719−12−2)
(33)	Phosphorus pentachloride	2812.14	(10026-13-8)
(34)	Trimethyl phosphite	2920.23	(121−45−9)
(35)	Triethyl phosphite	2920.24	(122−52−1)
(36)	Dimethyl phosphite	2920.21	(868−85−9)
(37)	Diethyl phosphite	2920.22	(762−04−9)
(38)	Sulfur monochloride	2812.15	(10025−67−9)
(39)	Sulfur dichloride	2812.16	(10545−99−0)
(40)	Thionyl chloride	2812.17	(7719−09−7)
(41)	Ethyldiethanolamine	2922.17	(139−87−7)
(42)	Methyldiethanolamine	2922.17	(105−59−9)
(43)	Triethanolamine	2922.15	(102-71-6)

পরিশিষ্ট-৪

বিএসটিআই কর্তৃক নির্ধারিত বাংলাদেশ মান (বিডিএস) অনুযায়ী পণ্য তালিকা

অনুচ্ছেদ ২৫(৪৮) দ্রষ্টব্য

ক্রমিক নং	পণ্যের নাম	হেডিং/সাব হেডিং/ এইচএস কোড	সংশ্লিষ্ট বিডিএস
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	বাটার	০৪.০৫.১০.০০	বিডিএস সিএসি এ-১:২০০২
২.	লিকুইড গ্লুকোজ (গ্লুকোজ সিরাপ)	১৭০২.৩০.২০	বিডিএস সিএসি ৯:২০০৬
৩.	হানি (মধু)	০৪.০৯.০০.১০/ ০৪০৯.০০.৯০	বিডিএস সিএসি ১২:২০০৭
৪.	ইনফ্যান্ট ফর্মুলা এন্ড ফর্মুলাস ফর স্পেশাল মেডিকেল পারপোজেস ইনটেন্ডেট ফর ইনফ্যান্টস	১৯.০১	বিডিএস সিএসি ৭২:২০০৮
৫.	প্রসেসড সিরিয়াল বেইজড ফুড ফর ইনফ্যান্টস এন্ড ইয়ং চিলড্রেন	১৯.০১	বিডিএস সিএসি ৭৪:২০০৭
৬.	চকোলেট	১৮.০৬	বিডিএস সিএসি ৮৭:২০০৮
৭.	রিফাইন্ড সুগার	১৭.০১/ ১৭.০২	বিডিএস ১৩৮:২০০৬ (১ম রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১:২০০৮)
৮.	ফলোআপ ফর্মুলা		বিডিএস সিএসি ১৫৬:২০০৮ (এ্যামেন্ডমেন্ট ১:২০০৯)
৯.	মিল্ক পাউডারস্ এন্ড ক্রিম পাউডার- i) ক্রিম পাউডার ii) হোল মিল্ক পাউডার iii) পার্টলি স্কিমড মিল্ক পাউডার iv) স্কিমড মিল্ক পাউডার	০৪.০২	বিডিএস সিএসি ২০৭:২০০৮ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১:২০০৯)
১০.	সুগার (ক্যান সুগার, হোয়াইট সুগার, প্লান্টেশন বা মিল হোয়াইট সুগার, সফট্ হোয়াইট সুগার, সফট্ ব্রাউন সুগার, ডেক্সট্রোজ এনহাইড্রাস, ডেক্সট্রোজ মনোহাইড্রেট, ফ্রুক্টোজ, ল্যাকটোজ)	১৭.০১/ ১৭.০২	বিডিএস সিএসি ২১২:২০০৬

(১)	(২)	(৩)	(৪)
১১.	জ্যামস, জেলীস এন্ড মার্মালেডস	২০.০৭	বিডিএস সিএসি ২৯৬:২০১৪
১২.	বিস্কুট বা কুকিজ	১৯০৫.৩১.০০	বিডিএস ৩৮৩:২০০১ (২য় রিভিশন)
১৩.	লজেন্স বা ক্যান্ডি	১৭.০৪/ ১৮.০৬	বিডিএস ৪৯০:২০১৪ (৩য় রিভিশন)
১৪.	সস্ (ফ্রুট অর ভেজিটেবল)	২১.০৩	বিডিএস ৫১২:২০০৭ (১ম রিভিশন)
১৫.	ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবলস জুস	২০.০৯	বিডিএস ৫১৩:২০১৩ (৩য় রিভিশন)
১৬.	টমেটো পেস্ট	২১.০৩	বিডিএস ৫১৭:২০১৫ (৩য় রিভিশন)
১৭.	ফার্মেন্টেড ভিনেগার	২২০৯.০০.০০	বিডিএস ৫২৩:২০১৫ (২য় রিভিশন)
১৮.	টমেটো কেচাপ	২১০৩.২০.০০	বিডিএস ৫৩০:২০০২ (২য় রিভিশন)
১৯.	কফি i) স্যলুবল কফি পাউডার ii) রোস্টেড এন্ড গ্রাউন্ড কফি iii) রোস্টেড কফি চিকরি পাউডার	০৯.০১	বিডিএস ৭৬৩:২০১৬ (২য় রিভিশন) বিডিএস ৮০৫:২০১৬ (১ম রিভিশন) বিডিএস ৮০৬:২০১৬ (১ম রিভিশন)
২০.	টফি	১৭০৪.৯০.০০	বিডিএস ১০০০:২০০১ (১ম রিভিশন)
২১.	কার্বনেটেড বেভারেজ বা সফট্ ড্রিংকস	২২.০২	বিডিএস ১১২৩:২০১৩ (৩য় রিভিশন)
২২.	ন্যাচার‍্যাল মিনারেল ওয়াটার	২২০১.১০.০০/ ২২০১.৯০.০০	বিডিএস ১৪১৪:২০০০ (১ম রিভিশন)
২৩.	চুয়িংগাম, বল গাম এন্ড বাবল গাম	১৭.০৪	বিডিএস ১৪৯৮:২০১২ (প্রথম রিভিশন)
২৪.	ইন্সট্যান্ট নুডুলস	১৯.০২	বিডিএস ১৫৫২:২০১৫ (২য় রিভিশন)
২৫.	চিপস বা ক্র্যাকার্স	২০.০৪/ ২০.০৫	বিডিএস ১৫৫৬:২০১৭ (১ম রিভিশন)

(১)	(২)	(৩)	(৪)
২৬.	সফট্ ড্রিংকস পাউডার	২১০৬.৯০.২১/ ২১০৬.৯০.২৯	বিডিএস ১৫৮৬:২০০৭ (১ম রিভিশন)
২৭.	ফর্টিফাইড সয়াবিন অয়েল	১৫.০৭	বিডিএস ১৭৬৯:২০১৪ (১ম রিভিশন)
২৮.	ফর্টিফাইড এডিবল পাম অয়েল	১৫.১১	বিডিএস ১৭৭০:২০১৪ (১ম রিভিশন)
২৯.	ফর্টিফাইড এডিবল সানফ্লাওয়ার অয়েল	১৫.১২	বিডিএস ১৭৭৩:২০১৬ (১ম রিভিশন)
৩০.	ফর্টিফাইড পাম অলিন	১৫.১১	বিডিএস ১৭৭৪:২০০৬ (এ্যামেন্ড-১: ২০১৪)
৩১.	সিনথেটিক ভিনেগার	২২০৯.০০.০০	বিডিএস ১৮৯৬:২০১৫
৩২.	ভোজ্যতেল অন্যান্য (কোকোনাট অয়েল, মাস্টার্ড অয়েল, অলিভ অয়েল ব্যতীত)	১৫.১০/ ১৫.১৫/ ১৫.১৬	ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ভিটামিন 'এ' পরীক্ষণ
৩৩.	মসকুইটো কয়েল (মশার কয়েল)	৩৮০৮.৯১.২১	বিডিএস ১০৮৯:২০০৭ (২য় রিভিশন)
৩৪.	টয়লেট সোপ	৩৩০৪.৯৯.০০	বিডিএস ১৩:২০০৬ (৩য় রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১:২০০৮)
৩৫.	কোকোনাট অয়েল	১৫.১৩/ ৩৩.০৫	বিডিএস ৯৯:২০০৭ (২য় রিভিশন)
৩৬.	পেনসিলস	৯৬০৯.১০.০০	বিডিএস ৩৩০:১৯৯৩ (১ম রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১:২০০৬)
৩৭.	স্পেসিফিকেশন ফর ইন্টারনাল কম্বাসশন ইঞ্জিন ক্র্যান্ককেস অয়েলস (ডিজেল এন্ড গ্যাসোলিন) [ইঞ্জিন অয়েল বা লুব্রিকেটিং অয়েল বা লুব অয়েল]	২৭.১০	বিডিএস ৩৪৩:২০১২ (১ম রিভিশন)
৩৮.	রাইটিং এন্ড প্রিন্টিং পেপারস	৪৮.০২/ ৪৮.১০	বিডিএস ৪০৫:২০১২ (২য় রিভিশন)
৩৯.	সিরামিক টেবিলওয়্যার	৬৯১২.০০.০০	বিডিএস ৪৮৫:২০০০(২য় রিভিশন) (এ্যামেন্ড-১,২,৩:২০০৬)
৪০.	টুথপেস্ট	৩৩০৬.১০.০০	বিডিএস ১২১৬:২০১২(২য় রিভিশন)

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪১.	শ্যাম্পু, সারফ্যাকট্যান্ট বেজড	৩৩০৫.১০.০০	বিডিএস ১২৬৯:২০১৪ (২য় রিভিশন)
৪২.	স্কিন পাউডারস	৩৩০৪.৯১.০০	বিডিএস ১৩৩৭:২০১৫ (১ম রিভিশন)
৪৩.	হেয়ার অয়েলস	৩৩০৫.৯০.০০	বিডিএস ১৩৩৯:২০১৮ (১ম রিভিশন)
৪৪.	স্কিন ক্রিমস	৩৩.০৪	বিডিএস ১৩৮২:২০১৫ (২য় রিভিশন)
৪৫.	বলপয়েন্ট পেনস	৯৬০৮.১০.০০	বিডিএস ১৩৮৪:২০০২ (প্রথম রিভিশন)
৪৬.	লিপস্টিক	৩৩০৪.১০.০০	বিডিএস ১৪২৪:১৯৯৩ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১,২:২০০৬)
৪৭.	আফটার সেভ লোশন	৩৩০৭.১০.০০	বিডিএস ১৫২৪:২০০৬ (১ম রিভিশন)
৪৮.	বেবি অয়েল	৩৩.০৪/৩৩.০৫	বিডিএস ১৭৬৬:২০০৬
৪৯.	বেবি টয়লেট সোপ	৩৪.০১	বিডিএস ১৭৯৮:২০০৮
৫০.	স্কিন পাউডার ফর বেবিজ	৩৩০৪.৯১.০০	বিডিএস ১৮৪৪:২০১১
৫১.	স্কিন ক্রিমস এন্ড লোশনস ফর বেবিজ	৩৩০৪.৯৯.০০	বিডিএস ১৮৫৮:২০১২
৫২.	বেবি শ্যাম্পু	৩৩.০৫	বিডিএস ১৮৮৪:২০১৪
৫৩.	স্কিন লোশনস	৩৩০৪.৯৯.০০	বিডিএস ১৯২৩:২০১৬
৫৪.	পলিয়েস্টার ব্লেন্ড শার্টিং (মার্কেট ভ্যারাইটিজ)		বিডিএস ১১৪৮:২০১১(২য় রিভিশন)
৫৫.	পলিয়েস্টার ব্লেন্ড স্যুটিং		বিডিএস ১১৭৫:২০১১(২য় রিভিশন)
৫৬.	স্যানিটারি টাওয়েলস/ ন্যাপকিনস	৯৬১৯.০০.০০	বিডিএস ১২৬১:২০১৬ (১ম রিভিশন)
৫৭.	টেক্সটাইলস- কালার ফাস্টনেস রেটিংস- স্পেসিফিকেশন (কাপড়ের রংয়ের স্থায়িত্ব)		বিডিএস ১৭৫৮:২০০৬
৫৮.	পারফরমেন্স এন্ড কন্সট্রাকশন অফ ইলেকট্রিক সার্কুলেটিং ফ্যানস এন্ড রেগুলেটরস (সিলিং এন্ড ডেকহেড ফ্যানস, প্যাডেস্টাল ফ্যানস, টেবিল/কেবিন ফ্যানস উইথ ইন বিল্ট রেগুলেটরস)		বিডিএস ৮১৮:১৯৯৮ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১:২০০৬)
৫৯.	থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মটরস	৮৫.০১	বিডিএস ১১৩৯:১৯৮৬ (এ্যামেন্ডমেন্ট ১:২০০৬)

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬০.	ইলেকট্রনিক টাইপ ফ্যান রেগুলেটর বা ফ্যান ডিমার	৮৫.৩৬	বিডিএস ১৩২৩:১৯৯১ (এ্যামেন্ডমেন্ড-১:২০০৬)
৬১.	স্পেসিফিকেশনস ফর হাউসহোল্ড রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজারস্	৮৪.১৮	বিডিএস ১৮৪৯:২০১২
৬২.	পারফরমেন্স অব এয়ার কনডিশনারস এন্ড হীট পাম্পস- এনার্জি লেবেলিং এন্ড মিনিমাম এনার্জি পারফরমেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (MEPS) রিকোয়ারমেন্টস (এসি)	৮৪.১৫	বিডিএস ১৮৫২:২০১২
৬৩.	ডাবল-ক্যাপড ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস্-পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশনস্		বিডিএস আইইসি ৬০০৮১:২০০৬
৬৪.	প্রাইমারি ব্যাটারিজ- (ক) অংশ-১ জেনারেল (খ) অংশ-২ ফিজিক্যাল এন্ড ইলেকট্রিক্যাল স্পেসিফিকেশন (গ) অংশ-৩ ওয়াচ ব্যাটারি (ঘ) অংশ-৪ সেফটি অফ লিথিয়াম ব্যাটারীজ (ঙ) অংশ-৫ সেফটি অফ ব্যাটারীজ উ্যইদ এ্যাকুয়াস ইলেকট্রলাইট	৮৫.০৬	বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-১):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-২):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-৩):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-৪):২০০৫ বিডিএস আইইসি ৬০০৮৬ (অংশ-৫):২০০৫
৬৫.	i.ইলেকট্রিক আয়রনস ফর হাউসহোল্ড অর সিমিলার ইউজ- মেথডস্ ফর মেজারিং পারফরমেন্স ii.হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার ইলেকট্রিক এপ্লায়েন্সেস-সেফটি-পার্ট ২-৩: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস ফর ইলেকট্রিক আয়রণস্	৮৫১৬.৪০.৯০	বিডিএস আইইসি ৬০৩১১:২০১৮ বিডিএস আইইসি ৬০৩৩৫-২-৩:২০১৮
৬৬.	সুইচেস ফর হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার ফিক্সড- ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশনস্-পার্ট ১-জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস্	৮৫.৩৫/ ৮৫.৩৬	বিডিএস আইইসি ৬০৬৬৯-১:২০১৮

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬৭.	প্লাগস এন্ড সকেট-আউটলেটস ফর হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার পারপাজেজ- পার্ট ১: জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস্ পার্ট ২-১:পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর ফিউজড প্লাগস্ পার্ট ২-২:পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর সকেট-আউটলেটস্ ফর অ্যাপলায়েন্সেস পার্ট ২-৩:পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর সুইচড্ সকেট-আউটলেটস উইদাউট ইন্টারলক ফর ফিক্সড ইন্সটলেশনস্ পার্ট ২-৪:পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর প্লাগস এন্ড সকেট-আউটলেটস্ ফর এসইএলভি পার্ট ২-৫:পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর অ্যাডাপ্টরস্ পার্ট ২-৬: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর সুইচড্ সকেট-আউটলেটস উইথ ইন্টারলক ফর ফিক্সড ইন্সটলেশনস্ পার্ট ২-৭: পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্ ফর কর্ড এক্সটেনশন সেটস্	৮৫.৩৫/ ৮৫.৩৬	বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-১:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-১:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-২:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৩:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৪:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৫:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৬:২০১৬ বিডিএস আইইসি ৬০৮৮৪-২-৭:২০১৬
৬৮.	ইলেকট্রিক্যাল একসেসরিস-সার্কিট ব্রেকারস ফর ওভারকারেন্ট প্রোটেকশন ফর হাউসহোল্ড এন্ড সিমিলার ইন্সটলেশনস-পার্ট ১: সার্কিট ব্রেকারস ফর এ.সি. অপারেশন	৮৫.৩৫/ ৮৫.৩৬	বিডিএস আইইসি ৬০৮৯৮-১:২০১৬

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৬৯.	ব্যালাস্ট ফর টিউবুলার ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস্-পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস	৮৫০৪.১০.০০	বিডিএস আইইসি ৬০৯২১:২০০৫
৭০.	এ.সি. সাপ্লাইড ইলেকট্রনিক ব্যালাস্টস ফর টিউবুলার ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস্- পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস		বিডিএস আইইসি ৬০৯২৯:২০০৫
৭১.	ইলেকট্রিসিটি মিটারিং ইকুইপমেন্ট (এসি)-পার্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস-পার্ট ২১: স্ট্যাটিক মিটারস ফর একটিভ এনার্জি (ক্লাস ১ ও ক্লাস ২)	৯০.২৮	বিডিএস ৬২০৫৩-২১:২০১৩
৭২.	ইলেকট্রিসিটি মিটারিং- পেমেন্ট সিস্টেমস-পার্ট ৩১:পর্টিকুলার রিকোয়ারমেন্টস্-স্ট্যাটিক পেমেন্ট মিটারস ফর একটিভ এনার্জি (ক্লাসেস-১ এন্ড ২)	৯০.২৮	বিডিএস আইইসি ৬২০৫৫-৩১:২০১৭
৭৩.	সেলফ-ব্যালাস্টেড এলইডি ল্যাম্পস ফর জেনারেল লাইটিং সার্ভিসেস উইথ সাপ্লাই ভোল্টেজ>৫০ ভোল্ট-পারফরমেন্স রিকোয়ারমেন্টস		বিডিএস আইইসি ৬২৬১২:২০১৫
৭৪.	সেফটি রেজর ব্লেডস	৮২১২.২০.১১/ ৮২১২.২০.১৯/ ৮২১২.২০.৯০	বিডিএস ২১৯:২০০২
৭৫.	প্রোটেকটিভ হেলমেটস ফর স্কুটার এন্ড মোটর সাইকেল রাইডারস	৬৫.০৬	বিডিএস ১১৩৬:১৯৮৬ (রিএ্যাফার্মড ২০০৭)
৭৬.	স্যানিটারীওয়্যার এপ্লায়েন্সেস		বিডিএস ১১৬২:২০১৪
৭৭.	স্টিল বারস্ এন্ড ওয়্যারস ফর দা রিইনফোর্সমেন্ট অফ কনক্রীট (পার্ট ১ এন্ড পার্ট ২) [এম এস রড]		বিডিএস আইএসও ৬৯৩৫-১:২০১২ বিডিএস আইএসও ৬৯৩৫-২:২০১৬

(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭৮	গ্যাস সিলিন্ডার i. গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস এলুমিনিয়াম এলয় গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং ii. গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল ওয়েলডেড স্টীল সিলিন্ডারস- টেস্ট প্রেশার ৬০ বার এন্ড বিলো iii(a) গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস স্টীল গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং- পার্ট ১: কোয়েঞ্চড এন্ড টেম্পারড স্টীল সিলিন্ডারস উইথ টেনসাইল স্ট্রেন্থ লেস দেন ১১০০ Mpa iii(b) গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস এলুমিনিয়াম এলয় গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং- পার্ট ২: কোয়েঞ্চড এন্ড টেম্পারড স্টীল সিলিন্ডারস উইথ টেনসাইল স্ট্রেন্থ গ্রেটার দেন অর ইকুয়েল টু ১১০০ Mpa iii(c) গ্যাস সিলিন্ডারস- রিফিলেবল সীমলেস স্টীল গ্যাস সিলিন্ডারস- ডিজাইন, কন্সট্রাকশন এন্ড টেস্টিং- পার্ট ৩: নরমালাইজড স্টীল সিলিন্ডারস		 বিডিএস আইএসও ৭৮৬৬:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৪৭০৬:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৯৮০৯-১:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৯৮০৯-২:২০০৮ বিডিএস আইএসও ৯৮০৯-৩:২০০৮
৭৯.	সিরামিক টাইলস	৬৯.০৫/৬৯.০৭	বিডিএস আইএসও ১৩০০৬:২০১৫

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মিরাজুল ইসলাম উকিল
উপসচিব।

মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক, (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd